পিকেএসএফ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
প্রফেসর শফি আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

আলোকচিত্র
ফয়জুল তারিক
রাকিব মাহমুদ
পিকেএসএফ সংগ্রহশালা

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মুদ্রণ: বাংলাদেশ প্রিন্টিং প্রেস
১৯৫, ফকিরাপুল (১ম গলি) মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

০৪ বাণী: চেয়ারম্যান
০৬ মুখবন্ধ: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৮ পরিচালন
১৬ ব্যবস্থাপনা
১৮ সম্পাদকের কথা: ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু
২০ পিকেএসএফ: সাফল্যের তিন দশক
৩৬ হারতে মানা: করোনাকালে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা

৪৬ বুনিয়াদ
৪৮ জাগরণ
৫০ অগ্রসর
৫২ সুফলন
৫৪ কৃষি ইউনিট
৫৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
৫৮ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট
৬০ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

৬৪ সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৬৮ LIFT কর্মসূচি
৭০ LRL বিশেষ ঋণ কর্মসূচি
৭২ কুয়েত গুডউইল ফান্ড কর্মসূচি
৭৪ আবাসন ঋণ কর্মসূচি
৭৬ কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল
৭৮ বিশেষ তহবিল
৮০ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি
৮২ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
৮৪ কৈশোর কর্মসূচি
৮৬ গবাদিপ্রাণি সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম
৮৮ এসডিজি এবং পিকেএসএফ

৯২ SEIP প্রকল্প
৯৪ PACE প্রকল্প
৯৬ LICHSP প্রকল্প
৯৮ SEP প্রকল্প
১০০ প্রসপারিটি প্রকল্প
১০২ MDP প্রকল্প
১০৪ স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ এবং ওয়াশ কর্মসূচি

১০৮ প্রশিক্ষণ
১১০ গবেষণা
১১২ যোগাযোগ ও প্রকাশনা
১১৫ পিকেএসএফ গ্রন্থাগার
১১৬ তথ্যপ্রযুক্তি শাখা
১১৮ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

১২০ উল্লেখযোগ্য আয়োজন ও অনুষ্ঠানসমূহ
১৩০ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
১৪৪ বিভাগভিত্তিক সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

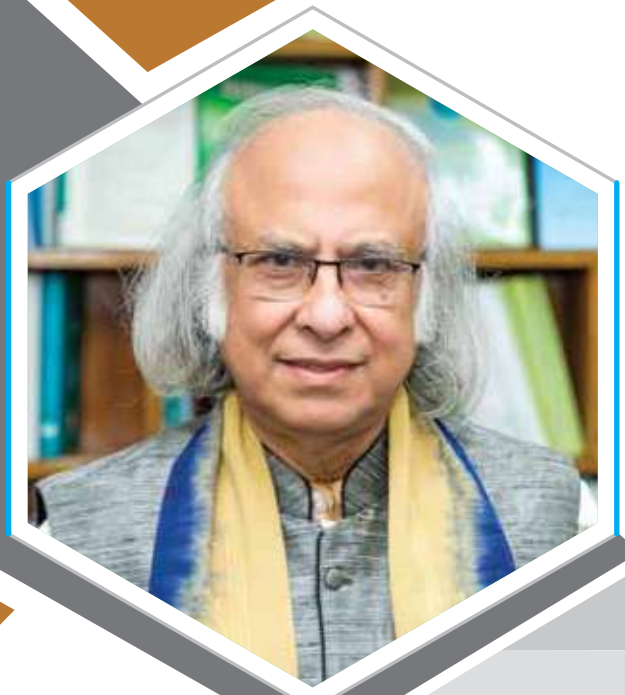

বাণী

চেয়ারম্যান

২০২০ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য এক কঠিন দুর্যোগের কাল, প্রকৃত অর্থে তা সারা বিশ্বের জন্যই প্রযোজ্য। এ বছর চীনের জনবহুল নগর উহানে জন্ম নেয়া কোভিড-১৯ তার সম্প্রসারণবাদী ডানা বিস্তার করে ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকাসহ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ২০২১ সালের শুরুর দিকেও কোভিড-১৯ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর এক ভয়াবহ হুমকি হিসেবেই বিরাজমান। সর্বগ্রাসী এই মহামারিকে পরাস্ত ও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে দুনিয়া জুড়ে অণুজীববিজ্ঞানী, প্রতিরোধ-তত্ত্ববিদ, উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ উদ্বেগাকুল মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু করোনার প্রস্থান এখনো দৃষ্টিগোচর নয়। অতি দ্রুত রূপান্তরণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং দিন দিন আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে ওঠা এই করোনাভাইরাস সারা বিশ্বে একের পর এক ঢেউ তৈরি করে যাচ্ছে। দেশে দেশে বেড়েই চলছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা।

পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-এর জন্য আমার বাণী রচনা করতে গিয়ে নিজের ভাবনাগুলি যখন সংগঠিত করছি, তখন ওপরে উল্লিখিত কোভিড-১৯-এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের উল্লেখ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সকল পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাপক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে ওঠে। ২০২০ সালের এপ্রিলে পিকেএসএফ-এর স্বাভাবিক কার্যক্রমসমূহকে বিভিন্ন স্তরে পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছিল। করোনার প্রভাবে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পভুক্ত সারা দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও সহায়হীন জনগোষ্ঠীকে অভিনব এবং সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দক্ষতার সঙ্গে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার পথ খুঁজতে হয়। অবশ্য বর্ষশেষে, এই মহামারি সৃষ্ট প্রবল বাধা অতিক্রম করে সফলতার যে দৃষ্টান্ত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বেশ প্রশংসার্হ। পিকেএসএফ যেসব লাখো মানুষের সঙ্গে কাজ করে, তাদের মুখে হাসির যে রেখা ফুটে উঠেছে তার সচিত্র বিবরণী খুঁজে পাওয়া যাবে এই প্রতিবেদনে। সেই হাসির নেপথ্যে রয়েছে বিভিন্ন খাতে আমাদের কর্মীদলের নিবেদিতপ্রাণ দায়বদ্ধতা। ২০২০ সালের মার্চের প্রথমেই যখন বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়, তখন ঢাকাস্থ পিকেএসএফ এবং (ঢাকার বাইরে) এর সহযোগী সংস্থার কর্মীবাহিনী এই মহামারির প্রভাব বিষয়ে পরিমাপ করতে বিলম্ব করেনি। অত্যন্ত দ্রুত আমরা আমাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগে রূপান্তর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এই মহামারির অভিঘাত মোকাবেলায় মানুষের চাহিদা এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রমের প্রকৃতি নির্ণয় করাটাই ছিল প্রাথমিক পরীক্ষা।

স্বাভাবিকভাবেই, পিকেএসএফ-এর কর্মীবৃন্দের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল মানবিক সহয়তা কর্মসূচি দিয়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সাবান, হাতে ব্যবহার্য জীবাণুনাশক এবং মাস্ক সরবরাহ করাটাই ছিল তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ। এই কাজটাই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় এবং তা সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা গেছে। মানুষের দুর্দশা লাঘবে পিকেএসএফ-এর কর্মীবৃন্দের মধ্যে এক ধরনের মিশনারি দায়বদ্ধতা ক্রিয়াশীল থাকে। করোনা

মোকাবেলায়ও তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা গেছে। কোন রকমের আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা প্রদান করার আগেই কোভিড-১৯-এর এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে, চলমান পিকেএসএফ কর্মসূচির অধীনেই তারা সম্ভবপর সকল পন্থায় অর্থ সংগ্রহ এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছেন। এই বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করেছে। ত্রাণ সহায়তায় তারা বাংলা নববর্ষ ভাতার ৪০% এবং একদিনের বেতন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সহযোগী সংস্থাসমূহও অনুরূপ উৎসাহ ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। যেসব এলাকায় তারা কাজ করে, সেখানকার কোভিড-পীড়িত মানুষের ত্রাণ সহায়তায় তারা ২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে। পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৪ কোটি টাকা প্রদান করে। মানুষের কাছে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ এবং যথাযথ ও প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশনসহ সব মিলিয়ে কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল বহুমুখী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। ভিডিও সংলাপ, ওয়েবিনার, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপকতর প্রয়োগ, কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে সম্প্রচার, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রেরণ, এ ধরনের সম্ভাব্য সকল যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। এই করোনাকালে পিকেএসএফ-এর উপযুক্ত ও নমনীয় অর্থায়ন নীতির কার্যকারিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুদান প্যাকেজ থেকে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে অত্যন্ত কার্যকর গতিময়তা দান করে। উদ্দীষ্ট মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এই টাকা বিতরণে পুনরায় তার দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। কালবিলম্ব না করে একটি বিশেষায়িত জীবিকায়ন পুনর্বাসন ঋণ (Livelihood Restoration Loan: LRL) কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পুনরুদ্ধারে ব্যাপকভাবে সহায়তা করা সম্ভব হয়। শিক্ষিত ও বেকার যুবশক্তি এবং স্বদেশ-প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অর্থ উপার্জনে দ্রুত সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম অভীষ্ট অর্থায়নের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে পিকেএসএফ যেসব কার্যক্রমের জন্য অনন্য স্থান অর্জন করেছে, তার কয়েকটির ওপর আমি আলোকপাত করতে চাই। আমাদের মন্ত্র হল, ভ্রূণাবস্থা থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত মানুষকে সেবাদান। এভাবে আমরা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের কথা ও চেতনায় বিশ্বাস করি ও তা প্রতিপালনও করি। মহামারির বিস্তার সত্ত্বেও, প্রবীণ, যুব ও কৈশোর কার্যক্রমের মত বিশেষ উদ্যোগসমূহ সচল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক সম্পৃক্তি এবং তথ্য ও জ্ঞান সম্প্রচারে আমাদের তৎপরতা একদিকে করোনার প্রভাব মোকাবেলায়, অন্যদিকে তার সংক্রমণ সীমিত রাখার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, যুব ও কিশোর-কিশোরীরা শুধু যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করেনি, তারা এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে -- এবং তা করেছে সযত্নে ও স্বাস্থ্যবিধি মান্য করে। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ এই দুই উপলক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করেছিল এবং তাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। সেইসব গৌরবময় ও ভয়ঙ্কর দিনগুলির স্মৃতিচারণ ছিল যুগপৎ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং প্রেরণাদায়ী। এমন সব কার্যক্রম প্রমাণ করে যে, কোভিড-১৯-এর বিরতিহীন উপস্থিতি পিকেএসএফ-এর বহুমুখী উদ্যোগকে স্তিমিত করতে পারেনি।

বাংলাদেশ কিভাবে এই মহামারির ব্যবস্থাপনা করেছে এবং একই সঙ্গে অর্থনীতির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করেছে, এই দুই বিষয়ে আমার অভিমত জ্ঞাপন করতে চাই। বিভিন্ন সূত্র থেকে এমন মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল যে, মানুষের মৃত্যু, স্বাস্থ্য খাত এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। একথা বাস্তবিক যে, মৃত্যু ঘটেছে, সংক্রমণ বিস্তার লাভ করেছে এবং সামূহিক অর্থনীতির গতি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের গতিশীল ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মৃত্যু, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় আমরা একটি উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। প্রথমটির তুলনায় মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ ছিল প্রবলতর, কিন্তু বাংলাদেশ তার মোকাবেলায় কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৫%। যেখানে সারা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নানা মাত্রার সংকোচন দেখা গেছে। অবশ্য, মহামারির প্রভাবে দেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য অনেক বেড়ে গেছে। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনরুজ্জীবনে এটা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। আশা করি, এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি যথাবিহিত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। অশেষ কৃতজ্ঞতা আরো এই কারণে যে, বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্নির্মাণ ও পুনঃশক্তি সঞ্চারে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তিনি পিকেএসএফ-এর ওপর আস্থা রেখেছেন। আমাদের সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে অব্যাহতভাবে সম্পৃক্ত থাকার জন্য উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে, পিকেএসএফ-এর সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দ এবং দেশব্যাপী সকল সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মোদ্যোগ অতুলনীয়। ২০২০ সালে সৃষ্ট সকল প্রবল প্রতিকূলতার মুখোমুখি তাদের নিরলস কর্মদক্ষতাই ছিল পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক সাফল্যের চাবিকাঠি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

মুখবন্ধ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২০২০ সাল ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং সারা বাংলাদেশের জন্য এক সুকঠিন পরীক্ষার সময়। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীকেই এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। একটা দীর্ঘ সময় ধরে দেশবাসী গভীর অনিশ্চয়তা ও সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করেছে। বড় কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু জীবন যেহেতু কঠিন এবং বাস্তবতার চাহিদা যেহেতু কোন অজুহাত দিয়ে মেটানো যায় না, তাই এই বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও জীবন-জীবিকা চালিয়ে নেয়ার কঠিন শিখনসমূহ আমরা আত্মস্থ করেছি। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রাথমিক অভিঘাত সামাল দিয়ে অতি দ্রুতই তার বিভিন্ন কর্মসূচি কিভাবে কোন পর্যায়ে এবং কতটুকু বাস্তবায়ন করা যায়, সে বিষয়ে কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে করোনার সংকটকালের মধ্যেই পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে সেই গতি বৃদ্ধি পায়।

তাই দিনশেষে, ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনভুক্ত বিষয়সমূহ কোনভাবেই খণ্ডিত বা সীমিত বলে গণ্য করা যাবে না। এটা আমাদের সকলের জন্য এক পরম পরিতৃপ্তির বিষয়। পিকেএসএফ-এর কর্মীবৃন্দ বিগত কয়েক বছর ধরেই তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠছিলেন, করোনাকালে তাদের সেইসব দক্ষতা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এপ্রিল মাসের ১২ এবং ১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পরিষদের সঙ্গে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার নির্বাহীদের দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা দু'টিতে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদও সংযুক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির এই দুঃসময়ে পিকেএসএফ-এর নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার সমান্তরালে দেশব্যাপী সকল পর্যায়ের কর্মী এবং সদস্যবৃন্দের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য সরকারের নির্দেশিত বিভিন্ন বিধি পরিপালন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ-এর নিয়মিত কর্ম-পরিকল্পনার তাৎক্ষণিক কোন সংস্কার এবং বাস্তবায়নের পন্থা নির্ধারণে প্রথম পর্যায়ের এই দু'টি সভা করোনা সংকটের মধ্যেও কর্মতৎপরতা সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রেখেছিল। উল্লেখ্য, এরপর থেকে নির্দিষ্ট বিরতিতে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বিভাগ, শাখা ও ইউনিট বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে নিয়মিতভাবে তথ্য-প্রযুক্তি প্রয়োগে সভার আয়োজন করে। এছাড়া, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সকল

পর্যায়ের কর্মী ও সদস্যদের কুশল ও জীবন-জীবিকা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে স্থানীয় সরকার ও সরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

এই দুঃসময়ে আমাদের সদস্যবৃন্দের জীবনযাপনের প্রধান সমস্যা সমাধানে প্রথমেই ফাউন্ডেশন থেকে গৃহীত অর্থনৈতিক সহায়তার কিস্তি পরিশোধের বিষয়ে সর্বোচ্চ নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে পরিশোধের কিস্তি প্রদান স্থগিত রাখা হয়। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই পিকেএসএফ কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাদের বাংলা নববর্ষের উৎসব ভাতার ৪০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করে। প্রাথমিক পর্যায়েই পিকেএসএফ থেকে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবা ও মানবিক কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

পিকেএসএফ-এর সার্বিক উদ্যোগ অত্যন্ত গতিশীল হয়ে ওঠে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার প্রভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের বিপর্যয় রোধে ২০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন এবং এই অঙ্ক থেকে ৫০০ কোটি টাকা পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ঋণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। পিকেএসএফ যে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে যথার্থ ভূমিকা রাখছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা থেকে বিশেষ বরাদ্দ সেই কথাকেই প্রমাণ করে। আমাদের এমন স্বীকৃতি প্রদান ও বিশেষ বরাদ্দ দানের জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই।

করোনাকালের সংকটের অভিঘাত অদ্যাবধিও আমাদের ছেড়ে যায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ববাসীকে এই মর্মে সতর্ক করেছে যে, এই সংকট আরও দীর্ঘ সময় আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। তাই সকলকেই বিভিন্ন ধরনের সাবধানতা গ্রহণ করে কর্মে লিপ্ত হতেই হয়। ২০২০ সালে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা সেভাবেই পরিচালনা করেছি। আমাদের সকল কর্মসূচির সাফল্য করোনা-পূর্ব কালের চেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে হ্রস্ব নয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য আমরা Rural Microenterprise Transformation Project গ্রহণ করেছি। শেখ হাসিনার গণমুখী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ আগে থেকেই তৎপর ছিল এবং ২০২০ সালে তা আরও গতিশীল হয়ে উঠেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সার্বক্ষণিক সহায়তার জন্য তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের কার্যক্রমে নিয়মিত অবদান রাখার জন্য উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মীদল তাদের অক্লান্ত ও নিবেদিতপ্রাণ তৎপরতার মাধ্যমে সংস্থার সাফল্যে নিত্যদিন ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের এই পরিশ্রম দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সহায়তা দান করছে, কর্মের চেয়ে অধিক কোন সার্থকতা থাকতে পারে না। পরিশেষে, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

পরিচালন

সাধারণ পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে নীতিমালা সম্পর্কিত সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে। দারিদ্র্য বিমোচনে বিস্তৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসৃজনের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে এই পর্ষদ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। দরিদ্র মানুষের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পিকেএসএফ-এর মূলমন্ত্রকে ধারণ করে এই পর্ষদ পিকেএসএফ-এর গৃহীত উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডসমূহ তদারকি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

পর্ষদের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে পিকেএসএফ-এর বার্ষিক বাজেট এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর অনুমোদন প্রদান। এই পর্ষদ পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার দায়িত্বও পালন করে থাকে।

পিকেএসএফ-এর সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী, বছরে অন্তত একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ২০১২ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বছরে দুইবার পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে ডিসেম্বরে 'বার্ষিক সাধারণ সভা' এবং জুনে 'সাধারণ সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে স্বীকৃত বা বিশেষভাবে আগ্রহী সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন, যাদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যানও অন্তর্ভুক্ত। প্রজাতন্ত্রে চাকুরিরত কোনো ব্যক্তি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হতে পারেন না। বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্ষদের বাকি ১০ সদস্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি বা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ
২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী 'ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি)'-এর সদস্য

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
সদ্যবিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ
সাবেক চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS)

অরিজিৎ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ ফজলুল হক
অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসর-পূর্ব ছুটিতে)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সিনিয়র সচিব (বর্তমানে অবসর-পূর্ব ছুটিতে)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকতারী মমতাজ
সাবেক সচিব, সরকারি কর্ম কমিশন এবং
সাবেক সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ.এন. শামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী
সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

মোঃ রুহুল আমিন
সাবেক সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-০১) এবং
সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পারভীন মাহমুদ, এফসিএ
চেয়ারপার্সন
আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন্স এডুকেশনাল প্রোগ্রাম (UCEP) বাংলাদেশ
সাবেক প্রেসিডেন্ট, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (ICAB)

নাজনীন সুলতানা
সাবেক ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাবেক মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)

ড. রমণীমোহন দেবনাথ
অর্থনীতি বিষয়ক কলামিস্ট

ড. নিয়াজ আহমেদ খান
উপ-উপাচার্য
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

ড. শরীফা বেগম
সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)

হেলাল আহমদ চৌধুরী
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM) এবং
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন (পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) (পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

পরিচালনা

পরিচালনা পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ফাউন্ডেশনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা প্রদান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ। প্রকল্প বা কর্মসূচির অনুমোদন, অনুদান, ঋণ বা সহযোগী সংস্থাকে প্রদেয় অন্যান্য আর্থিক সহায়তাসহ এই পর্ষদ পিকেএসএফ-এর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সাত। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সাফল্যের যথাযথ স্বীকৃতি আছে বা এ বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও অন্য দুইজন সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। পরিচালনা পর্ষদের বাকি তিনজন সদস্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বা উন্নয়ন খাতে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন। সরকারের পরামর্শ সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে নিয়োগ প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পদাধিকারবলে তিনি পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্য।

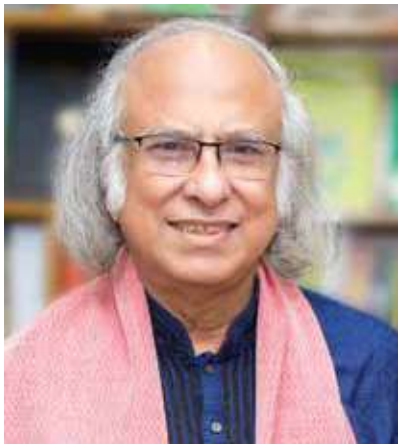

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন চিন্তাবিদ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-এর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে সবার জন্য মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। তাঁর ধারণাগত উন্নয়ন ভাবনা এবং নেতৃত্বে পিকেএসএফ প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

আদর্শভিত্তিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত মানের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গঠিত জাতীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসেবে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি একজন প্রথিতযশা জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, যিনি পরিবেশ ও মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবসমূহ এবং তা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে একজন নিরলস গবেষক।

তিনি বহু বছর ধরেই টেকসই উন্নয়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃৎ। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জাতিসংঘে উপস্থাপিত বাংলাদেশের Post-2015 Development Agenda সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নে তিনি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিবেচনা ও গ্রহণ করার জন্য খসড়া টেকসই উন্নয়ন-২০৩০ কর্মসূচি প্রণয়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ Open Working Group-এ তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে।

১৯৮০-এর দশক থেকে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের গবেষণা, সংলাপ ও এ্যাডভোকেসির অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা। বিশেষত, পানি সম্পদ বিষয়ে তিনি দেশীয় ও দক্ষিণ এশীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে যৌথভাবে এ অঞ্চলের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ নীতি পরিকল্পনা, খাদ্য ও কৃষি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব উন্নয়ন, উন্নয়নে নারী ও জেন্ডার ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ৪০টি গ্রন্থ এবং ২৫০টির বেশি প্রবন্ধ (একক বা যৌথভাবে)।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট (টানা তিন মেয়াদে নির্বাচিত), বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক। তিনি ১৯৭৯-১৯৮৩ মেয়াদে কুয়ালালামপুরভিত্তিক এসোসিয়েশন অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস অফ এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (ADIPA, পরবর্তী কালে APISA)-এর সভাপতি এবং ১৯৮৮-১৯৯১ মেয়াদে রোমভিত্তিক সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (SID)-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৪ মেয়াদে তিনি জাতিসংঘের কিয়োটো প্রোটোকল-এর আওতায় ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (CDM)-এর নির্বাহী সদস্য ছিলেন। ২০০৭ সালে 'ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (IPCC)'-এর শান্তিতে নোবেল বিজয়ে যেসব অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা রাখেন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি IPCC-র তৃতীয় ও চতুর্থ মূল্যায়নে একজন সমন্বয়কারী/প্রধান সমন্বয়কারী প্রণেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই দু'টি মূল্যায়ন যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

তিনি ১৯৯৭-২০০১ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯৮-২০০১ সালে সরকার প্রণীত জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-এর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-এর একজন সদস্য।

জনসেবা ও সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০১৯ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন ভাবনা ও দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন। এছাড়াও, তিনি জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯ লাভ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি পদাধিকারবলে ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসনে মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-এর ৩৫ বছরের উজ্জ্বল ও সফল পেশাজীবন রয়েছে। তিনি ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে 'ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেইনি' পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে সচিব ছিলেন।

তিনি দেশের মাঠ প্রশাসন পর্যায়ে সহকারী কমিশনার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের সচিব ছিলেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,

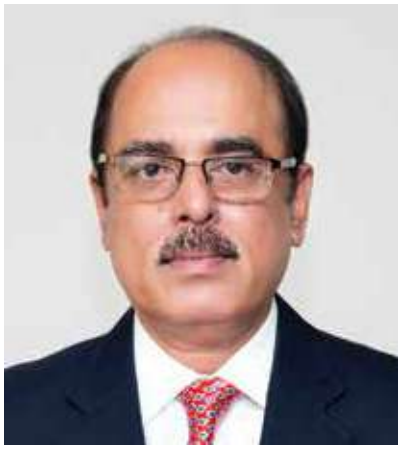

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-সহ বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে তিনি সুদক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

তিনি কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের একজন পূর্বতন সভাপতি। বর্তমানে তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-এর 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর' হিসেবে নিযুক্ত আছেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট)-এর সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড সদস্য হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন-এর মহাসচিব ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালন ছাড়াও মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ২০১৭-এ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক 'রূপালী ইলিশ' পুরস্কার লাভ করেন।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশ নেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। মানবকেন্দ্রিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ-কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, সদস্য

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সাবেক চেয়ারম্যান। জাতীয় পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করে। রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য সুপরিচিত। ১৯৭৯ সালে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি বেইজিং, হংকং, লন্ডন, কাতার, নিউইয়র্ক ও জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে ২০০৭-১২ মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করা মুন্সী ফয়েজ আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনকালীন তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

অরিজিৎ চৌধুরী, সদস্য

অরিজিৎ চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব। তিনি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি পিয়ার লার্নিং গ্রুপ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন-এর সদস্য। এর আগে তিনি আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এবং নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ মিউনিসিপাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)-এর পর্ষদে এবং এআইআইবি-এর স্টিয়ারিং কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। অরিজিৎ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া, তিনি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। অরিজিৎ চৌধুরী ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, সদস্য

টেকসই উন্নয়নে পরিবর্তনের প্রবক্তা এবং পেশাগত জীবনে হিসাবশাস্ত্রে অনন্য দক্ষতার অধিকারী পারভীন মাহমুদ, এফসিএ-এর কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। বর্তমানে তিনি আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেন'স এডুকেশন প্রোগ্রামস (UCEP) বাংলাদেশ এবং হার স্টোরি ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি। পারভীন মাহমুদ মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এসিস্ট্যান্স সার্ভিস (MIDAS), এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন এবং শাশা ডেনিম লিমিটেড-এর সাবেক চেয়ারপার্সন।

পারভীন মাহমুদ ব্র্যাকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি দেশের শীর্ষ উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পারভীন মাহমুদ গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ACNABIN, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসের সহযোগী ছিলেন। তিনি দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (ICAB)-এর প্রথম নারী কাউন্সিল সদস্য এবং তিন মেয়াদে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী কালে তিনি ICAB-র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সার্ক-এর অ্যাকাউন্টিং পেশাজীবীদের সংগঠন- সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্টেন্টস (SAFA)-এর প্রথম নারী পর্ষদ সদস্য। তিনি সিএ ফিমেইল ফোরাম- উইমেন ইন লিডারশিপ কমিটি, ICAB-র চেয়ারপার্সন এবং SAFA-র উইমেন ইন লিডারশিপ কমিটির ভাইস চেয়ারপার্সন। তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB), বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, RDRS, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (আহছানিয়া মিশন), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), ফ্রেন্ডশিপ, ঘাসফুল, সিডার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সৈয়দা আঞ্জুমান আরা বালিকা বিদ্যালয়, মনের বন্ধু ও গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড, এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড এবং বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড-এর স্বতন্ত্র পরিচালক। তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD) এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স (ICC), বাংলাদেশ-এর সদস্য।

তিনি ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি প্যানেল ফর এসএমই ডেভেলপমেন্ট অফ বাংলাদেশ-এর সদস্য ছিলেন। এছাড়াও, পারভীন মাহমুদ ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদ সদস্য এবং এসএমই উইমেন্স ফোরাম-এর আহ্বায়ক। তিনি লায়ন্স ক্লাব অফ চিটাগাং পারিজাত এলিট, লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল, ডিসট্রিক্ট ৩১৫-বি৪, বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট এবং মেলভিন জোন্স-এর ফেলো।

পারভীন মাহমুদ সমাজে পরিবর্তন আনয়নকারী হিসেবে ২০২০ সালে চিটাগং ডাইজেস্ট কর্তৃক টপ টেন শাইনিং পার্সোনালিটি পুরস্কার, ২০১৯ সালে ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক উন্নয়ন ক্যাটাগরিতে অনন্যা শীর্ষ দশ পুরস্কার-২০১৮, উদ্যোক্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য আরটিভি কর্তৃক জয়া আলোকিত নারী-২০১৮ পুরস্কার, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS) কর্তৃক 'উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক-২০১৭', ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BOLD) কর্তৃক 'উইমেন অফ ইন্সপিরেশন এ্যাওয়ার্ডস' পুরস্কার অর্জন করেন। কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ২০১৫ সালে তাঁকে দক্ষিণ এশীয় অগ্রণী নারী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যুক্তরাজ্যের ম্যাকমিলান পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে তাঁকে নিয়ে 'চ্যাম্পিওনিং উইমেন' শীর্ষক একটি কেস স্টাডি প্রকাশ করে। নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য পারভীন মাহমুদ ২০০৬ সালে নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া শাইনিং পার্সোনালিটি এ্যাওয়ার্ড- ২০০৬' লাভ করেন।

নাজনীন সুলতানা, সদস্য

নাজনীন সুলতানা ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর। ডেপুটি গভর্নর হিসেবে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল বিভাগ, ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর আগে, নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত 'বাংলাদেশ ব্যাংক ফর স্ট্যান্ডার্ড হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার প্যাকেজ অ্যান্ড ইআরপি প্যাকেজ'-এ তিনি প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনায় তিনি ৩০ বছরের বেশি সময় নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাইজেশন টীমে তিনি নেতৃত্ব দেন। তিনি ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংকারস, বাংলাদেশ (আইবিবি)-এর পরীক্ষা সংক্রান্ত উচ্চতর দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

তিনি ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM)-এর পরিচালনা পর্ষদেরও একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি MIDAS ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর একজন স্বতন্ত্র পরিচালক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে নাজনীন সুলতানা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, সদস্য

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)-এর সাবেক মহাপরিচালক। তিনি ২০১০-২০১৪ পর্যন্ত পরপর দুই মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) এবং স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর পর্ষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মহাসচিব, ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সচিব এবং ব্যাংকিং কমিটি অফ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, বাংলাদেশ (ICCB)-এর সদস্য। ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশনের জন্য 'ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট' বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার প্রস্তুত করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রিধারী ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী ভারতের সিমলাস্থ হিমাচল প্রদেশ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যবস্থাপনা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সকল স্তরের সুদক্ষ জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা সারা দেশে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে। মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়োগ, কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ ও বিবিধ প্রণোদনার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কৌশলগত এবং নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ বোধ করেন। নিয়মিত বিরতিতে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের দক্ষতাকে আরও শাণিত করে তোলা হয়। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায় থেকে সরকারি ও পিকেএসএফ-এর পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংস্থার সকল স্তরের চাকুরেবৃন্দ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে মোট ০৮টি বিভাগ ও ইউনিট অন্তর্ভুক্ত -- ১. উদ্যোগ উন্নয়ন, ২. প্রশাসন, ৩. অর্থ, হিসাব ও জনবল, ৪. অতিদারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন, ৫. নিরীক্ষা, ৬. যোগাযোগ ও প্রকাশনা, ৭. গবেষণা এবং ৮. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন।

উদ্যোগ উন্নয়ন

এই বিভাগের অধীনে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন পরিচালিত হয়। তথ্যপ্রযুক্তি শাখা এবং এমআইএস শাখার পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প -- Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE), Skills for Employment Investment Program (SEIP), Sustainable Enterprise Project (SEP), Microenterprise Development Project (MDP), Rural Microfinance Transformation Project (RMTP) এবং Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation for Human Capital Development Project -- এই বিভাগের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এছাড়া, কৈশোর কর্মসূচি নামে পিকেএসএফ-এর একটি বিশেষায়িত কর্মসূচি এই বিভাগের আওতাধীন। একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশাসন

সাধারণ প্রশাসন, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট, রক্ষণাবেক্ষণ, আইন এবং লাইব্রেরী ইউনিট নিয়ে গঠিত প্রশাসন বিভাগ পিকেএসএফ-এর সকল প্রকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ০৫টি কর্মসূচি যথা সমৃদ্ধি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষ তহবিল ও কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা তালিকাভুক্তিকরণ এবং এসডিজি এই বিভাগের আওতাভুক্ত। একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশাসন বিভাগের আওতায় মূলস্রোতভুক্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন-এর পরিচালনার সঙ্গে এই বিভাগ যুক্ত।

অর্থ, হিসাব ও জনবল

অর্থ বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে তহবিল ব্যবস্থাপনা, হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত বিষয়, পুনর্ভরণ এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আর্থিক তথ্য প্রদান এই বিভাগের অন্যতম কাজ। ঝুঁকি প্রশমন ইউনিটসহ পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন এই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।

এছাড়া, জনবল শাখা, প্রশিক্ষণ শাখা, কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট, কুয়েত গুডউইল ফান্ড (Kuwait Goodwill Fund: KGF) কমর্সূচি এবং Low Income Community Housing Support (LICHS) প্রকল্পও এই বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভাগটি জনবল শাখার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

অতিদারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন

পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিভাগটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত। এছাড়া, সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি এই বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়। এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যক্রম শাখার দু'টি প্যানেল তত্ত্বাবধানের অতিরিক্ত পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

নিরীক্ষা

একজন মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই বিভাগ পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক লেনদেনসহ যাবতীয় বিষয়ে প্রতারণা শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং সংস্থার নীতিমালা ও সরকারি নীতিমালা মোতাবেক পিকেএসএফ-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার সার্বিক নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করে। বিভাগটির 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' এবং 'বহিঃ নিরীক্ষা' নামে দু'টি শাখা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা পিকেএসএফ পর্যায়ে সংঘটিত ব্যয়সমূহের প্রাক-নিরীক্ষা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির ব্যয়ের পুনঃভরণ বিল নিরীক্ষা করে। এছাড়া, বহিঃনিরীক্ষা শাখা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরীক্ষা সম্পাদন এবং সি.এ ফার্মের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

এই ইউনিটের তত্ত্বাবধানে পিকেএসএফ-এর সমুদয় প্রকাশনার কাজ পরিচালিত হয়। বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটসহ পিকেএসএফ-এর সকল প্রকার প্রকাশনার উপাদান ও মানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে এই ইউনিট। এছাড়া, 'সমৃদ্ধি' নামে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব YouTube চ্যানেলে সংস্থার বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ সম্প্রচার করে থাকে। গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি, সংবাদ ও অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাপক প্রচারসহ ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডও এই ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমানে একজন সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজারের তত্ত্বাবধানে এই ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে।

গবেষণা

একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা ইউনিট নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে এবং আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সদস্যবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে কিভাবে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে, সে বিষয়ে এই ইউনিট প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া, পিকেএসএফ Green Climate Fund (GCF)-এর National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এই ইউনিট GCF-এর সাথে পিকেএসএফ সম্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করে। বর্তমানে এই ইউনিট Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে Extended Community Climate Change Project (ECCCP)-Flood নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এ সর্বমোট ৪২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন, যার মধ্যে ২৫১ জন নিয়মিত কর্মকর্তা, ১৮ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা, ৬৮ জন প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা এবং ৮৩ জন কর্মচারী।

সম্পাদকের কথা

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু...

দু' দু'বার আমাদের জীবনে এল পহেলা বৈশাখ, পহেলা জানুয়ারি এবং পহেলা মহররম। আনুষ্ঠানিকতার আনুগত্যে আমরা শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছি, পাঠিয়েছি। কার্ড বিনিময় একটা রীতির অনুসৃতি হলেও, বঙ্গাব্দ ১৪২৭/২৮ অথবা খ্রিস্টাব্দ ২০২০/২১ অথবা হিজরি ১৪৪১/৪২ বর্ষারম্ভে বন্ধুস্বজনদের জন্য মঙ্গল কামনায় যখন -- 'আমাদের সকলের জীবনে শুভ ও কল্যাণ বয়ে আনুক' -- এমন শুভেচ্ছার শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করেছি বা লিখেছি, তখন বোধ করি, শুভকামনার শব্দরাজি এবারের চেয়ে গভীরতর আন্তরিকতায় এর আগে কখনো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা মনে করতে পারি, কিন্তু সেদিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও ত্রস্ততা আমাদের জীবনকে এমনভাবে সংকটময় করে তুলেছিল যে, একাত্তরে এমন নববর্ষ পালন বা আনুষ্ঠানিকতার কোন অবকাশ ছিল না।

১৪২৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষ দিনগুলিতে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে গিয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলের রেখায় বাঙালি যখন আন্তরিক প্রার্থনাকে মূর্ত করতে চেয়েছিল, সেদিন ঘূণাক্ষরেও তো মনে হয়নি, আবার আসিবে ফিরে চৈত্র আগামী বরষে এর চেয়ে তীব্র দাবদাহ ও স্বজন হারানোর বর্ধিত বেদনা নিয়ে। শোক আর উদ্বেগের এক দুঃসহ গুমোট যেন আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে। মিনাসোটার ওই কালো মানুষ জর্জ ফ্লয়েডের মত সারা পৃথিবীর মানুষ যেন বলতে চাইছে, 'আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারছি না'।

অক্সিজেনের প্রবাহ পৌঁছাচ্ছে না আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। সত্যিই তো, অক্সিজেনের অভাবে কত সহস্র মানুষের জীবনাবসান হল আমাদের দেশে, ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র! সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর কোন দেশই এর বাইরে নয়।

এমন এক বৈরী ও বিভীষিকাকীর্ণ ও বিষাদময় কালেও জীবনের প্রয়োজনে, জীবিকার চাহিদা মেটাতে, বাঁচতে ও বাঁচাতে আমাদের আবশ্যিকভাবে যুক্ত হতে হয় দৈনিক কর্মে, সংগ্রামে। করোনাকালের কথা বলছি। পেরিয়ে এলাম আরও একটি মার্চ, যা আগের বছরের চেয়ে আরো অনেক বেশি ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছে আমাদের মাঝে। 'যাদের আমরা হারিয়েছি', সেই তালিকাটা দীর্ঘতর হয়েছে। হারানোর বেদনা তো আছেই, পরিবারের সদস্য চিরতরে হারিয়ে যায়, কত বছর ধরে প্রতিবেশী দূরত্বে বসে থাকা অফিসের সহকর্মীর চেয়ার শূন্য, দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেরই জীবনাবসান ঘটেছে করোনার আক্রমণে। কিন্তু প্রিয়জন বা শ্রদ্ধেয়জনকে শেষ দেখার মধ্য দিয়ে বিদায় জানানোর অবকাশ নেই। করোনা আভিধানিক অর্থেই আমাদের জীবনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

করোনার মুখোমুখি হবার প্রথম দিনগুলিতে 'ভয় নয়, সচেতনতায় জয়' এই প্রবচনের ওপর আমরা সবাই জোর দিয়েছিলাম, আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি এতটুকুও। কিন্তু বাস্তবতা হল, দিনের পর দিন পরিস্থিতির অবনতিতে আমাদের ভয় বৃদ্ধি পেয়েছে, একটার পর আরেকটা বিধ্বংসী ঢেউ এসে প্রবল ভয় দেখাচ্ছে আমাদের, কিন্তু সচেতনতার অভ্যাসটায় রপ্ত হতে কিছুতেই রাজি নয় আমার দেশের অধিকাংশ নাগরিক। সংকটের সূচনাবেলায় (যখন এর সম্ভাব্য ব্যাপ্তি, স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না) আমরা কিছুটা গরবের সাথেই স্মরণ করেছিলাম, বাঙালিদের নিয়ে রচিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই অহংবাদী উচ্চারণ, 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি'। রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে পড়ে গেল, তাঁর একটা বাণীকে আমরা প্রায়শই স্মরণ করে থাকি। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' অসাধারণ বাণী। করোনা সংকটে এর প্রাসঙ্গিকতা খুবই গভীর। এই দুঃসময়ে জীববৈজ্ঞানিকবৃন্দও বলেছেন, ভয় পেলে আমাদের শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, কোভিড-১৯ তখন আমাদের ওপর আরো আগ্রাসী হয়ে ওঠে। কাব্যের সঙ্গে জীবনের মিতালি হয়তো আছে, কিন্তু রুক্ষ বাস্তবের স্বাদ যে সমুদ্রসলিলের চেয়েও নোনা, সে কথাও প্রমাণিত হয়েছে করোনাকালে আমাদের জীবনযাপনের নানা পরম্পরায়, সংকট মোকাবেলায়, অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ-বিচ্ছেদ এবং একই সঙ্গে গোষ্ঠীগত ও ব্যাপকতর সামাজিক উদ্যোগে। মানবসমাজ বিপন্নতার মধ্যেও বেঁচে থাকে এবং যুগপৎ অযুত সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এই মৃত্যুহীন সত্য প্রতিষ্ঠায় সত্যিই আমরা সীমাহীন দৃঢ়তায় বেঁচে আছি করোনার মুখোমুখি।

উন্নয়ন-ভুবনে একটা কথা খুবই প্রচলিত। প্রতিবন্ধকতাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করো। যখন দেখবে বাধা, তখন তা অতিক্রম করে নতুনতর সফলতার গন্তব্যে পৌঁছানোর কর্মকৌশল ও পথরেখা তৈরি করতে হবে। সত্যিই এই কর্মদর্শন খুবই ইতিবাচক এবং তুলনাহীন। বাধা আমাদের কাজের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অন্যান্য বিকল্প অনুসন্ধানে তখনই প্ররোচিত বোধ করি আমরা। গন্তব্যে পৌঁছানোর দুর্গমতা অতিক্রম করার জন্য আবিষ্কার করি নতুন নতুন পথরেখা।

করোনাকালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের নানা কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রাথমিকভাবে সমস্যাসংকুল হয়ে উঠলেও সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন সব বুদ্ধিদীপ্ত পথ খুঁজে নিয়েছেন।

পিকেএসএফ গ্রাম-গ্রামান্তরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমাদের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জীবনযাত্রা, অসংখ্য দরিদ্র শিশুর পড়াশোনা, অসহায় প্রবীণদের মুখের হাসির উচ্ছ্বাস, কিশোরীদের সম্ভাবনাময় জীবনের ছক। সোনালী ফসলের অবারিত মাঠ, জলাশয়ে মীনকন্যার ক্রীড়া, পরিপাটি হাতের কাজের আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য, বহুবর্ণা পুষ্পের ঐশ্বর্য, গ্রামীণ কারিগর ও শিল্পীর নানান কাজের যেসব আলোকচিত্র আমাদের সকলের কাছে এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে হয়ে ওঠে বাংলাদেশের চোখ-জুড়ানো বিজ্ঞাপন, সেসবের নেপথ্যে যারা কাজ করে, পিকেএসএফ কাজ করে তাদের সাথে। অথচ বাস্তবে এবং অর্থনীতির ভাষায় এদের অনেকেই তো দরিদ্র। হয়তো এক বা কয়েক বছর আগে এরা দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিভিন্ন সময় তাদের পিছে ঠেলে দেয়। এবার করোনা তার সংহারী মূর্তি নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। বিগত তিন দশকেরও বেশি কাল ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন শুধু লক্ষ লক্ষ দুঃখী ও অভাবী মানুষের কাছে ভরসার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়নি, সারাদেশের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার সক্রিয় সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। এদের সবার সঙ্গে একটা পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। করোনাকালের বিবিধ সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে আমরা এই আশ্বাসের শব্দ তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি যে, বিপদকালে যথাসাধ্য সহায়তা নিয়ে আমরা আছি, থাকবো আপনাদের সঙ্গে।

বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে করোনার আক্রমণ আমাদের কাজের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করেছে ঠিকই, কিন্তু এইকালে তথ্য-প্রযুক্তি ছিল আমাদের নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর সহায়। দূরপ্রান্তের ঠাকুরগাঁও অথবা সাগরপারের চট্টলার কর্মীদের সাথে ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোনের পর্দায় বিভিন্ন বিরতিতে নানান কার্যক্রম বিষয়ে সফল আলোচনা হয়েছে। মতবিনিময়ের মাধ্যমে নতুন পথের দিশাও পাওয়া গেছে। সবার আন্তরিক অংশগ্রহণে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-এর লক্ষ্যপূরণে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি।

আমাদের দক্ষতা ও স্বচ্ছতার ওপর আস্থা রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংহারকালে আমাদের বাড়তি ৫০০ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছিলেন, আমরা তার সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুদান খুব স্বাভাবিকভাবেই করোনাকালে আমাদের কার্যক্রমে সবিশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মীদের সক্ষমতা, আন্তরিকতা, শ্রমশীলতা ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে এই অনুদান সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছে। আমাদের অন্যান্য কার্যক্রমেও উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছে। সর্বোপরি, করোনা সংকট মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মী স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন।

করোনাকালে আমরা অনেক সুহৃদ-স্বজনকে হারিয়েছি। আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয় জনাব ইব্রাহিম খালেদের কথা। একদা পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক, তারপর এই সংস্থার সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, আমৃত্যু এই সংস্থার এক অসামান্য হিতার্থীর প্রয়াণে আমরা অদ্যাবধি শোকাহত।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন গত বছরও (২০১৯) প্রায় সঠিক সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এবার এটা প্রকাশ করতে অনেক বাড়তি সময় লেগে গেল। আমাদের সব আয়োজন যখন সম্পন্নপ্রায়, তখন করোনার কাছে হার মানতে হয়েছে। করোনা হানা দিয়েছে প্রকাশনা শাখায় এবং মুদ্রণালয়ে। অনিবার্য ছিল এই বাধা এবং বিলম্ব। আমরা শুধু সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। করোনার কারণেই এ বছরের প্রতিবেদনে পিকেএসএফ-এর সকল কর্মীর যৌথ আলোকচিত্র সংগ্রথিত করা গেল না। এমন ব্যতিক্রম এর আগে কখনো ঘটেনি। ওই আলোকচিত্র যেন ছিল আমাদের সম্মিলিত সংহতি ও শপথ উচ্চারণের প্রতীক। উত্তরকালে ২০২০ সালের প্রতিবেদন দেখলে করোনাকালের কথা মনে পড়ে যাবে। আশা করি, অনাগত বছরে আবার আমরা সেই সম্মেলকচিত্র সংযুক্ত করতে পারব।

দুর্যোগকাল এখনো চলমান। বাংলাদেশে আক্রান্ত ব্যক্তি ও মৃত্যুর সংখ্যা এখনো উদ্বেগজনক। কিন্তু পিকেএসএফ-এর কর্মীদল অক্লান্ত, অজেয় তাদের মনোবল। এই আশায় বুক বাঁধতে চাই, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবার সবাই মিলিত হব মানবিক সম্মিলনে। নানা কাজের মধ্যে আমরা সবাই তো গাইছি, 'আবার জমবে মেলা বটতলা, হাটখোলা ...'।

শফি আহমেদ

পিকেএসএফ: সাফল্যের তিন দশক

২০২০ বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্বের জন্য একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ঘটনাবহুল বছর। বাংলাদেশে বছরটা শুরু হয়েছিলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের উত্তেজনায়। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করা হয় এই সুবর্ণ ক্ষণকে আরো মহিমান্বিত করে তুলতে। এছাড়া, ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে বাংলাদেশ এবং এবছরই শেষ হচ্ছে সরকারের স্বপ্নিল রাজনৈতিক ইশতেহার, উন্নয়নের অঙ্গীকার 'রূপকল্প-২০২১'-এর মেয়াদ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা পূরণ করেছে।

পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের সর্বাত্মক সাফল্য বিশ্বের নানা মহল থেকে নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২১-এর রূপকল্প পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার তাগিদ অনুভূত হয়েছে। গত এক দশকে অর্জিত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিক্রমাকে গতিময় করার পরিকল্পনাও জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছে।

পুরো জাতি যখন উদ্যম ও উদ্দীপনায় কর্মমুখর, ঠিক তখনই বিশ্বজুড়ে নেমে আসে এক ভয়াবহ ত্রাস। করোনা ভাইরাস নামের এক অভূতপূর্ব, অদৃশ্য আতঙ্ক পুরো পৃথিবীকে প্রায় স্থবির করে ফেলে। অকল্পনীয় অমানিশা নেমে আসে পৃথিবীর সকল প্রান্তে। বৈশ্বিক অর্থনীতি নিপতিত হয় মহামন্দার ঝুঁকিতে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথে বিরাজ করে প্রায় অবাস্তব এক নীরবতা, নিশ্চলতা। বাজার ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এহেন প্রায়-স্থবিরতার বিপুল অভিঘাত পড়ে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর। দরিদ্র আর অতিদরিদ্ররা পতিত হয় সীমাহীন দুর্দশার গহ্বরে।

পিকেএসএফ সমগ্র বিশ্ব ও বাংলাদেশের সার্বিক চিত্রের বাইরে নয়, আমাদের জন্যও এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন বছর ২০২০। এ বছর প্রতিষ্ঠার তিন দশক পূর্ণ করছে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলস কাজ করা বাংলাদেশের শীর্ষ এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর রূপকল্প হলো: এমন এক বাংলাদেশ যেখানে দারিদ্র্য উন্মূলীত হবে; বিদ্যমান উন্নয়ন ও সুশাসনের নীতি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবকেন্দ্রিক ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই এবং সমস্ত নাগরিক সুস্থ, যথাযথভাবে শিক্ষিত, ক্ষমতায়িত এবং মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করবে। পিকেএসএফ-এর

অভিলক্ষ্য হলো: মানব জীবন ও মানব দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে স্বীকার করে নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন; জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে উপযুক্ত প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে, মানুষের প্রগতিতে জীবনচক্রের সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণ। নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের কেন্দ্রে থাকবে মানুষ এবং এসবের মূল লক্ষ্য থাকবে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা। সহায়তা ও পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষা, কর্মশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অবকাঠামো, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক মূলধনের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উপযুক্ত অর্থায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজাত যথাযথ প্রতিক্রিয়া, জেন্ডার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ক্রীড়া এবং সামাজিক সচেতনীকরণ ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ মহামারিসৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি শুরু হবার ক্ষণ থেকে অদ্যাবধি দেশের মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে পিকেএসএফ-এর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। কোভিড সংক্রমণ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রায় আড়াই মাসব্যাপী দেশজুড়ে সাধারণ ছুটি (বাস্তবে লকডাউন) থাকলেও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উদ্ভাবনী উপায়ে নানা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও এসবের আওতাধীন সদস্যদের খোঁজখবর রেখেছেন। মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সকল জেলা প্রশাসন বরাবর একটি বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয় তা মান্য করে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পিকেএসএফ-এর নানাবিধ আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার কাজ অব্যাহত থাকে। এছাড়া, করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। দারিদ্র্য মোকাবেলা ও উদ্যোগ সৃষ্টিতে অবিচল পিকেএসএফ তৃণমূলের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সেবায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে সব ধরনের কাজ সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করেছে।

২০২০-এর মার্চ মাস থেকেই করোনা ভাইরাসের প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোগ পুনর্গঠনে এবং টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম নবউদ্যমে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নতুন নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে পিকেএসএফ। পাশাপাশি, বিদ্যমান প্রকল্পসমূহেরও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এলক্ষ্যে প্রদেয় সহায়তা বৃদ্ধি ও নতুন সহায়তা প্রদানে পিকেএসএফ-এর পাশে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ। বৃহত্তর পরিসরে এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি পিকেএসএফ ও তার সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ নিজেদের বেতন-ভাতার অংশ দিয়ে দুঃস্থ মানুষের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বদাই পিকেএসএফ অর্থায়ন ও তার ব্যবস্থাপনার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সহায়তায় দেশজুড়ে উদ্যোগ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ইতিবাচক পরিবেশ উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য কর্মসূচির আওতাধীন সংগঠিত সদস্য এবং ঋণগ্রহিতারা পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত এসব সহযোগী সংস্থা বিস্তৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের আয় বৃদ্ধি ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক কল্যাণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করছে।

তিন দশকের পথপরিক্রমায় পিকেএসএফ শুধুই ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার প্রাথমিক পরিচিতি থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দিকসমূহ সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে পিকেএসএফ। দরিদ্র মানুষের অভিব্যক্ত চাহিদা ও উদ্যোগসমূহ বিবেচনাভুক্ত করে পিকেএসএফ ক্রমবর্ধমানভাবে তার কার্যাবলি সম্প্রসারিত করতে থাকে। এক সময় এই ধারণা দেশে খুব জনপ্রিয় ছিল যে, আর্থিক সহায়তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে অদ্বিতীয় নিদান। পিকেএসএফ তার কাজের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমুখী ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পিকেএসএফ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানামুখী দারিদ্র্যে পীড়িত মানুষের জন্য জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের অন্যতম মূল কৌশল হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করা। দেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপরিবেশগত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য পরিপ্রেক্ষিত ও সামর্থ্য বিবেচনায় পিকেএসএফ ওইসব গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে অতিদরিদ্র, মধ্যম পর্যায়ের দরিদ্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়সমূহ। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মএলাকা নির্বাচনের সময় উপকূলীয়, হাওর, চর, খরা ও বন্যা-ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

২০১৬ সাল থেকে পুরো পৃথিবী একযোগে বাস্তবায়ন করছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বপ্নপ্রজ অভীষ্টের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই এসডিজি-র বাস্তবায়ন মাত্র পাঁচ বছর আগে শুরু হয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এর নিহিত অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং বহুমাত্রিক উন্নয়নের ধারণাগুলির প্রতিফলন অনেক আগে থেকেই পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। এসডিজি-র মূল ভাবনা 'কাউকে বাদ দিয়ে [উন্নয়ন] নয়' বহু বছর ধরেই, বিশেষ করে ২০১০-পরবর্তী সময়ে পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের মূলমন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এসডিজি-র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অন্তত ১২টি নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে পিকেএসএফ।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত 'গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন' শীর্ষক সম্মিলিত মঞ্চেও পিকেএসএফ সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মূলস্রোত কর্মসূচি

অতিদরিদ্রদের জন্য অর্থায়ন: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ তার কার্যসূচিতে কিছু উৎসাহী উপাদান যুক্ত করেছে। পিছিয়েপড়া---স্ব-বর্জন, সামাজিক বর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্জনের কারণে অতিদরিদ্ররা সর্বদা গতানুগতিক আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়ছেন। এর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং অতিদরিদ্রদের যথাযথ উদ্যোগী দক্ষতার অভাব। আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ এক্ষেত্রে নমনীয় নীতি প্রদান করে। পিকেএসএফ তার 'বুনিয়াদ' কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের আর্থিক সেবা দান করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে, বুনিয়াদের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ২,০৩৫.২০ মিলিয়ন এবং ৭,১৯১.৭৮ মিলিয়ন টাকা।

মাঝারি-পর্যায়ের দরিদ্রদের জন্য অর্থায়ন: পিকেএসএফ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে গ্রামীণ মধ্যম পর্যায়ের দরিদ্রদের জন্য আর্থিক পরিষেবা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের অ-কৃষি খাতে কার্যক্রম শুরু করে। দেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে মধ্যম পর্যায়ের দরিদ্রদের জন্য পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ পরিচালিত একটি আর্থিক সেবা 'জাগরণ' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য দু'টি: নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির ওপর চাপ কমিয়ে এ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে, জাগরণ-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১০,২১৬.২০ মিলিয়ন এবং ২,১২,৯৪২.৬৭ মিলিয়ন টাকা।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগে অর্থায়ন: পিকেএসএফ ২০০১ সালে 'এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট' কর্মসূচি চালু করে। এর লক্ষ্য হল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অন্যান্য কার্যক্রমের প্রগতিশীল সদস্যদের আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ, যার জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমাণের মূলধন। এই কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তা ১০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। 'অগ্রসর' নামের এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৭,৩৬০.৩০ মিলিয়ন এবং ১,৮৯,৩০৩.২৪ মিলিয়ন টাকা।

LRL ঋণ কার্যক্রম: বৈশ্বিক কোভিড মহামারির বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দেশের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক একটি বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কোভিডদুর্গত অসহায় মানুষের জীবন-জীবিকা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার অনুদান তহবিল ঘোষণা করেন। এই তহবিল ব্যবহার করে পিকেএসএফ LRL কার্যক্রমের মাধ্যমে কোভিডের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। পিকেএসএফ-এর চলমান ঋণ কার্যক্রমভুক্ত উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছাড়াও প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করায় এই ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অর্থায়ন: কৃষকদের বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজন বিবেচনা করে পিকেএসএফ কৃষি ঋণের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত 'সুফলন' নামে একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে, সুফলনের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৮,২০৩.৫০ মিলিয়ন এবং ৪৬,৫২৭.৭২ মিলিয়ন টাকা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গণবান্ধব কর্মসূচি হল 'সমৃদ্ধি'। ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়িত এই কর্মসূচির পূর্ণ নাম হল, 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি'।

সূচনা থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসা পেয়েছে এই মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। সহযোগী সংস্থাগুলোর আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় 'সমৃদ্ধি' দেশব্যাপী বিস্তৃতি পেয়েছে। এই কর্মসূচির মূলে প্রোথিত আছে জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারাই জনগণের ক্ষমতায়ন করার আকাঙ্ক্ষা। উপযুক্ত আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সহায়তা করা এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আদর্শিকভাবে, এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে মানবমর্যাদা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সূচক আমলে নিয়ে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মূলত, মাতৃগর্ভ হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করে পরিবার এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়নের ধারণাই হচ্ছে 'সমৃদ্ধি'-র কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

বর্তমানে ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ১৬৫টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশব্যাপী ১৩.১৭ লক্ষ খানায় ৫৯.১৩ লক্ষ জনসংখ্যাকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ৬টি বৃহৎ পরিসরে সমৃদ্ধি'র আওতায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিসরগুলো হলো- ১. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ ২. শিক্ষা ৩. দক্ষতা উন্নয়ন ৪. আর্থিক সহায়তা ৫. সামাজিক মূলধন গঠন ৬. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা।

কুয়েত গুডউইল ফান্ড (কেজিএফ) কর্মসূচি: এটি হলো আরব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুয়েত তহবিল (কেএফএইডি) হতে অনুদান প্রাপ্ত একটি বিশেষ কর্মসূচি। এর আওতায় সংগঠিত সদস্যদের আর্থিক পরিষেবা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে ৩৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২৪টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলভুক্ত ২৯টি জেলার ৭৯টি উপজেলায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৪০ মিলিয়ন এবং ২৯০৬ মিলিয়ন টাকা। জুন-২০২০ পর্যন্ত কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৭,১০,৫০০ জন সদস্যকে মোট ১৯৩২.৮২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ৯৬,৪০০ জন সদস্য এবং সংস্থার ৪,১৫০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ফসল চাষ, গবাদিপশু পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল: প্রাকৃতিক বিপদ, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, বাজারের বিরূপ আচরণ এবং বিভিন্ন কারণে দরিদ্ররা সময়ে সময়ে আয়ের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ দরিদ্র পরিবারগুলোকে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও পুনরুদ্ধারে দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল (Disaster Management Fund: DMF) সৃষ্টি করে। এই তহবিলটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'সাহস'।

কৈশোর কর্মসূচি: মূলস্রোতের আওতায় জুলাই ২০১৯ হতে 'কৈশোর কর্মসূচি' দেশের ৫৯টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় নির্বাচিত ৭৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' -এই কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য। কৈশোর কর্মসূচি'র লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা। কর্মসূচির আওতায় এযাবৎ মোট ১২৭৫টি ক্লাব এবং ৯৮২টি 'স্কুল ফোরাম' গঠন করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৩৭,৭৫৬ জন এবং ফোরামের মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৪,২৯০ জন। ক্লাবগুলোর কার্যক্রম সার্বিকভাবে ৪টি পরিসরে পরিচালিত হচ্ছে (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম: জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (UNFCC)-এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF) এর অর্থ ব্যবহারের তালিকাভুক্ত সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিগত এপ্রিল-২০২০ মাসে পিকেএসএফ Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বন্যাপ্রবণ জনগোষ্ঠীর বন্যা মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। সর্বমোট ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্পটিতে Green Climate Fund (GCF) হতে ৯.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান এবং পিকেএসএফ কর্তৃক সহ-অর্থায়ন হিসেবে ঋণ বাবদ ৩.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। চার বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বন্যাপ্রবণ কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পে ২০,০০০ পরিবার সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১.০ লক্ষ লোক উপকৃত হবে।

স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ: পিকেএসএফ-এর আর্থিক এবং বিশ্বব্যাংক-এর কারিগরি সহায়তায় OBA Sanitation Microfinance Program শীর্ষক প্রকল্পটির সমাপ্তির পরবর্তী সময়ে ইউনিয়নভিত্তিক শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম মূলধারার একটি ঋণ কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে

দেশের ২১টি জেলায় ২২টি উপজেলার নির্বাচিত ৩১টি ইউনিয়নে ৪৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আবাসন ঋণ: পিকেএসএফ নিজস্ব অর্থায়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে দেশের ১৫টি জেলায় ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২৬টি উপজেলায় ৫৬টি শাখার কর্মএলাকায় 'আবাসন ঋণ কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৮৯৪টি বাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ ২৩.৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৬টি উপজেলায় ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ৫৭৯টি বাড়ির নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ ১৬.২২ কোটি টাকার আবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি: পিকেএসএফ ২০১৩ সালে প্রাণিসম্পদ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী কালে ইউনিটের নামকরণ করা হয় 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট'। এর লক্ষ্য হলো এই খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক পরিষেবা নিশ্চিত করা, উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচার, ঋণগ্রহিতাদের দক্ষতা এবং গবাদি পশু পণ্য ও উপজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি: ২০১৩ সাল হতে পিকেএসএফ-এর 'কৃষি ইউনিট' কাজ করছে। এই ইউনিটের প্রধান কাজ হলো, কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও সেবাসমূহ পৌঁছানো; কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তিতে সহায়তা; কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু-চেইন প্রতিষ্ঠা এবং কৃষির খাতভিত্তিক মেয়াদকাল, ভৌগোলিক অবস্থান,

মৌসুম, উৎপাদন খরচ, খামারের প্রকৃতি ও আকার এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ঋণ প্রদানে সহায়তা। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে সরকারের সম্পূরক ও অতিরিক্ত সেবা প্রদানকারী হিসেবে এই ইউনিট কাজ করছে। কৃষি ইউনিটের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের ৩২টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ২৫টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় এবং ২৫টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে, যার জন্য মোট ৬.১৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ ছিল।

লার্নিং এ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (লিফ্‌ট): পিকেএসএফ ২০০৬ সাল থেকে উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশজুড়ে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন প্রয়াসে 'লার্নিং এ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (লিফ্‌ট)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের (সহযোগী সংস্থা ও বহিঃসংস্থা) মাধ্যমে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিটি পিকেএসএফ চিহ্নিত ১৬টি উপশ্রেণিভুক্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৩৪টি জেলায় এই কর্মসূচির পরিধি বিস্তৃত রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, হাওর ও চরবাসীসহ বিভিন্ন পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে উপযুক্ত আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: পিকেএসএফ প্রবীণদের কল্যাণে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলার ২২১টি ইউনিয়নে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার দ্বারা এই কর্মসূচির আওতায় সাতটি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যা 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি: দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় রেখে দারিদ্র্য হতে উত্তরণের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নততর মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্কতার প্রসারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' পরিচালনা

করছে। নির্বাচিত ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৯টি জেলায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৫৭৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন: সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৩ সালে 'সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট' স্থাপন করে। নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুতে লক্ষ্যভুক্ত জনসাধারণকে সচেতন করতে এই ইউনিট ২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্বাচিত ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪১টি ইউনিয়নে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। এই কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন কর্মএলাকায় সামাজিক ইস্যু বিশেষত মাদক, তামাক, নারী উত্যক্তকরণ, বাল্যবিবাহ, মেয়েদের শিক্ষা, যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশুর পুষ্টি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, পরিবেশ সচেতনতা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ, নিরাপদ খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতামূলক পটগান আয়োজন ও গণনাটক মঞ্চায়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট কর্তৃক "প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ" কার্যক্রমের আওতায় ৪টি ইউনিয়নে ৪৫১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা হয়। এছাড়া এই ইউনিটের উদ্যোগে কমিউনিটি রেডিও-র মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল: পিকেএসএফ-এর বিদ্যমান কর্মসূচি বহির্ভূত অন্যান্য কার্যক্রম তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে অনুদান ও নমনীয় ঋণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মসূচি-সহায়ক তহবিলের আওতায় প্রতিবছর দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত দরিদ্র সদস্যগণের মেধাবী সন্তানদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ নানান মানবিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিশেষ তহবিল: পিকেএসএফ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ২০১০ সালে একটি 'বিশেষ তহবিল' গঠন করে। দরিদ্র/অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক ও মানবিক কারণে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা/উত্তরণে সাহায্যার্থে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ/সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ তহবিল গঠন করা হয়। এছাড়াও দুঃস্থ/অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মীগণকে এ তহবিলের আওতায় সহায়তা করা হয়। উক্ত তহবিলের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত অর্থবছরে ২৬ জন ব্যক্তিকে ২২.৭৮ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: পিকেএসএফ কর্তৃক ২০১৯ -২০২০ অর্থ বছরে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৯৭২ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মূলস্রোতের আওতায় ১১টি পৃথক মডিউলের ওপর মোট ৪৫ ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি: পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা, ভোলা এবং জয়পুরহাট এই

পাঁচটি জেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ২.২৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প

PACE: পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ইফাদের অর্থায়নে প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ (পিএসিই) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে ব্যবসা-গুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৮টি নতুন ভ্যালু চেইন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে ১৪,০০০ জন উদ্যোক্তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৯৯টি ভ্যালু চেইন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ লক্ষাধিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। প্রকল্পের সহায়তায় উপকূলীয় অঞ্চলের রপ্তানিমুখী কাঁকড়া চাষ খাতের উন্নয়নে দেশের প্রথম কাঁকড়া হ্যাচারী, যশোর অঞ্চলের ফুলচাষ সম্প্রসারণে টিস্যু কালচার ল্যাব, হালদা নদীতে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণে হালদা নদী গবেষণা ল্যাবরেটরিসহ বিভিন্ন ব্যবসাগুচ্ছের উন্নয়নে সাধারণ সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

MDP: অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্রউদ্যোগে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কারিগরি সহায়তা সম্বলিত ২ বছর মেয়াদি (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি) শীর্ষক একটি প্রকল্প পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ মোট ৩৭,৫৯১ জন ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাকে ৭৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৪৮৮.৯২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা এবং ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

SEP: আগস্ট ২০১৮ থেকে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যার বাজেট ১৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসইপি প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে, ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহকে বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব অনুশীলন গ্রহণে সহায়তা করা। নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহ এই প্রকল্পের অধীনে কৃষি ও উৎপাদন খাতের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক সাব-সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে, যেমন: চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জুতো তৈরি, মিনি-টেক্সটাইল, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ধাতব কাজ, গবাদি পশু পালন, উদ্যানতত্ত্ব, মৎস্য চাষ এবং হাঁস-মুরগি পালন।

প্রসপারিটি কর্মসূচি: 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)' বা সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' কর্মসূচি বিশ লক্ষ মানুষের অতিদারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে ২০১৯-২০২৫ মেয়াদে ০.২৫ মিলিয়ন চিহ্নিত অতিদরিদ্র খানাকে কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হবে। কর্মসূচির এক বছর মেয়াদি (এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০) প্রাথমিক পর্ব শেষে গত এপ্রিল ২০২০ থেকে মূল বাস্তবায়ন পর্যায়ের কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান চলমান রয়েছে। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রসপারিটি কর্মসূচি মোট ৬টি কম্পোনেন্টের আওতায় চিহ্নিত অতিদরিদ্র সদস্যদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এসব কম্পোনেন্টের সাথে সমন্বয় রেখে কর্মসূচির তিনটি মূলধারার সেবা হিসেবে থাকছে প্রতিবন্ধিতা একীভূতিকরণ, দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন। প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টগুলো পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ুজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চল–উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন উপজেলাসমূহ; সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতাপ্রবণ দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল এবং বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চলে পিকেএসএফ এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যুক্তরাজ্য সরকারের Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO, ভূতপূর্ব ডিএফআইডি), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

LICHSP: বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিগত ২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে পিকেএসএফ ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের নির্বাচিত চারটি সিটি করপোরেশন (কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ) এবং নয়টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভায় (যশোর, মাগুরা, নরসিংদী, বগুড়া, ভোলা, শরীয়তপুর, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ ও ঈশ্বরদী-পাবনা) বসবাসরত নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

Low Income Community Housing Support Project (LICHSP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন-২০২০ পর্যন্ত মোট ২১৪৪টি বাড়ির নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ ৬২.৭১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ১৩টি শহরে ৯৬৯টি বাড়ির নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ ২৯.০৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

Skills for Employment Investment Program (SEIP): বাংলাদেশ সরকার দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে এসইআইপি প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ সরকারের লক্ষ্য পূরণে এসইআইপি-এর অন্যতম বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসাবে কাজ করছে। প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যের আওতায় পিকেএসএফ বিগত মে-২০১৫ থেকে ডিসেম্বর-২০২০ পর্যন্ত সমাজের পিছিয়েপড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া তরুণদের মধ্য হতে সর্বমোট ২৪,৩৫০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশব্যাপী নির্বাচিত ৬৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ০৮টি অগ্রাধিকার খাতের আওতাধীন ১৭টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৯,৭৬৮ জন (নারী-৩,১২২, পুরুষ-১৬,৬৪৬) প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১৭,৫০৭ জনের (নারী-২,৭৬৪, পুরুষ-১৪,৭৪৩) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ১২,৮৩৩ জন দেশের অভ্যন্তরে এবং ২৬৮ জন বিদেশে কর্মসংস্থান পেয়েছে।

Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services প্রকল্প: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর আর্থিক সহায়তায় 'Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services' শীর্ষক প্রকল্পটি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। চার বছর (২০২০-২০২৪) মেয়াদি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য SDC হতে মোট ৩.৪ মিলিয়ন CHF (প্রায় ২৮.৯২ কোটি টাকা) অনুদান সহায়তা পাওয়া যাবে। পিকেএসএফ তার নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মোট ১.০ লক্ষ খামারিদের খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন ও ঝুঁকি নিরসনে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হবে।

The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্ম-এলাকায় সংগঠিত সদস্যদের দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনকল্পে Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর অর্থায়নে The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction বাস্তবায়নের জন্য Record of Discussions (R/D) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসকরণে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান, ঝুঁকি নিরসনমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি নিরসনমূলক সেবা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা হবে। বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারির আলোকে JICA দরিদ্র মানুষদের মাঝে ডিজিটাল অর্থায়নের

মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা করছে।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের তথ্য

সহযোগী সংস্থা: ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ছিল ২৭৮। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিকেএসএফ যথাযথভাবে সহযোগী সংস্থা বাছাই করার জন্য কঠোর পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। এই সহযোগী সংস্থাসমূহের পিকেএসএফ-এর প্রোগ্রাম ও প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে।

সদস্য ও ঋণগ্রহিতা: সংগঠিত গ্রুপ সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি। ৩০ জুন-২০২০ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১৪.৪২ মিলিয়ন যার, ৯০.৬৭% মহিলা। একই তারিখে ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ১০.৯৫ মিলিয়ন, এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১০.০১ মিলিয়ন, যা মোট ঋণগ্রহিতার ৯১.৪২% (চিত্র ১)।

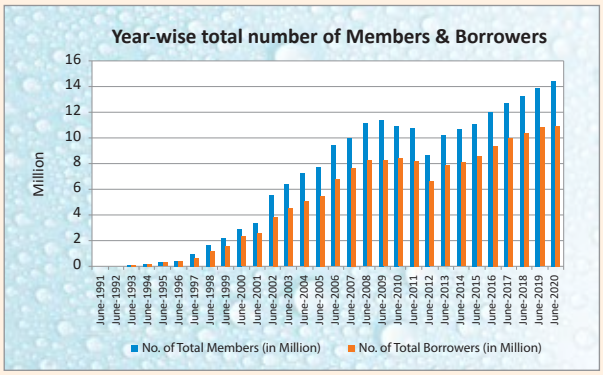

চিত্র ১: সদস্য এবং ঋণগ্রহিতা (মিলিয়ন)

সদস্যদের সঞ্চয়: অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ৩০ জুন ২০২০ এ সদস্যদের সঞ্চয় ১৩৩.৩১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে (চিত্র ২)।

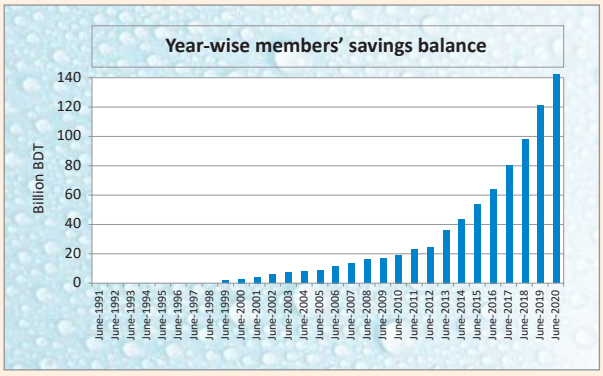

চিত্র ২: সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহযোগী সংস্থা): পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবা ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ছিল ৩৬.৯৯ বিলিয়ন টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর্থিক এ পরিষেবার পরিমাণ ৩৮.৬৭ বিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৪.৫৪% বেশি। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সহযোগীর সংস্থাগুলোর নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫৯.৮৭ বিলিয়ন টাকা (চিত্র ৩)।

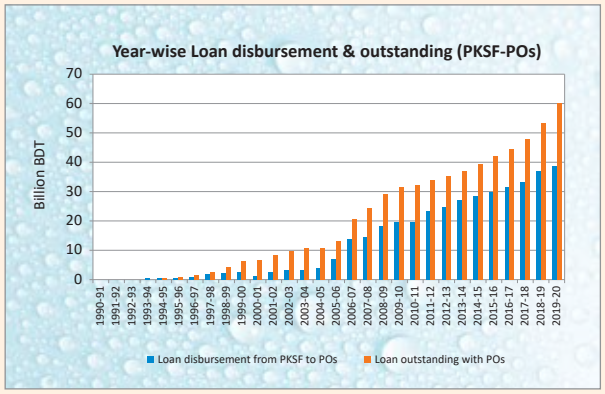

চিত্র ৩: ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (সহযোগী সংস্থা - ঋণগ্রহিতা): ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতাদের নিকট আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৫১১.৫৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ পরিষেবার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭১.৬৩ বিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৭.৮১% কম।

৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক পরিষেবা গ্রহিতাদের নিকট সহযোগী সংস্থাগুলোর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৩৩.৮৭ বিলিয়ন টাকা (চিত্র ৪)।

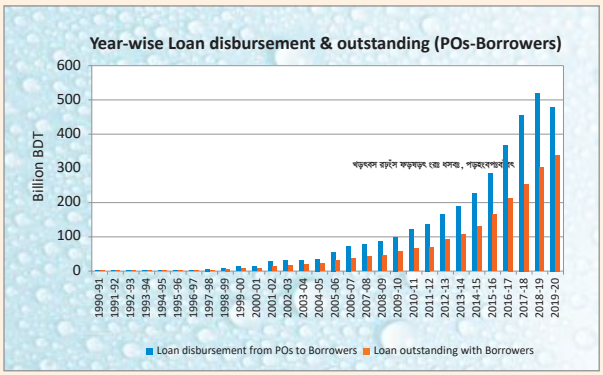

চিত্র ৪: ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

TABLE-1: PROGRESS OF PKSF IN LAST 30 YEARS

FY / Indicators	No. of POs	No. of Members (in Million)	No. of Women Members (in Million)	% of Women Members	No. of Borrowers (in Million)	No. of Women Borrowers (in Million)	% of Women Borrowers	FY Loan Disbursement (PKSF to POs)	Cumulative Loan Disbursement (PKSF to POs)	Outstanding Loan (PKSF to POs)	Outstanding Loan (POs to Borrowers)	FY Loan Disbursement (POs to Borrowers)	Cumulative Loan Disbursement (POs to Borrowers)	FY ID Loan Disbursement	Cumulative ID Loan Disbursement
								In Billion (excluding ID Loan)						In Million	
1990-91*	23	0.00	0.00	76.98	0.00	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1991-92	50	0.02	0.01	76.87	0.02	0.01	76.61	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.05	0.00	0.00
1992-93	81	0.08	0.07	85.86	0.08	0.07	85.86	0.11	0.14	0.13	0.08	0.19	0.24	0.00	0.00
1993-94	99	0.19	0.17	88.23	0.19	0.17	88.23	0.19	0.33	0.27	0.22	0.40	0.64	0.00	0.00
1994-95	116	0.29	0.25	86.66	0.29	0.25	86.66	0.30	0.63	0.46	0.48	0.76	1.40	0.00	0.00
1995-96	128	0.44	0.39	88.52	0.44	0.39	88.52	0.47	1.10	0.73	0.81	1.02	2.42	0.00	0.00
1996-97	150	0.96	0.86	89.58	0.67	0.62	91.58	0.79	1.89	1.22	1.36	2.69	5.11	0.00	0.00
1997-98	170	1.65	1.48	89.42	1.21	1.10	90.41	1.79	3.68	2.61	3.02	5.57	10.68	0.00	0.00
1998-99	182	2.19	2.00	91.45	1.58	1.44	91.40	2.10	5.77	4.23	4.68	6.70	17.38	21.44	21.44
1999-2000	189	2.92	2.65	90.52	2.31	2.09	90.33	2.47	8.25	6.11	6.82	11.35	28.73	15.17	36.61
2000-01	199	3.34	3.06	91.51	2.63	2.40	91.21	1.18	9.43	6.52	7.51	12.09	40.82	16.57	53.19
2001-02	205	5.51	4.59	83.37	3.86	3.39	87.87	2.54	11.97	8.03	12.37	28.06	68.88	8.63	61.82
2002-03	213	6.36	5.38	84.63	4.49	4.00	89.15	3.03	15.00	9.47	15.04	30.97	99.85	10.50	72.32
2003-04	219	7.24	6.23	86.08	5.10	4.62	90.53	3.39	18.39	10.44	17.64	30.77	130.62	12.41	84.72
2004-05	231	7.75	6.84	88.23	5.52	5.03	91.14	3.64	22.03	10.67	20.77	34.75	165.37	19.67	104.40
2005-06	243	9.45	8.36	88.40	6.78	6.21	91.59	6.89	28.92	13.20	28.72	55.35	220.72	39.85	144.24
2006-07	248	10.03	8.94	89.13	7.71	7.06	91.63	13.45	42.37	20.30	35.81	72.78	293.50	55.08	199.32
2007-08	257	11.17	10.06	90.06	8.28	7.61	91.87	14.05	56.41	24.30	41.95	76.15	369.65	34.87	234.19
2008-09	257	11.42	10.24	89.69	8.26	7.60	91.95	18.17	74.59	28.98	45.80	85.16	454.81	24.66	258.85
2009-10	262	10.96	10.14	92.54	8.39	7.72	92.10	19.41	93.99	31.63	55.99	96.76	551.57	8.43	267.28
2010-11	268	10.80	9.93	91.96	8.23	7.53	91.48	19.29	113.28	31.99	65.02	119.11	670.68	23.63	290.91
2011-12	271	8.72	7.85	90.10	6.65	6.09	91.53	23.19	136.48	33.82	68.97	135.20	805.88	5.91	296.82
2012-13	272	10.21	9.19	89.97	7.87	7.17	91.12	24.50	160.98	35.17	91.23	163.15	1561.87	2.81	299.63
2013-14	273	10.64	9.59	90.13	8.13	7.41	91.22	27.04	188.02	37.03	104.95	184.60	1746.48	2.15	301.78
2014-15	274	11.12	10.05	90.36	8.55	7.80	91.24	28.24	216.26	39.48	128.23	223.44	1969.92	0.00	301.78
2015-16	275	11.98	10.86	90.60	9.39	8.59	91.46	29.85	246.11	42.20	162.65	282.09	2252.00	0.00	301.78
2016-17	277	12.71	11.56	90.91	9.97	9.16	91.85	31.14	277.25	44.52	210.84	361.14	2613.14	0.00	301.78
2017-18	277	13.24	12.05	91.07	10.38	9.55	92.01	32.93	310.18	48.04	250.57	447.93	3061.08	0.00	301.78
2018-19	278	13.91	12.67	91.12	10.78	9.93	92.11	36.99	347.17	53.52	298.18	511.58	3572.66	0.00	301.78
2019-20	278	14.42	13.08	90.67	10.95	10.01	91.45	38.67	385.83	59.87	333.87	471.63	4044.28	0.00	301.78

Table-2: Five Year's Performance of PKSF's Programs and Projects

Programs		FY 2015-16					FY 2016-17					FY 2017-18					FY 2018-19					FY 2019-20				
		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)		FY Disbursement (in Billion BDT)		No. of Borr-owers (000) **	Loan outstanding (in Billion BDT)	
		P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****	P to P***	P to B****		P to P***	P to B****
Mainstream Programs																										
1	Jagoron	9.41	142.33	5981.77	18.42	68.32	9.54	151.45	6207.24	18.91	84.56	10.40	193.68	6578.50	19.85	100.95	11.10	217.70	6883.50	21.16	121.10	10.22	212.94	6970.57	21.14	128.41
2	Agrosor	6.90	90.24	966.14	11.78	49.76	7.52	114.59	1183.48	13.34	69.12	8.09	186.70	1399.03	14.66	93.01	9.19	177.07	1442.45	16.26	110.55	7.36	189.30	1585.95	15.43	132.11
3	Buniad	2.33	9.75	644.72	3.29	5.30	2.24	9.91	557.99	3.25	5.30	2.24	10.09	507.19	3.21	5.38	2.50	9.60	452.47	3.45	5.20	2.04	7.19	403.19	3.18	4.62
4	Sufolon	8.82	36.06	988.11	5.94	17.18	8.86	40.84	1047.84	5.50	21.83	8.44	47.04	1036.18	5.33	22.58	8.78	44.43	882.95	5.28	24.05	8.20	46.53	911.48	5.72	26.67
5	ENRICH	0.86	1.75	45.72	1.19	1.17	1.03	3.00	75.82	1.74	2.00	1.71	4.24	94.10	2.65	2.69	1.97	5.75	132.02	3.50	3.64	1.91	5.66	143.01	3.89	4.17
6	LIFT	0.14	0.56	29.66	0.28	0.37	0.12	0.73	31.80	0.29	0.44	0.34	1.03	38.65	0.53	0.63	0.55	1.57	61.72	0.89	0.95	0.29	1.66	59.80	0.92	1.16
7	SAHOS	0.06	0.15	33.56	0.18	0.09	0.22	0.14	23.38	0.29	0.09	0.10	0.24	27.13	0.30	0.09	0.00	0.67	10.23	0.12	0.03	0.00	0.02	16.07	0.02	0.01
8	SDL	-	-	-	-	-	0.18	0.06	5.57	0.18	0.05	0.13	0.66	60.15	0.26	0.39	0.02	0.00	4.81	0.16	0.01	0.26	0.04	4.07	0.30	0.04
9	SL-ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.03	0.01	0.00	-	-	0.01	0.00	0.00
10	Abason	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	0.08	0.29	0.15	0.07	0.10	0.17	0.84	0.23	0.19
11	KGF	1.33	2.88	49.88	0.91	1.27	1.38	2.95	56.46	0.76	1.48	1.35	3.29	63.33	0.88	1.57	1.50	3.38	54.83	0.96	1.66	1.54	3.11	54.14	0.98	1.58
Sub Total		**29.85**	**283.73**	**8739.55**	**41.99**	**143.45**	**31.09**	**323.66**	**9189.58**	**44.26**	**184.88**	**32.80**	**446.97**	**9804.24**	**47.65**	**227.29**	**35.75**	**460.25**	**9925.30**	**51.94**	**267.26**	**31.91**	**466.62**	**10149.12**	**51.82**	**298.96**
Projects																										
12	MFTS	0.00	0.00	10.92	0.00	0.06	0.00	0.00	8.60	0.00	0.04	0.00	0.00	7.78	0.00	0.04	0.00	0.00	6.91	0.00	0.03	0.00	0.00	6.71	0.00	0.03
13	MFMSF	0.00	0.00	6.64	0.09	0.08	0.00	0.00	4.38	0.09	0.05	0.00	0.00	2.28	0.09	0.03	0.00	0.00	1.77	0.09	0.02	0.00	0.00	1.37	0.09	0.02
14	PLDP-II	0.00	0.00	17.17	0.09	0.09	0.00	0.00	13.28	0.09	0.07	0.00	0.00	13.15	0.09	0.07	0.00	0.00	12.05	0.09	0.06	0.00	0.00	11.85	0.09	0.06
15	LRP	0.00	0.00	9.09	0.00	0.01	0.00	0.00	8.54	0.00	0.01	0.00	0.00	7.76	0.00	0.01	0.00	0.00	7.23	0.00	0.01	0.00	0.00	6.08	0.00	0.01
16	LICHSP	-	-	-	-	-	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.12	0.10	0.40	0.15	0.09	0.20	0.24	1.15	0.33	0.28	0.43	0.29	2.01	0.69	0.48
17	PACE: Start-up Capital	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.00	0.02	0.25	0.02	0.01	0.00	0.01	0.13	0.01	0.01	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
18	Agrosor-SEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02	0.11	0.57	1.02	0.10	2.09	1.17	21.57	2.91	0.90
19	EFRRAP	0.00	0.00	13.66	0.02	0.04	0.00	0.00	7.42	0.01	0.02	0.00	0.00	4.56	0.01	0.02	0.00	0.00	0.95	0.01	0.01	0.00	0.00	0.55	0.00	0.01
Sub Total		**0.00**	**0.00**	**57.48**	**0.20**	**0.28**	**0.05**	**0.00**	**42.22**	**0.25**	**0.20**	**0.12**	**0.12**	**36.17**	**0.36**	**0.27**	**1.22**	**0.35**	**30.76**	**1.55**	**0.54**	**2.52**	**1.46**	**50.22**	**3.78**	**1.53**
Special Programs																										
20	SAHOS-Old	0.00	0.00	7.11	0.00	0.03	0.00	0.00	5.73	0.00	0.02	0.00	0.00	4.72	0.00	0.02	0.00	0.00	2.68	0.00	0.01	0.00	0.00	1.69	0.00	0.01
21	RESCUE	0.00	0.00	16.48	0.01	0.10	0.00	0.00	12.74	0.01	0.08	0.00	0.00	7.28	0.01	0.04	0.00	0.00	3.69	0.01	0.03	0.00	0.00	2.39	0.01	0.03
22	RNPPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	FSOEUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total		**0.00**	**0.00**	**23.60**	**0.01**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**18.48**	**0.01**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**12.01**	**0.01**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**6.37**	**0.01**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**4.08**	**0.01**	**0.04**
ID Loans																										
24	Mainstream	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Others*		**0.00**	**-1.64**	**1179.95**	**0.00**	**18.79**	**0.00**	**37.47**	**1349.27**	**0.00**	**25.65**	**0.01**	**0.84**	**1185.49**	**0.01**	**22.95**	**0.01**	**50.97**	**819.43**	**0.02**	**30.34**	**4.24**	**3.55**	**745.12**	**4.27**	**33.34**
Total:		**29.85**	**282.09**	**9388.95**	**42.20**	**162.65**	**31.14**	**361.14**	**9967.48**	**44.52**	**210.84**	**32.93**	**447.93**	**10383.37**	**48.04**	**250.57**	**36.99**	**511.58**	**10781.86**	**53.52**	**298.18**	**38.67**	**471.63**	**10948.53**	**59.87**	**333.87**

N.B: In FY 2015-16, loan disbursement under other Programs/Projects (BDT 1.64 billion) has been transferred to Mainstraem Program.
* 'Others' Programs include REDP, FSP, SRLP, IFADEP, PLDP etc. and all other microcredit programmes of all Partner organizations.
** Total number of borrowers has been calculated excluding overlapped borrowers.
*** P to P : PKSF-POs
**** P to B : POs to Borrowers

পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রা

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
১৯৯১	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দরিদ্রদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৬	পভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-১	বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ	বিশ্বব্যাংক
১৯৯৭	পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (PLDP)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৮	ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট (যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ অথরিটি-JMBA)	ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৯	ইন্টিগ্রেটেড ফুড এসিসটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (IFADEP)	অতিদরিদ্রদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১৯৯৯	সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট (SBCP)	বন ব্যবহারকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিতকরণ অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৯	নগর অঞ্চলের জন্য ক্ষুদ্রঋণ	নগরের দরিদ্রদের অর্থায়ন	পিকেএসএফ
২০০০	সোশিও-ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন লোন প্রোগ্রাম (SRLP)	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন	এডিবি
২০০১	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	অগ্রগামী ঋণগ্রহিতাদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
২০০১	পভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-২	দরিদ্রদের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০২	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্য পুওরেস্ট (FSP)	অতিদরিদ্রদের অর্থায়ন	বিশ্বব্যাংক
২০০৩	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট (MFTS) প্রজেক্ট	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	ইফাদ
২০০৪	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (LRP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৪	পার্টিসিপেটরী লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (PLDP-II)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
২০০৪	অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৫	মাইক্রোফিন্যান্স ফর মার্জিনাল এন্ড স্মল ফারমার্স প্রজেক্ট (MFMSFP)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান	ইফাদ
২০০৫	মঙ্গা মিটিগেশন ইনিশিয়েটিভ পাইলট প্রোগ্রাম (MMIPP)	মৌসুমী ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	বিশ্বব্যাংক
২০০৬	মৌসুমী ঋণ	জীবিকায়নের সুযোগসমূহ শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০০৬	লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াজ (LIFT)	দরিদ্রবান্ধব উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসমূহে অর্থায়ন	ডিএফআইডি
২০০৬	প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	মৌসুমী ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	ডিএফআইডি
২০০৭	ইমার্জেন্সী ২০০৭ ফ্লাড রিস্টোরেশন এন্ড রিকভারি এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (EFRRAP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্য ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অব দ্য আল্ট্রাপুওর প্রজেক্ট (FSOEUP)	অতিদরিদ্রদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সহায়তা	পিকেএসএফ
২০০৭	মাইক্রোফিন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেনশন ফর এফএসভিজিডি এন্ড ইউপি বেনিফিশিয়ারিজ প্রজেক্ট	অতিদরিদ্রদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব নন-মটোরাইজড ট্রান্সপোর্ট পুলার্স এন্ড পুওর ওনার্স (RNPPO) প্রজেক্ট	অযান্ত্রিক পরিবহন চালকদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব সিডর এ্যাফেক্টেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এন্ড লাইভস্টক এন্টারপ্রাইজ (RESCUE)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৭	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (REDP)	বিদ্যুৎ সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা	ডিএফআইডি
২০০৭	স্পেশাল এ্যাসিসটেন্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (SAHOS)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৮	ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন	ইফাদ
২০০৮	কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দেশের খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	দরিদ্রদের বীমা সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১০	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবারভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১০	বিশেষ তহবিল	দরিদ্রদের জরুরি সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর অগ্রযাত্রা

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১০	হেল্‌থ ইন্সুরেন্স ফর দ্য পুওর অব বাংলাদেশ (HIPB)	বীমা প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান	Rockefeller Foundation
২০১১	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	বিসিসিআরএফ
২০১১	কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর দ্য প্রমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ (KGFPFSIC)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত ঋণ সহায়তা প্রদান	কেএফএইডি
২০১১	কর্মসূচি সহায়ক তহবিল	দরিদ্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১২	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০১৩	ইউপিপি-উজ্জীবিত	সম্বলহীন ও নারীপ্রধান খানাসমূহের অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসই উত্তরণ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১৩	প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট	দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য চাষ উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	পিকেএসএফ
২০১৩	সোস্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবমর্যাদা নিশ্চিত এবং সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উন্নয়ন ধারণা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিস্তরণ	পিকেএসএফ
২০১৩	রেজাল্ট-বেজড মনিটরিং (RBM)	বিভিন্ন উদ্যোগের ফলাফল, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ	পিকেএসএফ
২০১৪	প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ	ইফাদ ও পিকেএসএফ
২০১৫	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	এডিবি, বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি
২০১৬	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	দুর্দশাগ্রস্ত প্রবীণদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১৬	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠন	পিকেএসএফ
২০১৬	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের উপযুক্ত ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ	ইউএনএফসিসিসি
২০১৮	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৯	মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১৯	পাথওয়েজ টু প্রোসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, তাদের মূলস্রোত অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে যুক্ত করা; অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা প্রদান	ডিএফআইডি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০২০	রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (RMTP)	বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা; পুষ্টি ও খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চা প্রয়োগের পাশাপাশি কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সার্টিফিকেশন ও শনাক্তকরণের পদক্ষেপ; ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবা এবং তথ্য-প্রযুক্তিসহ উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির প্রচলন	ইফাদ
২০২১	মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রকল্প	এসডিজির ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য 'নিরাপদে পরিচালিত' পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণ	বিশ্বব্যাংক এআইআইবি ও পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর প্রধান সেবাসমূহ

কর্মসূচি / প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভকাল	মূল বৈশিষ্ট্য
জাগরণ - গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১৯৯০-৯১	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
জাগরণ - নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১৯৯৮-৯৯	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
বুনিয়াদ - অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২০০৪-০৫	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
অগ্রসর - ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	২০০৪-০৫	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
সুফলন - মৌসুমী ঋণ	২০০৬-০৭	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	২০০৬-০৭	• নমনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও জরুরি ঋণ • কাজের বিনিময়ে অর্থ • প্রশিক্ষণ • সুপেয় পানির ব্যবস্থা • টিকা ও স্বাস্থ্যক্যাম্প • প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা • প্রাগ্রসর ও সহায়তাকারী সংযোগ
লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	২০০৬-০৭	বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি যেমন, সহজশর্তে ঋণ, অনুদান, সাম্যভিত্তিক অংশীদারিত্ব, ঋণ ও অনুদানের মিশ্র পদ্ধতি
সাহস (SAHOS)	২০০৭-০৮	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান
সুফলন - কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	২০০৮-০৯	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	২০০৮-০৯	• ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ • নির্বাচিত উদ্যোগসমূহের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন
দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	২০০৯-১০	• স্বাস্থ্য • শিক্ষা • উপযুক্ত ঋণ • বিশেষ সঞ্চয় • উন্নয়নে যুব সমাজ ও কর্মসংস্থান • সমৃদ্ধ বাড়ি • সমৃদ্ধি কেন্দ্র • উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন • কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন
ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	২০১০-১১	• ক্ষুদ্রবীমা পাইলট স্কিম • বাজার যাচাইকরণ ও পণ্যের মানোন্নয়ন • নিয়মনীতি, আইন ও নিয়ন্ত্রণকাঠামো শক্তিশালীকরণ • সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	২০১০-১১	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF)	২০১২-১৩	• গবেষণা ও বাস্তবায়ন • বনায়ন • স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন • নলকূপ স্থাপন • বন্ধুচুলা স্থাপন
ইউপিপি-উজ্জীবিত	২০১৩-১৪	• দক্ষতা উন্নয়ন • বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ • নিয়মিত পরামর্শদান/সচেতনতা সৃষ্টি • পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচেতনীকরণ • জনমত সৃষ্টিতে স্থানীয় উদ্যোগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট	২০১৩-১৪	• প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য ভ্যালু চেইন উন্নয়নে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি এবং সেবা সম্প্রসারণ • প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি • প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষে বিভিন্ন শ্রেণিতে উপযুক্ত আর্থিক সেবার (ঋণ ও বীমা) বিকাশ • প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি বাধ্যবাধকতা/বিধিসমূহ অনুসরণ • জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষের বিকাশ

পিকেএসএফ-এর প্রধান সেবাসমূহ

কর্মসূচি / প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভকাল	মূল বৈশিষ্ট্য
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	২০১৩-১৪	• সেমিনার, কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন • সচেতনতামূলক ও জ্ঞানভিত্তিক বই, পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ • জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিলবোর্ড ও মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে জনসেবামূলক ঘোষণা প্রচার ও ভিডিও ডক্যুমেন্টারি প্রদর্শন • কমিউনিটি রেডিও এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জনসভা, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন • দরিদ্রবান্ধব নীতি সমর্থন
রেজাল্ট-বেজড্ মনিটরিং (RBM)	২০১৩-১৪	• ফলাফলের মেলবন্ধন সৃজন এবং ফলাফল পরিমাপ উদ্যোগসমূহের সাফল্যের ধারা ও অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য ফলাফল বিনিময়
প্রোমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	২০১৪-১৫	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ
স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	২০১৫-১৬	• চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান • প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের কর্মসংস্থান
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০১৬-১৭	• প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন • বয়স্ক ভাতা প্রদান • বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম ও পেনশন ফান্ড গঠনের উদ্যোগ • সমাজে বয়স্কদের অবদানের স্বীকৃতি • পিতা-মাতা ও বয়স্কদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান • দরিদ্র প্রবীণদের উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান • প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক ফিজিওথেরাপি প্রদানের লক্ষ্যে প্যারাফিজিও-থেরাপিস্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	২০১৬-১৭	• দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার (চিত্রাঙ্কন, সুন্দর হাতের লেখা, দেয়াল পত্রিকা, আবৃত্তি, বিতর্ক, গান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) • ক্রীড়া চর্চা (ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, শরীর চর্চা ইত্যাদি)
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	২০১৬-১৭	• গৃহ ঋণ • গৃহ নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান
ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	২০১৬-১৭	• স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে কারিগরি সহায়তা • পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন ঋণ (এসডিএল) বিতরণ • স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ
গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	২০১৬-১৭	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	২০১৮-১৯	• ব্র্যান্ড উন্নয়নের জন্য ইকো-লেবেলিং এবং প্রধান বাজারসমূহে অভিগম্যতা বৃদ্ধি • রাজস্ব বৃদ্ধিমূলক সাধারণ সেবাসমূহে বিনিয়োগ • রাজস্ব বহির্ভূত কায়িক কার্যাবলিতে বিনিয়োগ • পরিবেশবান্ধব এবং উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি ও চর্চা
মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	২০১৯-২০	পরিবেশবান্ধব ও আর্থিকভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান
পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	২০১৯-২০	• কর্মসংস্থান সৃষ্টি • লক্ষ্যভুক্ত খানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জেলাসমূহে টেকসই বাজার চাহিদার উন্নয়ন • দুর্দশা ও অভিঘাতসহিষ্ণু বিকল্প জীবিকায়ন ব্যবস্থা
রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (RMTP)	২০২০-২১	• বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণ • পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ • ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি প্রচলন • প্রান্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের টেকসই সম্প্রসারণ
মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রকল্প	২০২০-২১	• দেশের বাছাইকৃত গ্রামীণ এলাকায় 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অভিগম্যতায় উন্নয়ন সাধন; • পানি ও স্যানিটেশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালীকরণ

হারতে মানা

করোনাকালে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা

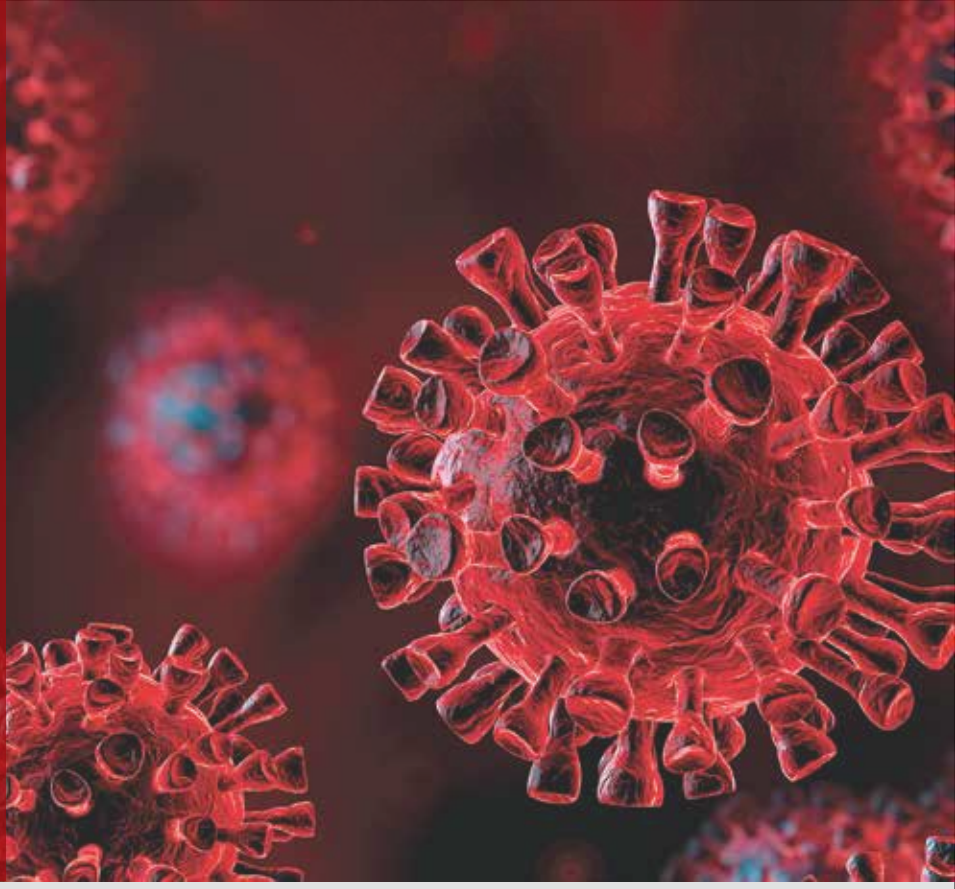

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাম্প্রতিক অধ্যায়গুলোতে খুব সম্ভবত সর্বাধিক উচ্চারিত শব্দ হবে করোনা ভাইরাস বা এর সংক্ষিপ্ত ও অধিক ব্যবহৃত রূপ 'করোনা'। বৈশ্বিক করোনা বা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সারা বিশ্বের জন্য ২০২০ সাল ছিল এই শতকের সবচেয়ে পীড়াদায়ক বছর। করোনাকাল এখনও বিরাজমান, অনেক দেশে দ্বিতীয় ঢেউ সদর্পে ছোবল হানছে। কখন সহনশীল অবস্থা ফিরে আসবে সেসম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, যদিও টিকা (ভ্যাকসিন) আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর প্রয়োগও শুরু হয়েছে। উন্নত দেশসমূহ দ্রুত তাদের নাগরিকদের টিকাদানের ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহে পর্যাপ্ত টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং টিকাদান সম্পন্ন করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। যদিও সকলেই চায়, এবছর অর্থাৎ ২০২১ সাল হোক করোনা মহামারি এবং এর আর্থ-সামাজিক ভিত লণ্ডভণ্ড-করা অভিঘাত থেকে উত্তরণ ও পুনর্জাগরণের পথ রচনার বছর। তবে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রক্রিয়াকে ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে।

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ করোনা সংক্রমণ চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও করোনার কারণে মানুষের জীবন জীবিকার ওপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়েছে। একদিকে সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়তে থাকে এবং অপরদিকে অর্থনীতিতে নানান বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবল অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের অসংখ্য পরিবারের পারিবারিক অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

একদিকে সংক্রমণ ও মৃত্যু ঠেকাতে এবং অপরদিকে অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত কোটি মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করতে এবং তাদের পুনর্বাসন ও ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। পাশাপাশি আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং বিত্তবান ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষের এই প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন জরুরি হয়ে পড়ে। সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দূরদর্শী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্যদের সহযোগী প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে এই মহামারির বিস্তার এবং এর আর্থ-সামাজিক অভিঘাত অন্য অনেক দেশের তুলনায় সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

এই দুর্যোগকালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেই বিবরণ পাওয়া যাবে এই রচনায়।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থা পরিচালিত বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে (প্রায় ১০,০০০ শাখা) এক কোটি ৪০ লক্ষাধিক পরিবারকে আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ প্রদান করছে। একটি আদর্শ ও ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মসূচি ও উন্নয়ন কৌশল নিয়ে সবসময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। গত মার্চ ২০২০-এ বাংলাদেশে করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ার পর সরকার ২৬ মার্চ-২০২০ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি

ঘোষণা করে। এ সময়ে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাহত হয়। বাস্তবতা বিবেচনা করে সরকার সাধারণ ছুটি ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত প্রলম্বিত করে অর্থাৎ একটানা দীর্ঘ ৬৬ দিন কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়ে। পিকেএসএফ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও জরুরি ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে পরামর্শ প্রদান করে। সেই অনুযায়ী করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে।

পিকেএসএফ-এর কার্যপদ্ধতির একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত ও বিস্তারিত নজরদারি করে যথাযথভাবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। সাধারণ ছুটির আওতায় ৬৬ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হওয়ার সময় অবশ্যই বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। জুন মাস থেকে ধীরে ধীরে কার্যক্রমসমূহ শুরু হওয়ার পরও অবস্থার উন্নতি হতে সময় লাগে। তখন মাঠ পর্যায়ে তদারকি জোরদার করা হয়, যার ফলে কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হয় প্রায় করোনাপূর্বকালের স্বাভাবিক পর্যায়ে। অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ তো বটেই, পিকেএসএফ -এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ মাঠ পর্যবেক্ষণে যেতে শুরু করেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার পর আবার মাঠ পরিদর্শন স্থগিত করা হয়। তবে অন-লাইনে তদারকি জোরদার করা হয়।

ঋণ লেনদেনে সংবেদনশীলতা

বৈশ্বিক মহামারি সৃষ্ট অচলাবস্থায় দরিদ্র সদস্যদের কষ্ট লাঘবে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্য ঋণের কিস্তি আদায়ে নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে বিশেষ

দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যে কোনো দুর্যোগে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ হল পিকেএসএফ-এর গৃহীত রীতি। বৈশ্বিক মহামারির ক্ষেত্রে তা আরো উদারভাবে প্রয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঋণের কিস্তি আদায় না করতে এবং এ সময়ের প্রাপ্য ঋণের কিস্তি শ্রেণিকরণ না করার জন্য সকল অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করে। সহযোগী সংস্থাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশনা অনুসরণ করে। করোনাসৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সদস্যদেরকে, বিশেষ করে অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে সহযোগী সংস্থাসমূহ বিশেষ সহায়তা প্রদান করে।

তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপায়ণে সরকারের অবকাঠামোগত আয়োজনকে কাজে লাগিয়ে কোভিড-১৯-এর কারণে সাধারণ ছুটির মধ্যেও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সম্ভাব্য সব ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে অনলাইনে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়। ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহীগণের বিবরণী অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থা এবং করোনার প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সময়ে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সহায়তার জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং পিকেএসএফ থেকে অর্থ সহায়তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদানেরও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তীকালে তা কার্যকর করা হয়।

বিগত ১৪ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটির এক সভায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন; পিকেএসএফ-এ কর্মরত সকলের বৈশাখী ভাতার ৪০% অর্থ দিয়ে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব উদ্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ; পিকেএসএফ-এর প্রোগ্রাম

সাপোর্ট ফান্ড থেকে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদানের বিষয়ে তাদের সম্মতি জানায়। এ সময়ে দেশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগণের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে ঋণ কার্যক্রম চালু করার বিষয়ে সরকারের অনুমতি চাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম

জুন ২০২০ সময়ে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গবেষণা বিভাগ 'Effects of COVID-19 Pandemic on the Lives and Livelihoods of the Households in ENRICH and Non-ENRICH Unions of PKSF and their Resilience Capacity' শীর্ষক একটি গবেষণার খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন Sectoral Studies সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। এছাড়াও পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় Start-up Capital ও Lease Financing বিষয়ে দুটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

সহযোগী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম

সাধারণ ছুটি চলাকালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের পাশে থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার ও সাবান দিয়ে বার বার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরামর্শ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে ২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে। তারা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ যা প্রায় ৩.৩৫ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে প্রেরণ করেছে। তারা প্রায় ৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর ১৩৪,৪৩৮টি প্যাকেট বিতরণ করেছে। এছাড়া, প্রায় ১২ দশমিক ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন-হ্যান্ড গ্লোভস, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ইত্যাদি বিতরণ এবং প্রায় ২ দশমিক ০৭ কোটি টাকা স্থানীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদে প্রদান করেছে। করোনায় আক্রান্তদেরকে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানে পিকেএসএফ-এর অনেক সহযোগী সংস্থা তাদের ডাক্তার ও নার্সদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। এ সকল সহায়তার বাইরেও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে করোনা আক্রান্তদেরকে বিশেষ চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখে।

পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিগত ১০ মে ২০২০ তারিখে চার কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এই চেক হস্তান্তর করেন। এ সময়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এসময় ড. আহমদ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার দেশের অতিক্ষুদ্র প্রায় এক কোটি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে সহায়তা ও প্রণোদনা দ্রুত পৌঁছানোর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবিষয়ে নজর দেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

বন্ধ ঋণ কার্যক্রম পুনরায় শুরু

পিকেএসএফ-এর সহযোগী এনজিও-এমএফআইদের ঋণ কার্যক্রম চালু করতে অনুমতি দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর পিকেএসএফ থেকে অনুরোধ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সকল জেলা প্রশাসককে এনজিও এমএফআইদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরামর্শ দিয়ে পত্র দেয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৩০ জুন হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পিকেএসএফ

সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। একই সময়ে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা। আর্থিক পরিষেবার পাশপাশি পিকেএসএফ অ-আর্থিক ও কারিগরি সেবাসমূহও পুরোদমে চালু করেছে। ফলে দরিদ্র সদস্যরা দ্রুত তাদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে গ্রামীণ বিভিন্ন খাতে সরকারি প্রণোদনা

করোনা সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক খাতসমূহের পুনরুদ্ধারে সরকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসাকে গুরুত্ব দিয়ে এই খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর অপর এক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ২৫০ কোটি টাকা গ্রহণ করে পিকেএসএফ Livelihood Restoration Loan কর্মসূচি নামে বিশেষ কর্মসূচির আওতায় অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। প্রথম পর্যায়ে গৃহীত ২৫০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ সম্পন্ন করে দ্বিতীয় ধাপে অবশিষ্ট ২৫০ কোটি টাকা পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ছাড়করণের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। পিকেএসএফ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বরাদ্দের অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা হলে পিকেএসএফ এই কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

তবে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (CMSME) উদ্যোগ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল পিকেএসএফ -এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এই বিবেচনায় এই তহবিলের একটি বড় অংশ পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিতরণের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের নিকট পিকেএসএফ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্বল্প আয়ের মানুষ, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত তিন হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা সহায়তার আওতায় পিকেএসএফ-এর কয়েকটি সহযোগী সংস্থা এতদ্বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে ঋণ সহায়তা প্রদান শুরু করে। এই বিশেষ কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ ৯% সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এই তহবিল গ্রহণ করে মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্রদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পিকেএসএফ উদ্বুদ্ধ করছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সাধারণ ছুটির শুরু থেকেই সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ ফোনালাপসহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। সমৃদ্ধি ইউনিট থেকে 'করোনাকালীন কার্যক্রম পরিচালনা গাইডলাইন' প্রস্তুত করে ১১৫টির সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যার আলোকে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

করোনাকালীন সময়ে কয়েক মাস পিকেএসএফ থেকে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন স্থগিত থাকায় মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি সহযোগী সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্যানেল লিডার ও প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে জুলাই মাসে অনলাইন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় সংস্থাসমূহের বিগত অর্থবছরের অর্জন, চলমান অর্থবছরের বাজেট সম্বন্ধে অবহিতকরণ এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ৫১টি ইউনিয়নে চলমান ডিজিটাল হেলথ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডিজিটাল হেলথ কার্যক্রমে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান 'সিএমইডি হেলথ লিমিটেড' এবং সহযোগী সংস্থাদের সাথে ২১, ২৩ ও ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে ৩টি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তার এবং সেবাগ্রহিতাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার ক্রয় করার জন্য সকল সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়।

সহযোগী সংস্থাসমূহ জনগণের মাঝে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১১৫টি সহযোগী সংস্থা ২০২টি ইউনিয়নে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় করোনাকালে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত মানুষদের মাঝে অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী বিতরণ; সংশ্লিষ্টদের মাঝে হ্যান্ড গ্লোভস, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই ইত্যাদি জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদ অর্থ প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সর্বমোট ৬.২৪ কোটি টাকা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগে খরচ করেছে। এছাড়া করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা-পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কিছু কিছু সহযোগী সংস্থা তাদের নিজস্ব ডাক্তার ও নার্সদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে এবং তাদের অফিস/গেস্ট হাউস/ট্রেনিং সেন্টারে ডাক্তার ও নার্সদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। তদুপরি, তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের পরামর্শে সার্বিক সামাজিক সহায়তা প্রদান করছে।

করোনা পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ-এর কোভিড-১৯ পরিদর্শনকালীন গাইডলাইন অনুসরণ করে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে সমৃদ্ধি ইউনিটের তিনটি প্যানেল হতে মোট ৬৬টি সহযোগী সংস্থার সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে মাঠ পর্যায়ে ঋণ চাহিদা কম থাকায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে কিছুটা ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে দেশের ২০২টি ইউনিয়নে ৬,২৩১টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে মোট ১,৬৫,০৮৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশনা মেনে উক্ত শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রসমূহ ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে, শিক্ষকগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদের পড়ালেখা তদারকি করেছেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সঙ্গে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করে বর্তমানে ১৬টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। অন্যান্য ইউনিয়নে অভিভাবকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্যক্যাম্প এবং চক্ষুক্যাম্প আয়োজন স্থগিত ছিল। তবে, স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালনাসহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং পরিদর্শকগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত খানা পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছিল। ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করে ৯১টি ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক শুরু হয়েছে এবং অন্যান্য ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত (মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ ছিল) ৫৯,১৭০টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৫৪০,৯২৬ জন সেবাগ্রহিতা উপস্থিত ছিলেন; ৩,১১৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১০৮,১০৭ জন রোগী সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ১০৬টি স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৩৯,৭৫১ জন রোগী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ৭০টি বিশেষ চক্ষুক্যাম্প আয়োজন করার মাধ্যমে ১১,৭৫১ জনের ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যক্যাম্প ও বিশেষ চক্ষুক্যাম্পসমূহ বছরের শুরুতে অর্থাৎ ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ (২৬ মার্চ সাধারণ ছুটি ঘোষণা পর্যন্ত) সময়ে সম্পাদিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ৭-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৩৭০ জন সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে ৭টি ব্যাচে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) শীর্ষক দুই দিনব্যাপী ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে সহযোগী সংস্থাগুলো ১,৩১৪টি অক্সিমিটার, ১,৩৭৩টি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার এবং প্রয়োজনীয় পিপিই/মাস্ক ক্রয় করেছে এবং এই খাতে ৭৭ দশমিক ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত ব্যয় সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আয় থেকে বহন করেছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ

'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমটির আওতায় করোনা পরিস্থিতিতে যুব সদস্যগণ এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়া এলাকার সাধারণ জনগণের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার ইত্যাদি বিতরণ করেছে। এই সকল সামাজিক কাজে ২০২টি ইউনিয়নের যুব সদস্যগণ নিজ উদ্যোগে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এক কোটি ৫২ লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

সমৃদ্ধির ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধির ঋণ সাধারণত অর্থবছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং মে-জুন এই সময়ে বেশি বিতরণ হয়ে থাকে। তবে চলতি অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে মাঠ পর্যায়ে ঋণ চাহিদা কম থাকায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২০-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর সময়ে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে সমৃদ্ধি ঋণের আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম খাতে ১৫৭ দশমিক ৬৯ কোটি টাকা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম খাতে তিন দশমিক ১৯ কোটি টাকা এবং সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম খাতে চার

দশমিক ৬২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। সহযোগী সংস্থা থেকে মাঠ পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম খাতে ৪৪৮ দশমিক ০৮ কোটি টাকা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম খাতে নয় দশমিক ২১ কোটি টাকা এবং সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম খাতে ২৮ দশমিক ৭৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণ কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৮টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন ১৮৩টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং আনন্দঘন পরিবেশে জীবনযাপন করার জন্যে ৯৮টি প্রবীণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতেও প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচিত ১০০ জন প্রবীণকে (যারা এখনও সরকারি প্রবীণ ভাতা পান না) মাসিক পাঁচশত টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর সময়ে সরকারি ভাতা না-পাওয়া ৭২,৮০১ জন প্রবীণকে ৯ দশমিক ৫১ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২,৬৬৪ জন প্রয়াত প্রবীণদের সৎকারের জন্যে এককালীন প্রতি পরিবারকে দুই হাজার টাকা হিসেবে মোট ৫৪ দশমিক ৩৪ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক সংস্থার সহযোগিতায় কোভিড-১৯ কালীন কার্যক্রম

স্বকর্ম ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বর্তমানে চারটি প্রকল্প এবং যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উপর্যুক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উপ-খাতভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর বিষয়ক কর্মকাণ্ডও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে এই প্রকল্পসমূহের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারকারী দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে, এ খাতটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ পুনরুদ্ধারে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে ১৫টি নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রেরণ করা হয়। কর্মপরিকল্পনার এই রূপরেখার মাধ্যমে যেসব কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশনা ছিল সেগুলি নিম্নরূপ: কৃষি পণ্য ও কৃষি পণ্যের সরবরাহ; চেইন চলমান রাখা; গবাদিপশু পালন ও পণ্য উৎপাদন ও এ খাতের সরবরাহ; মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ; মৎস্য হ্যাচারি পরিচালন; বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনকারী কারখানা যেমন- প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিনি গার্মেন্টস, জুয়েলারি, পাদুকা কারখানা ইত্যাদি; যানবাহন ব্যবহার ও পণ্য পরিবহন; পাইকার, আড়ৎ, চেইন শপ চালু রাখা; বাজার ব্যবস্থাপনা (খুচরা বাজার, মোকাম ইত্যাদি); অনলাইনভিত্তিক বাজার ও হোম ডেলিভারি ব্যবস্থাপনা; সহযোগী সংস্থাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিচালন; সমিতির সভা পরিচালন; বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অফিসে গমনাগমন; এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি (ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ, প্রচারপত্র ইত্যাদি সংগঠন ও বিতরণ), সামাজিক দূরত্ব ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা (মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য প্রার্থনালয়, পরিবহন, বাজার, রেস্তোরায় গমনাগমন) ইত্যাদি বিষয়ে গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ সকল প্রোটোকল অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতভুক্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

ইফাদ-এর সহযোগিতা

ইফাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprise (PACE) প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পের শেষ বছরের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করতে ও এগিয়ে নিতে আরও ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য সরকারের মাধ্যমে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ইফাদকে অনুরোধ জানানো হলে ইফাদ তাতে সম্মত হয়ে একটি অতিরিক্ত অর্থায়ন মিশন (Additional Financing Mission) পরিচালনা করে। এ মিশন

বর্ণিত মেয়াদ বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য সুপারিশ করে। সম্প্রতি ইফাদ-এর বোর্ড সভায় এ অতিরিক্ত অর্থায়ন অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, মূল প্রকল্পের আওতায় ইফাদ ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করেছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে প্রকল্প কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে মাঠ পর্যায়ে সংক্রমণের বিরূপ প্রভাব প্রতিনিয়ত অবহিত হয়ে অনলাইনে দিক-নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত আছে।

করোনার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিপণনের জন্য এ সময় ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চাল ডাল ডট কম, অর্গানিক অনলাইন বিডি, ইত্যাদি ডট কম, বগুড়া হোম মার্ট, হেলদি খানসহ বিভিন্ন ই-কমার্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে এ সময়ে পণ্য বন্টন ও বিপণন প্রক্রিয়া চালু রাখার প্রয়াস নেয়া হয়। এতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ এবং তাদের উদ্যোগে নিয়োজিত উৎপাদনকর্মীগণ লাভবান হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে উপযুক্ত আর্থিক সেবা দিতে মোবাইল ব্যাংকিং সম্প্রসারণেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইফাদের সুপারভিশন মিশন জুম মিটিং-এর মাধ্যমে চলতি বছরের প্রকল্প মূল্যায়ন কাজ শেষ করেছে। মূল্যায়নে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ সচল রাখতে পিকেএসএফ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার তৎপরতা মিশন সদস্যদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এ প্রকল্পের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডগুলো দেশে-বিদেশে প্রতিরূপায়ণের বিষয়েও তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, PACE প্রকল্পটি বিশ্বে ইফাদ অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সার্বিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর সহযোগিতা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত বাস্তবায়নাধীন Microenterprise Development Project (MDP) -এর আওতায় বরাদ্দকৃত সমুদয় তহবিলের ব্যবহার সম্পন্ন হওয়ায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় উদ্যোক্তাদের অব্যাহত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এডিবি হতে অতিরিক্ত ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন প্রাপ্তি বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে। মূলত অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় বৈশ্বিক মহামারিকালীন সময়েও মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূলধন খরচ কমাতে এ প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের ওপর সার্ভিস চার্জের হার এমআরএ নির্ধারিত প্রচলিত ২৪% থেকে ১৮% এ নামিয়ে আনা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবারসমূহ পিকেএসএফ- কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) নামক প্রকল্প হতে ৫,০০০ টাকা করে প্রদানে সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় ১,৯৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত প্রশিক্ষণসমূহ সাধারণ ছুটি স্থগিত রাখা হলেও ছুটি পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করা হচ্ছে।

অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উচ্চমূল্যমানের কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এসকল উদ্যোক্তাদের জীবনমান উন্নয়নে ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০২০ হতে Rural Microenterprise Transformation নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। করোনাকালের মধ্যে প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো

সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান শুরু হয়েছে। গত নভেম্বর (২০২০) মাসে এই প্রকল্পের প্রথম সুপারভিশন মিশন পরিচালিত হয়। প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যাদির অগ্রগতিতে মিশন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকসহ বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত চার দশমিক ৪৫ লক্ষ ব্যক্তি সরাসরি উপকৃত হবেন।

বিশ্বব্যাংক-এর সহযোগিতা

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত Sustainable Enterprise Project (SEP)-এর মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জরুরি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সরাসরি ও অনলাইনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন কারিগরি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, প্রকল্পের সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা, মিনি গার্মেন্টস উপ-খাতের অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রকল্প ইউনিটের কারিগরি সহায়তায় মাস্ক এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণ, অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডভিত্তিক কোভিড-১৯ নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রতিপালন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নে কমন সার্ভিস সেন্টার স্থাপন, পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি সহায়তা ও আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পটিতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের সদস্য এবং কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীতা বৃদ্ধির পাশপাশি স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে। করোনাকালীন সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের দু'টি Virtual Mission ও একটি Appraisal Mission সম্পন্ন হয়েছে।

যুক্তরাজ্য (এফসিডিও) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সহযোগিতা

বিশ্বব্যাপী আঘাত হানা কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় এবং অতিদরিদ্র সদস্যদের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় পিকেএসএফ পরিচালিত Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) বা সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' কর্মসূচির পক্ষ থেকে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতে, ২০২০ সালের মে মাসে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে প্রসপারিটি কর্মসূচির কর্ম এলাকার শ্রমনির্ভর অতিদরিদ্র পরিবারের ওপর একটি গুণগত গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা যায়, অতিদরিদ্র এসব খানার বেশিরভাগই তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস হারিয়ে চরম খাদ্য সংকটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন। পরবর্তীকালে কর্মসূচির উদ্যোগে জুন-জুলাই ২০২০ মাসে আরেকটি গবেষণার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় দিক-নির্দেশনামূলক কিছু পলিসি গ্রহণ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ মহামারি এবং সাইক্লোন আমফান -এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির প্রভাব মোকাবিলায় প্রসপারিটি কর্মসূচির পক্ষ থেকে প্রায় ৩০ হাজার অতিদরিদ্র সদস্যের জন্য ৩১ কোটি টাকা সমমূল্যের 'জরুরি সহায়তা কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী কেনার জন্য প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে মোট নয় হাজার টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের উদ্যোগে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (যেমন, দেশী, ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন, ভাসমান খাঁচায় ও চৌবাচ্চায় মাছ চাষ, খানা পর্যায়ে পুষ্টি বাগান স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে শাকসবজি উৎপাদন) চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র পরিবারগুলো যেন সরকারের গৃহীত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেসব সুবিধা ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রসপারিটি কর্মসূচি, মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অতিদরিদ্র সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনেও কাজ করে চলেছে। করোনা মহামারির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রাখতে প্রসপারিটি কর্মসূচি একটি শক্তিশালী ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এছাড়া প্রসপারিটি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে সচেতন করে তুলতে কর্মসূচির উদ্যোগে একটি কোভিড-১৯ প্রটোকলও তৈরি করা হয়। এই প্রোটোকল প্রসপারিটি কর্মসূচির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের সাথে বৈঠকের সময় কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে অতিদরিদ্র সদস্যদের জীবনে এর প্রভাব ও ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহিত উদ্যোগের ফলে প্রসপারিটি কর্মসূচিকে পিকেএসএফ একটি 'কোভিড-১৯ জরুরি সহায়তা কর্মসূচি' হিসেবে দেখছে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারিজনিত বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডে আর্থিক, কারিগরি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অ-আর্থিক সহায়তা প্রদান করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনতে পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।

নৈতিকতা
উন্নয়ন
অতিদারিদ্র্য
উদ্যোগ
মূল্যবোধ
সমতা
পুনর্বাসন
দারিদ্র্য
মানবমর্যাদা
সক্ষমতা
সম্পদ
পুঁজি
সাম্য
টেকসই
আয়বৃদ্ধি
নৈতিকতা
মূল্যবোধ

মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচি

পিকেএসএফ। তিন দশক পেরিয়ে কাজ করছে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এই প্রতীতি জন্মেছে যে, শুধু স্বল্প অঙ্কের ঋণ দিয়ে দূর করা যাবে না দারিদ্র্য। তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান আর আয় বাড়ানোর জন্য দরকার প্রশিক্ষণ। এটাই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন। আর সেজন্যই পিকেএসএফ মানুষের ভ্রূণাবস্থা থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত সব সহায়তায় এগিয়ে দেয় হাত।

বুনিয়াদ

পিকেএসএফ -এর বুনিয়াদ কার্যক্রম ২০০৪ সাল থেকে দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বুনিয়াদ অর্থ ভিত্তি। বুনিয়াদ অতিদরিদ্রদের এমনভাবে সহযোগিতা দিয়ে থাকে যাতে তারা টেকসইভাবে আয় সৃষ্টির ভিত্তি তৈরিতে সক্ষম হয় এবং মানব মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে। সঞ্চয়, জমা-উত্তোলন, ঋণ পরিশোধ, সমিতির সভায় উপস্থিতি, নতুন ঋণের জন্য ন্যূনতম সঞ্চয় জমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বুনিয়াদ অতিদরিদ্রদের বিশেষ নমনীয়তা প্রদান করে থাকে।

বুনিয়াদ-এর আওতায় অতিদরিদ্র জনগণকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ এবং ভূমি ইজারা ঋণও প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বুনিয়াদ কর্মসূচির তথ্য

- পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ২,০৩৫.২০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩,১৮৩.০৯ মিলিয়ন টাকা।
- সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৭,১৯১.৭৮ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ৪,৬১৫.৮৬ মিলিয়ন টাকা।
- মোট ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ০.৪০ মিলিয়ন।
- গড় ঋণের পরিমাণ ২১,৫৪০ টাকা।

বুনিয়াদের আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

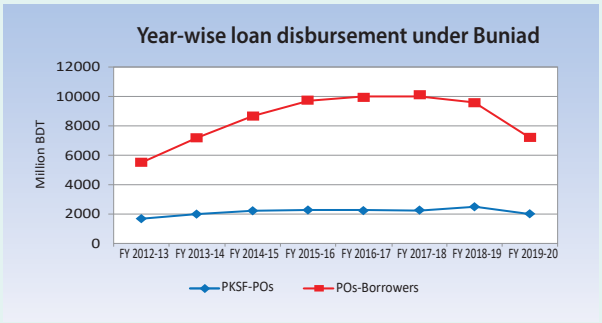

৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত বুনিয়াদের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ২৬.৫২ এবং ৯৬.০৪ বিলিয়ন টাকা।

জাগরণ

বাংলাদেশের পল্লী ও নগর অঞ্চলে পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ১৯৯০ সালের অক্টোবর হতে 'জাগরণ' (পূর্বে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পরিচিত) ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জাগরণের আওতায় পল্লী এলাকার ঋণগ্রহীতারা পরিবারভিত্তিক আয় উপার্জনমূলক কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছে। পিকেএসএফ গ্রামীণ দরিদ্রদের উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে।

১৯৯৯ সালে পিকেএসএফ শহরের দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের বিষয়টি অনুধাবন করে 'জাগরণ' কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ, সম্পদের অভিগম্যতা, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের তুলনায় শহরের নারীদের বেশি সুযোগ থাকায় 'জাগরণ' কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ পল্লী অঞ্চলের তুলনায় বেশি। শহর অঞ্চলের 'জাগরণ' ঋণগ্রহিতারা সাধারণত ভূমিহীন। তারা অননুমোদিত জায়গায় বসতি স্থাপন এবং ছোট ব্যবসার জন্য ঋণ নেয়। তারা বস্তি বা অস্থায়ী খুপরীতে বাস করে এবং উচ্ছেদের হুমকিতে ভোগে। জোরপূর্বক অভিবাসন, গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে সীমিত কর্মসংস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নগরীর দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে 'জাগরণ' কর্মসূচির তথ্য

- পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ১০,২১৬.২০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ২১,১৪২.১৯ মিলিয়ন টাকা
- সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ২,১২,৯৪২.৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১,২৮,৪১১.৬৭ মিলিয়ন টাকা।
- সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণ বিতরণ ৭.৯৪% হ্রাস পেয়েছে এবং ঋণগ্রহিতাদের নিকট সহযোগী সংস্থার ঋণ বিতরণ আগের বছরের তুলনায় ২.১৯% হ্রাস পেয়েছে
- মোট ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ৬.৯৭ মিলিয়ন
- গড় ঋণের পরিমাণ ৩৫,৮৪৬ টাকা।

জুন ২০২০ পর্যন্ত জাগরণের আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১৪৫.৭৮ এবং ১৭৭২.৩২ বিলিয়ন টাকা।

জাগরণের আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

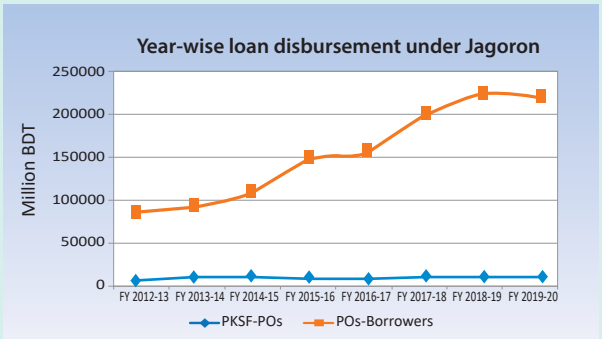

অগ্রসর

পিকেএসএফ তার বিভিন্ন কর্মসূচিভুক্ত প্রাগ্রসর সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অধিক মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ২০০১ সালে উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান টেকসই করার জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদান শুরু হয়। উদ্যোগ উন্নয়নভিত্তিক 'অগ্রসর' নামে পরিচিত এই কর্মসূচির অধীনে যে কোন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ১.৫ মিলিয়ন টাকা (জমি ও ভবন বাদে) বিনিয়োগ থাকলে তাকে **অগ্রসর** হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর ১৭৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে এর উদ্যোগ উন্নয়ন নীতিমালা হালনাগাদ করে থাকে।

উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য পিকেএসএফ ২০০৮ সালে 'ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (ফেডেক) প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ যৌথভাবে প্রকল্পটি অর্থায়ন করে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে 'অগ্রসর' কর্মসূচির তথ্য

- সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৭,৩৬০.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৫,৪৩৪.৯৫ মিলিয়ন টাকা।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক ঋণগ্রহিতাদের নিকট আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ১,৮৯,৩০৩.২৪ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ১,৩২,১০৬.৩৪ মিলিয়ন টাকা।
- মোট ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ১.৫৯ মিলিয়ন
- গড় ঋণের পরিমাণ ১,৩৯,০৬৫ টাকা।

'অগ্রসর'-এর আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

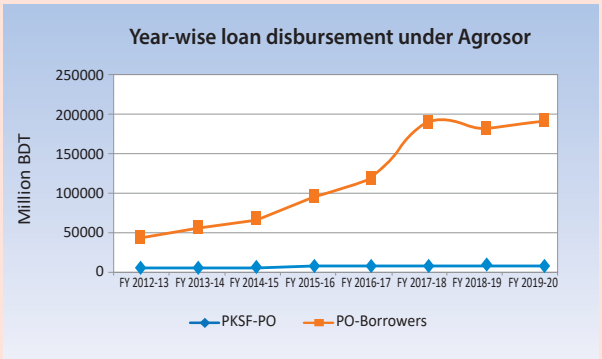

জুন ২০২০ পর্যন্ত 'অগ্রসর' কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৭০.১০ এবং ৯৯৯.৬১ বিলিয়ন টাকা।

সুফলন

২০০৫ সালে পিকেএসএফ Microfinance for Marginal and Small Farmers Project (MFMSFP) -এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থায়ন শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ দেশের খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। কৃষকদের মৌসুমি ফসল উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে পিকেএসএফ মৌসুমী ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। পিকেএসএফ-এর 'কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' এবং 'মৌসুমী ঋণ কর্মসূচি'-কে একত্রিত করে ২০১৪ সালে 'সুফলন' নামকরণ করা হয়।

এই কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- নমনীয় ঋণ পরিশোধ (মৌসুমী কৃষি কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এককালীন পরিশোধ, মৌসুমী বা বেলুন পরিশোধ) এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি উৎপাদনের জন্য একাধিক ঋণ গ্রহণের বিধান।

কর্মসূচির আওতায় শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি-বনায়ন, গবাদি পশু পালন, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে 'সুফলন'-এর তথ্য

- সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৮,২০৩.৫০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ৫,৭১৬.৮০ মিলিয়ন টাকা
- সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ৪৬,৫২৭.৭২ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৬,৬৭১.৯২ মিলিয়ন টাকা
- মোট ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ০.৯১ মিলিয়ন
- গড় ঋণের পরিমাণ ২৮,৫০৫ টাকা।

জুন ২০২০ পর্যন্ত 'সুফলন'-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬.৬১ এবং ৩২৮.৫৮ বিলিয়ন টাকা।

সুফলনের আওতায় বছরভিত্তিক আর্থিক পরিষেবা (মিলিয়ন টাকায়)

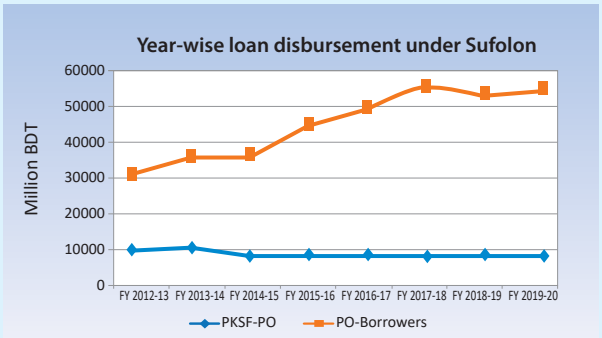

কৃষি ইউনিট

উপযুক্ত অর্থায়নের পাশাপাশি আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ জুন ২০১৩ সালে মূলস্রোত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি ইউনিট গঠন করে। পরিবেশবান্ধব উপায়ে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই এই ইউনিটের প্রধান লক্ষ্য। কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিক সংখ্যক প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও সেবা প্রদান, কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তিতে সহায়তা, কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু-চেইন প্রতিষ্ঠা এবং কৃষির খাতভিত্তিক মেয়াদকাল নির্ধারণ, ভৌগোলিক অবস্থান, মৌসুম, উৎপাদন খরচ, খামারের প্রকৃতি ও আকার এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ঋণ প্রদানে সহায়তা করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেটে 'কৃষি ইউনিট'-এর আওতায় সর্বমোট ৬.১৫ কোটি টাকার সংস্থান ছিল। এই অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর ৩১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২৫টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় এবং ২৫টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে কৃষি ইউনিটের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ: এ পর্যন্ত কৃষি ইউনিটের আওতায় আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রায় ২০টি কৃষি প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্যের ফসলের জাতের ওপর প্রায় ২৪,১৪১টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে নতুন ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ওপর ১১১৪টি মাঠ দিবস ও ৫টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। একই সময়ে ধানক্ষেতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের লক্ষ্যে ৬৮৭টি গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটর মেশিন, নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ৯৩,৬৯১টি ফেরোমন ফাঁদের লিউর, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ধানক্ষেতে ২৭,০৭৬টি পারচিং স্টিক, নিরাপদ ফল উৎপাদনের জন্য ১,৩৩,৪০২টি ফ্রুট ব্যাগ এবং ৪,৭১৭ জন সদস্যকে সবজি বীজ প্রদান করা হয়েছে। এই ইউনিটের আওতাধীন কর্মএলাকায় কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের মোট ২,২৬৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে কৃষকগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির সহজ ও কার্যকর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার ৩৪,২০০ জন সদস্যকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সংগঠিত ৪০৭ জন সদস্যকে বগুড়াস্থ 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে বিশেষায়িত কৃষি কার্যক্রমের ওপর আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে সহযোগী সংস্থার ৭১২ জন কৃষিবিদ কর্মকর্তাকে বগুড়াস্থ 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী', 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট' ও 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট' ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি ইউনিটের আওতায় মাঠ পর্যায়ে উচ্চমূল্য, উচ্চ ফলনশীল ও বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন ফসলের জাত যেমন: সুগন্ধি ধান, জিংক সমৃদ্ধ ধান, চেরি টমেটো, ক্যাপসিকাম, ব্রোকোলি, মশলা ফসল, ফুল চাষ, ডাল ফসল এবং স্বল্প জীবনকালের সরিষা ইত্যাদি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বর্তমানে এই ইউনিটের আওতায় সম্প্রসারিত বেশকিছু প্রযুক্তি যেমন: ফেরোমন ফাঁদ, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, অমৌসুমী বেবি তরমুজ ইত্যাদি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা প্রতিরূপায়িত হচ্ছে। জলবায়ুগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি যেমন: লবণাক্ত এলাকায় সর্জান ও ফসলের ক্ষেতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সম্প্রসারিত এ সকল প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুধুমাত্র কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে না বরং এর ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি ইউনিটের আওতায় কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে **তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস** সৃষ্টি শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার নির্বাচিত ১,১০০ জন কৃষক প্রায় ৫২৮ একর জমিতে তামাকের পরিবর্তে বিভিন্ন খাদ্য শস্য উৎপাদন করেছে। একই সঙ্গে তারা বহুমুখী ও অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে বাড়িতে গরু মোটাতাজাকরণ, বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও টার্কি পালন করছেন। দেখা গেছে, তামাক চাষীরা ধীরে ধীরে তামাকের তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লাভজনক দিক উপলব্ধি করে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছেন।

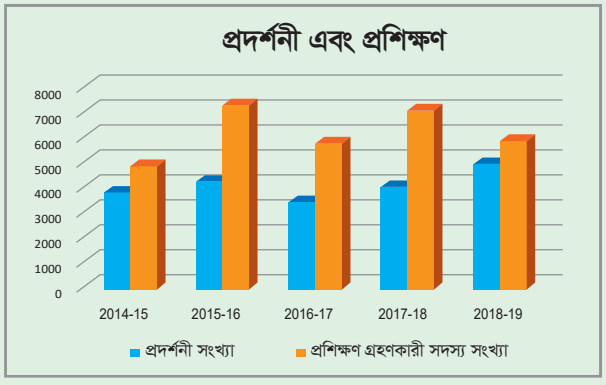

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর অধীনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের কার্যক্রম যেমন, খামার প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের ভ্যালুচেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ইউনিট বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় যে সকল মৌলিক প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে সেগুলো হলো, মাংসের জন্য দেশি মুরগি উৎপাদন, পেকিন হাঁস পালন, নিবিড় পদ্ধতিতে গাভি পালন, নিরাপদ ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদন ও খাসি মোটাতাজাকরণ।

বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য সহায়ক প্রযুক্তিসমূহ হলো মাসকোভি হাঁস পালন, সমন্বিত পদ্ধতিতে কবুতর পালন, রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি, প্রাণিসম্পদের পণ্য বাজারজাতকরণ, হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক-বেঙ্গল ছাগল ও বেঙ্গল ভেড়া পালন, প্রজননের জন্য পাঁঠা পালন, প্রাণিখাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ, টার্কি পালন ও বাণিজ্যিক ফডার উৎপাদন। প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় প্রদানকৃত কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবা, ডিজাইন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক ব্যবস্থাপনিক সহায়তা। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদের ৪৮,৯৫২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মৎস্য বিষয়ক যেসব প্রযুক্তি ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ, কার্প-গলদা চিংড়ী মিশ্র চাষ, দেশী শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ, কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ, ভেটকি-তেলাপিয়া-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ/খাঁচায় নরম খোলসের কাঁকড়া চাষ, উচ্চমূল্যের চিতল-শোল-আইড়-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ/বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস-কার্প মিশ্র চাষ, অর্নামেন্টাল ফিশ/বাহারি মাছের চাষ, সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট ও বিলুপ্তপ্রায় দেশী মাছ (মেনি, গুতুম, রাণী, মহাশোল, খলিশা ইত্যাদি) চাষ। এছাড়াও পুকুর পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ, ফিশিং গিয়ার তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নার্সারী পুকুর/মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি, ফিশ ফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মৎস্য খাতের আওতায় খামারি পর্যায়ে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৫,৪৯৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অপরপক্ষে, প্রকৃতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে ১২,৬৭৫ কেজি মাছের পোনা ও মৎস্য খামারি পর্যায়ে মোট ১২,৪৮৯টি ঝাঁকি জাল বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত মৎস্য খাতের আওতায় ১৬,৫১৫ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ও প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ৫৩,২১৫ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্য পর্যায়ে কারিগরি সেবা প্রদানের জন্য ইউনিট হতে ২৫০ জন Livestock and Poultry Service Providers (LPSPs) গড়ে তোলা হয়েছে। এই ইউনিটের আওতায় সহযোগী সংস্থার ৩১২ জন কর্মকর্তাকে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের জন্য ইউনিট হতে ৮০১ জন কর্মকর্তার জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

এই ইউনিটের গণ-টিকাদান কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১.৫৯ মিলিয়ন প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রিকে ক্ষুরা, তড়কা, গলাফোলা,

বাদলা, পিপিআর, রাণীক্ষেত ও ডাকপ্লেগ রোগের টিকা দেয়া হয়েছে। ইউনিটের আওতায় প্রায় ০.৫১ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রোমন্থনকারী প্রাণিকে বিস্তৃত বর্ণালীর কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে।

সদস্যের খামারে কারিগরি সেবা নিশ্চিতকল্পে এই ইউনিটের আওতায় সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা পর্যায়ে ভেটেরিনারি ও মৎস্য বিষয়ক কিটবক্স সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি গাভির ম্যাসটাইটিস রোগ শনাক্তকরণের জন্য California Mastitis Test (CMT) কিট সরবরাহ করা হয়েছে।

Results Based Monitoring (RBM)-এর তথ্য মোতাবেক ছাগল পালন, গাভি পালন, ভেড়া পালন, লেয়ার মুরগি পালন, কুচিয়া চাষ, কার্প-মলা মিশ্র চাষ ইত্যাদি বাস্তবায়নের ফলে খামারি পর্যায়ে যথাক্রমে ৫৪%, ৩৬%, ২০%, ৬১%, ৪০% এবং ৪১% কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ইউনিটের আওতায় প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়নকারী খামারিরা ১০-১২টি ছাগল পালন করে মাসে প্রায় ২,৫০০ হতে ৫,০০০ টাকা, ২০টি টার্কি পালন করে মাসে প্রায় ২,৫০০ হতে ৩,৫০০ টাকা, ২০০টি পেকিন হাঁস মাংসের জন্য পালন করে মাসে প্রায় ৬,৫০০ হতে ৯,০০০ টাকা মুনাফা পাচ্ছেন।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে পিকেএসএফ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠায় এই ইউনিট বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ সকল বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই ইউনিট সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। অপরদিকে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য, ধারণা বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এই ইউনিট জ্ঞান বিস্তরণের কাজ করে থাকে।

এই ইউনিট মূলত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তি, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। এই ইউনিট সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে মতবিনিময় সভা, গণ সমাবেশ, প্রশিক্ষণ, এ্যাডভোকেসি সভা, কর্মশালা বা সেমিনার আয়োজন করে থাকে।

এছাড়া, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সাথে সহযোগী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তার মাধ্যমে বিদ্যমান নানা সামাজিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। বিলবোর্ড, লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রচারণাসহ সচেতনতামূলক পটগান আয়োজন ও গণনাটক মঞ্চায়ন, কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রচারণা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম মাধ্যম। সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং শোভাযাত্রা বা র‍্যালী আয়োজনের মাধ্যমে এই ইউনিট সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে থাকে।

কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৭টি সহযোগী সংস্থার কর্মএলাকাভুক্ত ২২টি ইউনিয়নে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি এ্যাডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় ৪৪০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে 'সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবী, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের মোট ১৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য কিছু পরিকল্পিত কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট ২০১৯-২০ অর্থবছরে "প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ" কার্যক্রম শুরু করে। পিকেএসএফ-এর ৪টি সহযোগী সংস্থা: শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও টিএমএসএস-এর মাধ্যমে ৮টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইউনিয়নসমূহে ৪৫১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে "সুবর্ণ নাগরিক কার্ড" হস্তান্তর করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিটের আওতায় ৪১টি ইউনিয়নে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে র‍্যালি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই ইউনিট সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মএলাকায় ৫৮টি পটগান আয়োজন ও গণনাটক মঞ্চায়ন করেছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণায় এই ইউনিট 'কমিউনিটি রেডিও' (রেডিও মহানন্দা, রেডিও সাগরগিরি, রেডিও মেঘনা ও রেডিও সাগরদ্বীপ)-এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিদিন কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করেছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে আলোচিত একটি উদ্বেগজনক আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশে এর অভিঘাত প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে। আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বিপুলভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। উন্নয়নের অনেক সুফলই আকস্মিক বন্যা, আইলা, সিডর এবং আমফানের আঘাতে হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের পরিবেশগত এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় পিকেএসএফ ২০১৬ সালে পরিবেশ ও জলবায়ু পবিরর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গঠিত গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর সরাসরি অর্থ ব্যবহারে স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ তালিকাভুক্ত হয়েছে।

ECCCP- Flood প্রকল্প

বিগত ২৭ এপ্রিল ২০২০ পিকেএসএফ ও জিসিএফ-এর সাথে Extended Community Climate Change Project- Flood (ECCCP-Flood) শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্পটিতে জিসিএফ হতে ৯.৬৮ মিলিয়ন ডলার অনুদান এবং পিকেএসএফ কর্তৃক Co-financing হিসেবে ঋণ বাবদ ৩.৩৪ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। চার বছর মেয়াদি প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর ০৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বন্যাপ্রবণ কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে ২০,০০০ পরিবার সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ উপকৃত হবে। প্রকল্পটিতে বন্যামুক্ত বসতভিটা উঁচুকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, বন্যামুক্ত নলকূপ স্থাপন, বন্যাপ্রবণ এলাকায় উচ্চ মূল্যের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০ আগস্ট ২০২০ একটি ওয়েবিনারের মাধ্যমে প্রকল্পটির উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জিসিএফ প্রতিনিধি দলের পিকেএসএফ পরিদর্শন

২৬ জানুয়ারি ২০২০ জিসিএফ-এর দুইজন প্রতিনিধি যথাক্রমে Mrs. Anupa Lamichhane, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও Mr. Corey Fortin, Regional Officer, South-east Asian region of GCF, পিকেএসএফ পরিদর্শন করেন।

নৈতিকতা উন্নয়ন

অতিদারিদ্র্য

সমতা উদ্যোগ মূল্যবোধ

পুনর্বাসন

দারিদ্র্য **মানবমর্যাদা** সক্ষমতা

সম্পদ

পুঁজি সাম্য টেকসই

আয়বৃদ্ধি

নৈতিকতা

মূল্যবোধ

বিশেষ কর্মসূচি

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিকাজের ওপর জোর দেয়ার প্রচলিত রীতি চলে আসছে বহুদিন ধরে। পিকেএসএফ-এর গুরুত্ব স্বীকার করে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে নানান প্রযুক্তি। একই সঙ্গে কৃষির বাইরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিতে তৈরি হচ্ছে দৃশ্যমান গতিময়তা।

সমৃদ্ধি

পিকেএসএফ -এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচি হল 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'। ২০১০ সাল থেকে চলমান এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় **সমৃদ্ধি** দেশব্যাপী বিস্তৃত একটি মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে সরকারসহ সমাজের বিভিন্ন মহলের প্রশংসা পেয়েছে। এই কর্মসূচির মূলমন্ত্র হলো, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের ক্ষমতায়ন। উপযুক্ত আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সহায়তা দান এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মাতৃগর্ভ হতে শেষকৃত্য পর্যন্ত জীবনের সকল পর্যায় বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় যাবতীয় অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়নের ধারণা বাস্তবায়নই হচ্ছে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ৬টি বৃহৎ কার্যক্রম পরিচালনা করছে সমৃদ্ধি। এগুলো হলো: স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা, সামাজিক মূলধন গঠন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা। বর্তমানে দেশব্যাপী ১১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ১৬৫টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১৩.১৭ লক্ষ খানায় ৫৯.১৩ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

করোনাকালীন কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও জরুরি ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা ও স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সুরক্ষার জন্য একটি করোনাকালীন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয় যেটি অনুসরণ করে সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে প্রায় ৩.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রায় ১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ১.১৪ কোটি টাকা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের তহবিলে নগদ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ চলাকালে সহযোগী সংস্থাসমূহ সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় স্বউদ্যোগে দরিদ্রদের মাঝে সর্বমোট ৬.২৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিতে সমৃদ্ধিভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে ১,৩১৪টি ডিজিটাল অক্সিমিটার, ১,৩৭৩টি ইনফ্রারে থার্মোমিটার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিপিই/মাস্ক ক্রয় করা হয়েছে। এ বাবদ সংস্থা সমৃদ্ধির স্বাস্থ্য খাতের আয় হতে ৭৭.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে।

করোনা পরিস্থিতিতে যুবগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা বিভিন্ন স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ১.৫২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত প্রায় ২.৫ লক্ষ যুবদের নিয়ে সারা দেশে বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৫টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নের যুবদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল কবিতা রচনা, প্রবন্ধ/গল্প রচনা, চিত্রাঙ্কন এবং সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা (একক), সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা (যৌথ)। আমাদের অহংকার ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করে অঙ্কিত ৪৩৭টি ছবি থেকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে ৭১টি ছবি নিয়ে একটি বিশেষ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। প্রতিদিন 'স্ট্যাটিক ক্লিনিক'-এর মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে পরিচালনা করা হয় স্যাটেলাইট ক্লিনিক। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে দেশব্যাপী ৩৭৫ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২,৬৫০ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কাজ করছেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫৯,২৮৬টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ১২,৮৬১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ৫৬৫টি স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে যথাক্রমে ৬,৭৬,৮০৩ জন, ৩,২৫,৭৯৮ জন ও ৮১,২৪৯ জনকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমের আওতায় এই অর্থবছরে মোট সেবা পেয়েছেন ১০,৮৩,৮৫০ জন। এই পর্যন্ত সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬৩,৬৫,৯০০ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই অর্থবছরে ১১১টি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১,৫৮৫ জন এবং এ যাবৎ মোট ২৫,৩১৮ জন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

শিক্ষা

সমৃদ্ধির বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। একই সঙ্গে আবৃত্তি, নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন, সহশিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

বর্তমানে দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নের ৬,৬২৯টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১,৭৩,৩১৪ জন শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এর ফলে সমৃদ্ধিভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ০.০৬%-এ নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, সরকারি হিসেবে সারাদেশে এই হার প্রায় ৪-৪.৫%।

সম্প্রতি 'আনন্দে পড়ি, নৈতিকতায় জীবন গড়ি' শীর্ষক একটি নতুন উদ্যোগের আওতায় জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত ৪৫৭টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৬৮,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে শিক্ষকগণ শ্রেণিভিত্তিক ৫ জনের দল তৈরি করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাসহ অভিভাবকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছেন ।

শিক্ষাবৃত্তি: 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল'-এর আওতায় প্রতিবছর দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র সদস্যগণের মেধাবী সন্তানদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার সন্তানগণও এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। বিশেষ বিবেচনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের অতিদরিদ্র যেমন দলিত, বেদে, যৌনকর্মী ও ভিক্ষুকদের শিক্ষারত সন্তান এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিবেচিত হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার্থী কিংবা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬,০০০ জন শিক্ষার্থীকে ৭,২০,০০,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। তহবিল প্রতিষ্ঠা হতে এ পর্যন্ত মোট ২৬,১৩২ জন শিক্ষার্থীকে ৩৪,২২,৯৭,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়ন

যুবদের নেতৃত্ব-বিকাশ ও টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে 'উন্নয়নে যুব সমাজ' শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ১.৫ লাখ যুব সদস্য উন্নয়নে যুবসমাজ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪,৫৬৬ যুবককে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মোট ৯৮,৯৪২ জন যুব। এছাড়াও, সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের সংগঠিত করে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। যুবরা সংগঠিত হয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। যুব সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট সংস্কার করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি যেমন মাদক, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান: বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩টি বিষয়ে -- গাড়ি চালনা, ICT for Outsourcing এবং ICT & MIS for Microfinance -- প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪৭ যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫০টি ব্যাচে মোট ৯৩৪ জন যুবক ১৮টি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। এ পর্যন্ত ১,২৮০ জন বেকার যুবার কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ৮৪৬ জন যুবক আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিয়েছেন।

আর্থিক সহায়তা

বিশেষ সঞ্চয়: এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিদরিদ্র, প্রতিবন্ধী সদস্য ও নারীপ্রধান পরিবারগুলোকে জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ অনুদান প্রদান এবং বিভিন্ন প্রকার ঋণ বিতরণ করে নানা রকম আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়। এর আওতায় একটি সদস্য পরিবার প্রতি মাসে ন্যূনতম ১০০ টাকা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা করে। দুই বছর শেষে পূর্ণ মেয়াদে জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ টাকাসহ তাদের সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়, যা সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার পরামর্শে কোনো আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ বা সম্পদ ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা বাধ্যতামূলক।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৩১ জন সদস্য তাদের ব্যাংক হিসাবে ৫,৬০,১৪৮ টাকা জমা করেছেন এবং মেয়াদ পূর্ণকারী ৪৩৯ জন সদস্য ৬৬,১৪,৯৭৯ টাকা ফেরত পেয়েছেন। তারা এই অর্থ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যয় করেছেন। বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৫,৫৭৯ সদস্য মোট ১.৭০ কোটি টাকা জমা করেছেন এবং সমপরিমাণ অনুদানসহ সঞ্চয় ফেরত পেয়েছেন।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: এই কার্যক্রমের আওতায় 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' -- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের এই মূল দর্শনকে সামনে রেখে পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের ১ লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ প্রদান করা হয়। এই সম্পদ যাতে টেকসই আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা নিবিড়ভাবে তদারকি করে থাকে। এখন পর্যন্ত সারা দেশে পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা ১,৩২২ জন।

উপযুক্ত ঋণ: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় তিন ধরনের ঋণ সেবা দেয়া হয়: আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ। যেকোনো পরিবার চাইলে একই সঙ্গে এক বা একাধিক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণের

সীমা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণের সীমা ১০ হাজার টাকা, এবং সম্পদ সৃষ্টি ঋণের সীমা ৩০ হাজার।

বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মোট ৩১৪.২১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যথাযথ খাতে অর্থ ব্যবহার করার ফলে দ্রুত আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে অনেক পরিবার দারিদ্র্যাবস্থা থেকে বের হয়ে আসছে। ফলে, সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ১৫৫২.১৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক মূলধন গঠন

সমৃদ্ধি কেন্দ্র: সামাজিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে সমৃদ্ধি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করে পিকেএসএফ এবং জমি প্রদান করেন স্থানীয় জনসাধারণ। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে মোট ১১ সদস্যের একটি কমিটি এই কেন্দ্র পরিচালনা করে। তারা নিয়মিত বিভিন্ন সামাজিক বিষয় ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে। এই কেন্দ্রগুলি সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি, যুবদের প্রশিক্ষণ, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং সামাজিক মূলধন গঠনের জন্যও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দেশব্যাপী ২০২টি ইউনিয়নে ১,৪৮২টি কেন্দ্র সচল রয়েছে।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভা: স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সদস্যরা প্রতি ওয়ার্ডে অবস্থিত সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিতে প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি সভায় মিলিত হন। তারা সাধারণত সামাজিক মূলধন গঠন নিয়ে আলোচনা এবং সমৃদ্ধির উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৯,২৮৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক উন্নয়ন: এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন এলাকা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৮১,০০১টি পরিবারভিত্তিক স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ৪,৯৫৪টি কমিউনিটি-ভিত্তিক ল্যাট্রিন, ৬,১৩৫টি গভীর ও অগভীর নলকূপ, ১০টি পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স এবং ৩৮টি পন্ড-স্যান্ড ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, এই কার্যক্রমের আওতায় ১,৫৫৫টি বাঁশের সাঁকো/রিং-কালভার্ট এবং ১.৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নগুলোতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফুটবল টুর্নামেন্ট, দৌড় প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও গানের আয়োজনে সমৃদ্ধির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী এবং যুব সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা: পরিবেশ দূষণ কমাতে ও প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড সহজ করতে চালু করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব বন্ধুচুলা এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,৪০৭টি বসতবাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও ১৪,০১৭টি পরিবারে বন্ধুচুলা স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫০,১০৮টি বাড়িতে বন্ধুচুলা এবং ৭৫,০১৪টি বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা সরবরাহ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ বাড়ি: প্রতিটি বসতবাড়ির নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে 'সমৃদ্ধ বাড়ি'র ধারণা। এসব বাড়িতে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন; শাকসবজি উৎপাদন; লেবু, সজনে ডাটা, ফলমূল ও অন্যান্য গাছপালার সাথে ওষধি বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও রান্নার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহ করা হয়। সমৃদ্ধ বাড়িগুলোতে কেঁচোসার উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং একটি করে নলকূপও থাকে। এরকম বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সমৃদ্ধ বাড়ি একটি পরিবারের আয়বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলোতে মোট ১,৫২০টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে। সারাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১৩,৫৩৮টি সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

LIFT কর্মসূচি

পিকেএসএফ কর্তৃক ২০০৬ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি দেশের দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত একটি উদ্ভাবনীমূলক ও বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম। এই কর্মসূচির আওতাধীন বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায়ও ভূমিকা রাখছে। পরিকল্পিতভাবে চিহ্নিত সুবিধাবঞ্চিত ১৬টি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমে সংযুক্তিকরণই হলো লিফ্‌ট কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় দেশের ৩৪ জেলায় পিকেএসএফ-এর ৪৩টি সহযোগী সংস্থা ও ১৩টি বহিঃসংস্থার মাধ্যমে ৩৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৪৬.৩৪ কোটি টাকা তহবিল মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৮.১০ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ এবং ১৮.২৪ কোটি টাকা অনুদান। এই সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত ঋণ ১১৬.২৮ কোটি টাকা।

দেশের ১৯টি জেলার চর ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত অতিদরিদ্রদের জন্য 'জমি লীজ/বন্ধক ঋণ' কার্যক্রম লিফ্‌ট কর্মসূচিভুক্ত একটি সফল উদ্যোগ। এই উদ্যোগের আওতায় এ পর্যন্ত ৯২ হাজারেরও বেশি অতিদরিদ্র সদস্য জমি লীজ বা বন্ধক ঋণ গ্রহণ করে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বিস্তৃত হাওর অঞ্চলে বসবাসরত ২২ হাজারের অধিক সদস্যের মাঝে দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা সৃষ্টিতে এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতামূলক এ্যাডভোকেসি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। শারীরিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সহজ শর্তে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি, সরকারি পরিষেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্পধারার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় ৩টি ইশারা ভাষা স্কুল পরিচালনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই উপজেলায় সচেতনতামূলক সভা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনুদান প্রদান এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

দুঃস্থ প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে মুন্সিগঞ্জে প্রবর্তিত একটি উদ্যোগ বর্তমানে ঢাকা, পিরোজপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, বাগেরহাট ও নওগাঁয় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নমনীয় ঋণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে ষাট বা তদূর্ধ্ব বয়সী অসচ্ছল প্রবীণদের কর্মমুখীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় ২০১৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হিজড়াদের পুনর্বাসন করা হয়।

লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরে ৮টি ইউনিয়ন এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইরে ১১টি ইউনিয়নে 'সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ (লোকমোর্চা প্রকল্প)' শীর্ষক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সুপেয় পানির সংকট মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে ২০টি সুপেয় পানির প্ল্যান্ট পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, উপকূলে লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য বিনামূল্যে ২,০০০ পানির ট্যাংক বিতরণ করা হয়েছে।

শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার দরিদ্র কিশোরী ও নারী এবং মাদকাসক্ত, বেকার ও বিপথগামী কিশোর-যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে লিফ্‌ট কর্মসূচি।

কর্মসূচির আওতায় দিনাজপুরে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দলিত শ্রেণির সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডভিত্তিক আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিজ দিনমজুরদের আগাম শ্রম ও আগাম ফসল বিক্রি প্রতিরোধে বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লিফ্‌ট কর্মসূচি-অর্থায়িত কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে লোকজ সংস্কৃতি, জীবিকা, সামাজিক সমস্যার সমাধান, আবহাওয়া, দুর্যোগ মোকাবেলা, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্যনির্ভর, শিক্ষণীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। কর্মসূচির আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেডিও মহানন্দা, চট্টগ্রামে রেডিও সাগরগিরি, ঝিনাইদহে রেডিও ঝিনুক, গাইবান্ধায় রেডিও সারাবেলা, ঢাকায় রেডিও সজাগ, নোয়াখালীতে রেডিও সাগরদ্বীপ ও ভোলায় রেডিও মেঘনা-তে অর্থায়ন করা হয়েছে।

LRL বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

'নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)' -এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে দেশের গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র কৃষকদের কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান রেখে জনগণের জীবন ও জীবিকাকে একসূত্রে গ্রথিত করার সাধারণ কৌশল বাস্তবায়নে বহুমুখী প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ঘোষিত ৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ।

এই অর্থ ব্যবহার করে পিকেএসএফ 'কোভিড-১৯' এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা; প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক একটি বিশেষায়িত ও নমনীয় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বিশেষ এই ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ দ্রুততম সময়ে নীতিমালা অনুমোদনের পাশাপাশি নির্বাচিত ১১০টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে মোট ২৫০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করে। তৃণমূল পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ তথ্য ও হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং সার্বক্ষণিক তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর একটি কমিটি গঠন করা হয়।

অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার ন্যায় 'কোভিড-১৯' জনিত বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রেও পিকেএসএফ সারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা পাওয়ার বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সে লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিরূপণপূর্বক দ্রুত ঋণ বিতরণে সক্ষমতা সম্পন্ন সহযোগী সংস্থাগুলোকেই এই ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়।

অতিমারির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা; প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুব; বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিক অর্থাৎ পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত খানা ও উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী এবং 'জাগরণ', 'অগ্রসর', 'বুনিয়াদ' ও 'সুফলন' এর আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ অনগ্রসর মানুষদের এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিশেষ এই ঋণের ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা নির্বিশেষে পিকেএসএফ পর্যায়ে সার্ভিস চাজের হার ৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)' কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের হার ২৪% হতে হ্রাস করে সর্বোচ্চ ১৮% নির্ধারণ করা হয়।

প্রচলিত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতাদেরকে গৃহীত ঋণের অর্থ এক বছরের মধ্যে পরিশোধের নিয়ম রয়েছে। তবে এই ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতাগণ দুই বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ঋণগ্রহীতাগণ তাদের সুবিধামত সময়ে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক এমনকি এককালীন ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন।

প্রণোদনা তহবিলের প্রথম কিস্তির ২৫০ কোটি টাকা পিকেএসএফ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সহযোগী সংস্থার মাঝে বিতরণ করেছে।

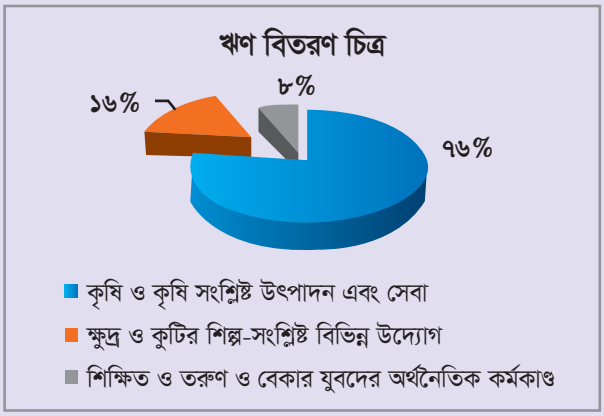

অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাগুলোও ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৮৪০০০ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে প্রায় ২৭৩ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করেছে। মাঠ পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ৭৬%, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মাঝে ১৬% এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবদের মাঝে প্রায় ৮% বিতরণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ের সার্বিক ঋণস্থিতি ২৪০.৩৫ কোটি টাকা এবং নিয়মিত ঋণ আদায়ের হার প্রায় ১০০%।

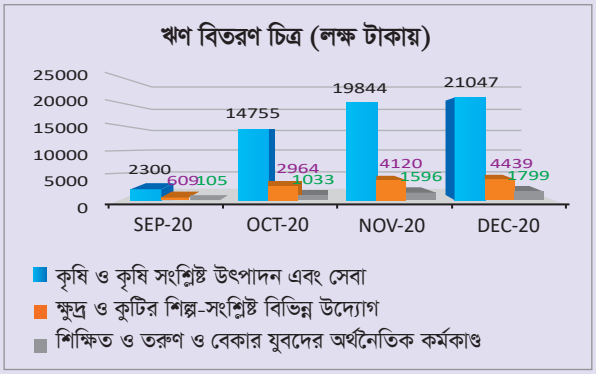

মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার নিরিখে সহযোগী সংস্থাসমূহ এই ঋণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে; তবে তা ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। স্বল্প সুদের এই নমনীয় ঋণ দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনে লক্ষণীয়ভাবে সহায়ক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বৈশ্বিক এই মহামারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ সরকারের নিকট হতে বর্ধিত অনুদান সহায়তা চেয়েছে।

দেশের ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা পুনরুজ্জীবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা সহায়তায় পরিচালিত বিশেষ এই ঋণ কার্যক্রম দরিদ্রদের মাঝে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছে এবং আবারো তারা ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তাদের সামনে আজ উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা।

কুয়েত গুডউইল ফান্ড কর্মসূচি

কুয়েত গুডউইল ফান্ড (কেজিএফ) কর্মসূচি কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট-এর অনুদান সহায়তায় ২০১১ সাল থেকে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম। ইসলামী দেশসমূহের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কুয়েতের মহামান্য আমীর কর্তৃক "কুয়েত গুডউইল ফান্ড" গঠন করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত সদস্যদেরকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ক. কারিগরি কার্যক্রমের সাথে টেকসই কৃষি বিষয়ক আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন, খ. ফসল সংগ্রহের সময়কালের সাথে সম্পর্ক রেখে নমনীয় ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি উন্নয়ন এবং গ. টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৫৬ কোটি টাকা এবং কারিগরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩.৪ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১৫৯.৪০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমানে দেশের ১৮টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত ২৯টি জেলার ৭৯টি উপজেলায় কেজিএফ কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৩৮টি সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ১৫৩টি শাখায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঋণ সহায়তা: কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১১ সালের জুন থেকে ১২,৭৫০টি দলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬,৫৭,৩০০ সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৪% মহিলা। এসব সদস্যের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৩৩.১৫ কোটি টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১,৯৫২.৬৬ কোটি টাকা। বর্তমানে ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৫৭.৫৮ কোটি টাকা এবং আদায় হার শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৪৯% ফসল উৎপাদন, প্রায় ৩৬% গরু মোটাতাজাকরণ ও অন্যান্য প্রাণিপালন এবং অবশিষ্টাংশ মৎস্য চাষ এবং অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে বিতরণ করা হয়েছে।

সদস্য ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ: জুন ২০২০ পর্যন্ত কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মোট ৯৭,৫০০ সদস্যকে ফসল চাষ (৬২%) এবং মৎস্য (১০%) ও প্রাণিপালন (২৮%) বিষয়ক সাধারণ এবং উন্নত মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন ও ব্যবস্থাপনা, ফলগাছের অঙ্গজ বংশ বিস্তার ও ব্যবস্থাপনা, আম বাগান ব্যবস্থাপনা এবং আমের পোকা ও রোগ দমনে বিচক্ষণ বালাইনাশক প্রয়োগ কৌশল বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার প্রায় ৪,২০০ কর্মকর্তাকে কেজিএফ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল, মৌলিক কৃষি এবং কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি হালনাগাদকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই কর্মসূচির ২৬০ জন কারিগরি কর্মকর্তাকে আধুনিক ধান, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, উন্নত মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই দমন ও জৈব সার ব্যবস্থাপনা এবং গ্রীষ্মকালীন টমেটো, সীম ও পেঁয়াজ উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রযুক্তি বিস্তরণ: কেজিএফ কর্মসূচি থেকে নির্দিষ্ট এলাকা উপযোগী, পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং ব্যয়সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষক পর্যায়ে ৬,৬০০টি (ফলাফল ১,৪৪০, ব্লক ১,৪৮০ এবং পদ্ধতি ২,৬৮০) প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচি বহির্ভূত কৃষকদের মাঝে উক্ত প্রযুক্তিগুলোর অভিঘাত সৃষ্টির লক্ষ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত প্রদর্শনী মাঠে ৪০০টি মাঠ দিবস এবং নতুন প্রযুক্তি সম্বন্ধে কৃষকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি ও বিস্তারের লক্ষ্যে ৮০টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন করা হয়েছে।

উপকরণ/যন্ত্রপাতি বিতরণ: ধান চাষে ইউরিয়া সাশ্রয়ের জন্য গুটি ইউরিয়া ব্যবহার, সেচের পানি সাশ্রয়ে পোরাস পাইপ ব্যবহার, নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার এবং আমের রোগ ও পোকামাকড় দমনে বিচক্ষণ বালাইনাশক ব্যবহার ইত্যাদি কমিউনিটিভিত্তিক প্রযুক্তিগুলো মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে গুচ্ছাকারে সহযোগী সংস্থার সদস্য ও সদস্য বহির্ভূতদের মাঝে উক্ত কর্মসূচি থেকে ৬৩০টি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, ৮০০টি পোরাস পাইপ, ১,০০,৮০০টি ফেরোমন ফাঁদ ও লিউর এবং আনুষঙ্গিক উপকরণসহ ৩৮০টি পাওয়ার স্প্রেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

কেজিএফ কর্মসূচির আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের ধারা

নির্দেশক	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	মোট/গড়
ক্রমপুঞ্জিভূত সদস্য খানার সংখ্যা	১৫৫০০	৩১০০০	৩২৪০০	৬৫২০০	৮৬৬০০	১১৪৫০০	১০৪৮০০	১৩৮৬০০	৬৮৭০০	৬৫৭৩০০
মহিলা সদস্যদের অনুপাত (%)	৬৫	৬৯	৬৯	৭১	৭৩	৭৬	৭৮	৮২	৮১	৭৪
ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	৪৫.২২	৮৪.৩৯	৯৪.৭৫	১৬৭.৭৮	২৮৮.২৫	২৯৪.৯৮	৩২৮.৯১	৩৩৭.৮৭	৩১০.৫১	১৯৫.২৭
ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়)	৪২.৭৭	২৬.৩২	৮৩.৫৪	৩৯.৯০	৩২.৯৬	২১.৮৪	৯.০৫	৮.৬৯	৮.৬০	১৫৭.৫৮
সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকায়)	২.৭৮	২.৯৩	৩.১১	২.৫৯	১০.৩৩	৩.৭০	৪.৫০	১.০৫	১.৯১	৩৩.১৫
ঋণ আদায় হার (%)	১০০	৯৯.৩০	৯৯.৫০	৯৯.৪০	৯৯.৬০	৯৯.৭০	৯৯.৭০	৯৯.৭০	৯৯.৩২	৯৯.৬০
বিতরণকৃত ঋণের অনুপাত (ফসল: প্রাণিসম্পদ: মৎস্য)	২৪:৫৪:২০	৪২:৪১:৯	৪৫:৪০:৮	৫০:৩৬:৯	৫৬:৩১:৯	৫৯:৩০:৯	৫৬:৩১:৯	৫৭:৩১:৯	৫৯:৩০:৯	৪৯:৩৬:১০

আবাসন ঋণ কর্মসূচি

পিকেএসএফ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় নিজস্ব তহবিল হতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে আবাসন ঋণ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচি ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় ৫৬টি শাখার আওতাধীন কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ২৩৫.৪০ মিলিয়ন টাকা আবাসন ঋণ গ্রহণ করে ৮৯৪টি পরিবার তাদের বাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করেছে। ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বাড়ি নির্মাণের ফলে প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের কর্মদক্ষতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবাসন: সংস্থাওয়ারি ঋণগ্রহিতার সংখ্যা ও বিতরণ

ক্র: নং	সংস্থা	ঋণগ্রহিতার সংখ্যা		বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ	
		২০১৯-২০	জুন'২০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	২০১৯-২০	জুন'২০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
১	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	১০১	১৪৫	১৪২২০০০০	১৯৫২০০০০
২	ইএসডিও	৬৬	৯১	২৭১০০০০০	৩২৬৫০০০০
৩	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	৪৪	৪৫	১১৪০০০০০	১১৭০০০০০
৪	হীড বাংলাদেশ	৪৭	৪৯	১০৪৮০০০০	১০৭৩০০০০
৫	রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	২২	৫৪	৬৪৪০০০০	১০০০০০০০
৬	জাকস ফাউন্ডেশন	৫০	৬৫	১৫৬০০০০০	১৯৬০০০০০
৭	শতফুল বাংলাদেশ	২৯	৫৭	৭৫০০০০০	১৬৭৫০০০০
৮	টিএমএসএস	৩৫	৬২	৯৪৫০০০০	১৫৮০০০০০
৯	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	৩২	৭৩	৯২২৫০০০	২১১০০০০০
১০	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (ডিজেইউএস)	৩৪	৬২	১৪৭৫০০০০	২০১০০০০০
১১	ঘাসফুল	২১	৩৫	৬৭০০০০০	১০৮৫০০০০
১২	পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	২৫	৩৬	১৩০০০০০	১১৯০০০০০
১৩	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	৭	৪১	২১০০০০০	১২৪০০০০০
১৪	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা)	৩৯	৪৪	১০৮৭০০০০	১২১২০০০০
১৫	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	২৭	৩৫	৮১৫০০০০	১০১৫০০০০
	মোট =	৫৭৯	৮৯৪	১৬৩২৮৫০০০	২৩৫৩৭০০০০

মাসিক ঋণ বিতরণ ২০১৯-২০ (কোটি টাকা)

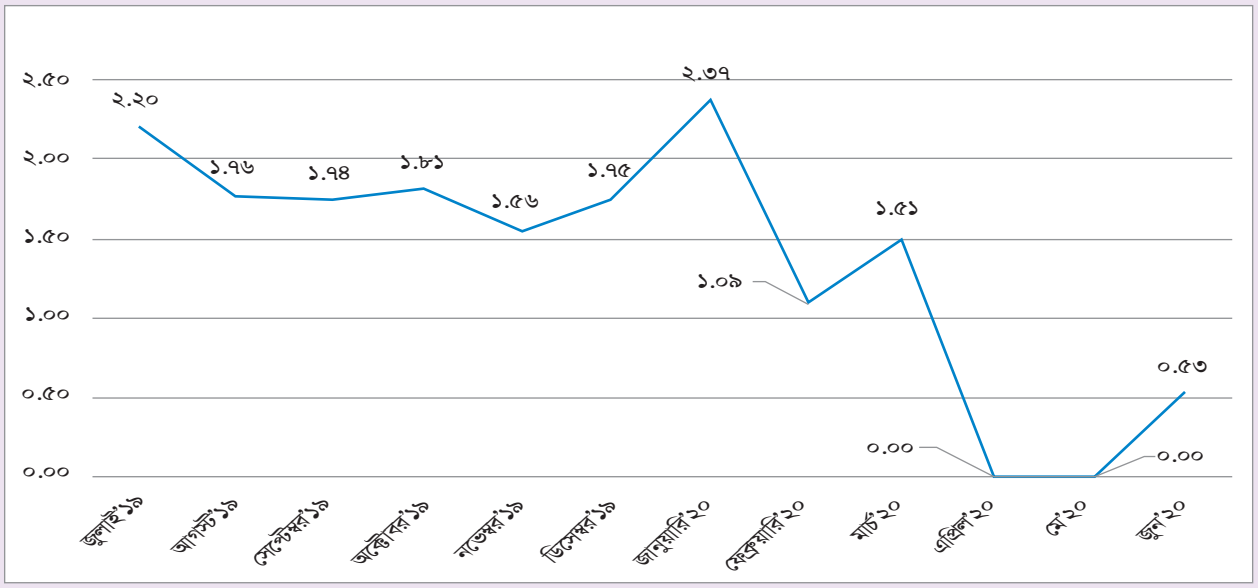

কর্মসূচি সহায়ক তহবিল

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু এর বাইরে বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতার বাইরে সদস্য ও পিকেএসএফ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য ২০১১ সালের ৩০ জুন পিকেএসএফ পর্ষদ কর্তৃক 'কর্মসূচি-সহায়ক তহবিল' শীর্ষক একটি তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিলে জুন ২০২০ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে ২২৫.০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে এবং তহবিলের ব্যাংক সুদ বাবদ আয় হয়েছে ১৬৩.৫৩ কোটি টাকা। এই আয় হতে ২৪.৭৭ কোটি টাকা মূল তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বর্তমানে এই তহবিলের আকার দাঁড়িয়েছে ২৪৯.৭৭ কোটি টাকা। আয়ের অবশিষ্ট ১৩৮.৭৬ কোটি টাকা হতে এ পর্যন্ত ১০৬.৮৬ কোটি টাকা সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি

এই তহবিল হতে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম হল শিক্ষাবৃত্তি প্রদান। 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল'-এর আওতায় প্রতিবছর দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত দরিদ্র সদস্যগণের মেধাবী সন্তানদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার শিক্ষারত সন্তানরা এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। এসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে আগ্রহী করে তোলা, শিক্ষার পথ সুগম করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। তহবিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৬,১৩২ জন শিক্ষার্থীকে প্রায় ৩৪.২৩ কোটি টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রতিজন শিক্ষার্থীকে বার্ষিক এককালীন ১২,০০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' হতে প্রথম দফায় ৩,৩৪৭ জন এবং দ্বিতীয় দফায় ২৬৫৩ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে অর্থাৎ সর্বমোট ৬,০০০ জন শিক্ষার্থীকে ৭.২০ কোটি টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সহায়তা

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে 'সুইড বাংলাদেশ'। এই কর্মকাণ্ড আরো বেগবান করতে কর্মসূচি সহায়ক তহবিলের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা ডাক দিয়ে যাই-এর মাধ্যমে সুইড বাংলাদেশ-এর অনুকূলে ৫০ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এককালীন ৬,০০০ টাকা করে ৩.০ লক্ষ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ তহবিল

পিকেএসএফ দেশের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক ও মানবিক কারণে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উত্তরণের সাহায্যার্থে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সালে বিশেষ তহবিল গঠন করে। এটি পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে গঠন করা হয়। এই তহবিলের আওতায় দুঃস্থ এবং অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মীগণকেও সহায়তা করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি বিশেষ তহবিলের আওতায় জমাকৃত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে অনুদান মঞ্জুর করে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক ও মানবিক কারণে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও উত্তরণে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান; বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমষ্টিগত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান। যেমন, সংকটকালে জরুরিভিত্তিতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা; রাস্তা, কালভার্ট বা সেতু মেরামত ও এ ধরনের যে কোন অবকাঠামো সংস্কার।
- সহযোগী সংস্থার অতিদরিদ্র সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য বৃত্তি/আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক/পণ্য সহায়তা প্রদান।
- কঠিন বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং চিকিৎসা চালিয়ে যেতে অসমর্থ ব্যক্তিদের আর্থিক/পণ্য সহায়তা প্রদান।

বিশেষ তহবিলের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৬ জন ব্যক্তির অনুকূলে মোট ২২.৭৮ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

- ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ৪,৫৮,০০০ টাকা;
- চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে ১৭,৭০,০০০ টাকা;
- জীবিকা সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫০,০০০ টাকা।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সংযুক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠন এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থাৎ শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ লালন এবং ক্রীড়ামনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরির ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেয়া হয়। দেশের ৫৮টি জেলার ৩৩৯টি উপজেলায় নির্বাচিত ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৯৩০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রায় ৭.৫৬ লক্ষ শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মূল্যবোধ উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, ভাষা চর্চা, পরিবেশ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়কালে কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৫৯৭০টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে চলতি বছরে ১.৮৩ লক্ষ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শুরু থেকে এ যাবৎ ২১,১৯১টি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।

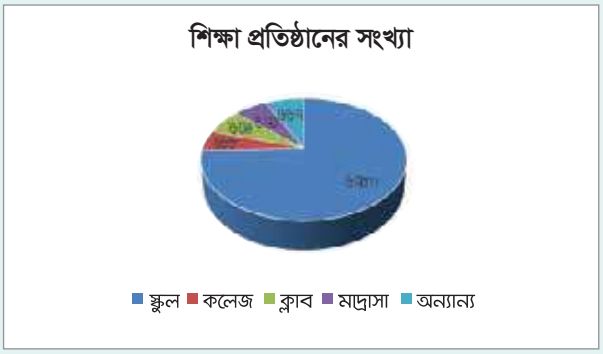

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো সামাজিক অনাচার ও অপরাধ যেমন সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি, নারীর প্রতি সহিংসতা, মাদক গ্রহণ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। এই লক্ষ্যে, শহর ও গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোরদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, আত্মবিশ্বাস, একতা ও নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা এবং শুদ্ধাচার চর্চা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বইপড়া, রচনা, প্রবন্ধ, গল্প বলা ও লিখা, দেয়াল পত্রিকা, ছবি আঁকা, সুন্দর হস্তলিপি, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, লোক ও আঞ্চলিক সঙ্গীত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। এছাড়া সুস্থ-সবল শরীর গঠনের জন্য কাবাডি, ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, মিনি ম্যারাথন এবং সাইক্লিং আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দেয়াল পত্রিকা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'কিশোর-কিশোরীদের চিন্তায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় যেমন, আমাদের স্কুল, আমাদের পড়াশোনা, আমাদের ফসল, উন্নয়নের চিন্তাভাবনা এবং ভবিষ্যতে আমাদের দেশটিকে কোথায় দেখতে চাই-- শীর্ষক গদ্য রচনায় অংশগ্রহণ করে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। যা সমৃদ্ধি কর্মসূচির একটি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের সকল বিভাগের ৬১টি জেলার ২১৮টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়নসমূহে ২,০৬,৫৯৬ জন নারী ও ১,৯৯,২০৪ জন পুরুষ অর্থাৎ মোট ৪,০৫,৮০০ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচির আওতায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের কল্যাণে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো: ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন, পরিপোষক ভাতা প্রদান, জীবন সহায়ক উপকরণ বিতরণ, মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, আইজিএ প্রশিক্ষণ, প্রবীণদের জন্য ঋণ কার্যক্রম, প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯,৪০০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে পরিপোষক ভাতা হিসেবে ১০.০৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রবীণদের ১৬,৮৫৫টি কম্বল, ৬,০৩৫টি লাঠি, ৩৯২টি হুইল চেয়ার, ১২২টি ছাতা, ১০২টি কমোড চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে মোট ৩৩,৮৪৮টি কম্বল, ১,১৮,৬১১টি লাঠি, ৮৮১টি হুইল চেয়ার, ৬,২৮৯টি ছাতা, ৫,৬২২টি কমোড চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩,০৪৩টি পরিবারকে মৃতের সৎকারের জন্য দুই হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মৃতের সৎকারে ৭,৮২৩টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে 'প্রবীণ অধিকার মঞ্চ বাংলাদেশ'-এর দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। একটি প্রবীণবান্ধব সমাজ গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ কর্মসূচির আন্তঃসম্পর্কিত বিষয় হিসেবে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে এই মঞ্চ গঠিত হয়।

কৈশোর কর্মসূচি

২০১৯ সালের জুলাই হতে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত কর্মসূচির আওতায় কৈশোর কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নির্বাচিত ৬৯টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে মোট ১২৭৫টি ক্লাব এবং ৯৮২টি স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্রায় ১.৫২ লক্ষ কিশোর-কিশোরী এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড এই ৪টি পরিসরে ক্লাবগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্লাব ও স্কুল ফোরামগুলো সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় যেমন: নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন

এই কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০ সালে এ সংক্রান্ত ২৯৪২টি কর্মকাণ্ডে ১,৫৫,৯২৯ কিশোর-কিশোরী অংশ নেয়। সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন জেলায় সহযোগিতা কর্ণার স্থাপনের মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের জন্য শীতবস্ত্র ও অন্যান্য পোশাক সংগ্রহ ও বিতরণ করে থাকে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশের কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলি ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক পরে ক্লাবের সদস্যরা এই ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেছে। ভাইরাস ধ্বংস করতে সাবান পানি দিয়ে স্বল্পমূল্যে সোপি ওয়াটার তৈরির পদ্ধতি শিখিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলি ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসকালীন স্থানীয় জনগণকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহ করেছে।

দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন

কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্থাগুলো নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এছাড়া কিশোর কিশোরীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়।

সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য অর্জন, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোধ গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬১,১০০ কিশোর-কিশোরীকে রক্তচাপ পরিমাপ ও ডায়াবেটিক পরীক্ষা পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো হয়েছে। এছাড়া এ যাবৎ ১১,৭৮০ কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। কিশোরীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কিশোরী ক্লাব এবং স্কুল ফোরামের সদস্যদের মধ্যে ১৪,০৭৯ প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড

কর্মসূচির আওতায় ক্লাবের সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং দৈহিক সুস্থতার জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী যেমন: কেরাম, দাবা, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল বিতরণ করা হয়। বিগত বছরে মোট ১৬৪৮টি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ সকল কার্যক্রমে ৪১,৪৪৬ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করেছে।

গবাদিপ্রাণি সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি খাতে ঋণ সহায়তার পাশাপাশি গবাদিপ্রাণির অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণে প্রাণিসম্পদ খামারিদের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। এই সকল সেবাসমূহ ভবিষ্যতে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর 'ঝুঁকি প্রশমন' শাখা কর্তৃক 'গবাদিপ্রাণি সুরক্ষাসেবা কার্যক্রম' বিগত জুলাই ২০১৯ হতে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। গবাদিপ্রাণি সুরক্ষা সেবা কার্যক্রমটি আরো সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-র আর্থিক সহায়তায় 'Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services' শীর্ষক একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পিকেএসএফ দেশব্যাপী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাণিসম্পদ খাতের ১৫০,০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তোলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও বিভিন্ন প্রাণির অসুস্থতাজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া গবাদিপ্রাণি সুরক্ষা সেবা কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রসারণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবা টেকসইভাবে বাস্তবায়নের মডেল উদ্ভাবন করা হবে। ৪ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য SDC মোট ৩.৪ মিলিয়ন CHF (প্রায় ২৮.৯২ কোটি টাকা) অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি

পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পাঁচটি জেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় ৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ২.২৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় এই অর্থায়নের মাধ্যমে কৃষক উদ্যোক্তা ও সহযোগী সংস্থাসমূহ কম্বাইন হার্ভেস্টার, বীজ রোপণ যন্ত্র (ট্রান্সপ্লান্টার), ধান কাটার রিপার ও মাড়াই যন্ত্র, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ফিস ফিড প্রসেসর ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করছে। এসব যন্ত্র ব্যবহার করে ফসল রোপণ ও উত্তোলনের ব্যয় অনেকাংশে কমে এসেছে। কৃষি শ্রমিকের সংকটের মধ্যেও কম্বাইন হার্ভেস্টার ব্যবহার করে কম সময়ে ধান কাটা, মাড়াই ও প্যাকেটজাত করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারের বাধাসমূহ চিহ্নিত করে এসব উত্তরণে পিকেএসএফ-এর ঝুঁকি প্রশমন শাখা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ একত্রে কাজ করছে।

IRMP প্রকল্প

দরিদ্র মানুষদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদি The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) প্রকল্প অক্টোবর ২০১৯ হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবনের পাশাপাশি এসব সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবনে কাজ করা হবে। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত কর্ম-এলাকা রংপুর বিভাগে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় বন্যাপ্রবণ এলাকা, খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকা, সিলেট বিভাগের প্লাবন-সমভূমি (হাওর) এবং রাজশাহী বিভাগের খরাপ্রবণ এলাকা।

২১ ডিসেম্বর ২০২০ IRMP প্রকল্পের প্রারম্ভিক সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় Ms. Chieko Yokota, Director, Office for Gender Equality and Poverty Reduction, JICA সহ JICA প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা অফিসের প্রতিনিধিগণ এবং প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত JICA Expert Team-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসডিজি এবং পিকেএসএফ

সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এবং তাদের ভূমিকার বাইরে দেশের বৃহত্তর পরিসরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা এবং পারস্পরিক সমন্বয় বিধানের নিমিত্ত পিকেএসএফ ২০১৭ সালে "জনতার কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন জোরদারকরণ" শীর্ষক একটি প্লাটফর্ম গঠন করে। এই ফোরাম তিনটি কমিটির সমন্বয়ে কাজ করে: উপদেষ্টা পর্ষদ, পরিচালনা পর্ষদ এবং কার্যকরী পর্ষদ। ২২ জুলাই ২০১৯ প্ল্যাটফর্মের কার্যকরী কমিটির একটি সভা এবং ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পরিচালনা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বহিঃফোরামে পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধিত্ব

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে পিকেএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। এজন্য পিকেএসএফ সরকারি বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ করে।

- ১০ অক্টোবর ২০১৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় পিকেএসএফ-এর এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড উপস্থাপন।
- ২৪ অক্টোবর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটে এসডিজি ওয়ার্কিং টিমের সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২১ নভেম্বর ২০১৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮ ও ১০ এর ওপর কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৮ ও ১০ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড উপস্থাপন।
- ২৭-২৮ নভেম্বর ২০১৯ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত এসডিজি অভীষ্ট-১৫ বিষয়ে কর্মশালা।
- ০৪ মার্চ ২০২০ জিইডি-তে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' শীর্ষক ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশীদার বৈঠক।
- ১৯ মার্চ ২০২০ জিইডি-এ এসডিজি অভীষ্ট-১০ সংক্রান্ত স্বেচ্ছা জাতীয় পর্যালোচনা প্রস্তুতি বিষয়ক বৈঠক।
- ০১ জুন ২০২০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিএনআর চূড়ান্তকরণের সভা।

কর্মশালা/আলোচনা সভা

- ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'এসডিজি-৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ' শীর্ষক সেমিনার।
- ২৫ জুলাই ২০২০ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২০'-এ বাংলাদেশের মূল্যায়ন ও এসডিজি বাস্তবায়নে কোভিড-১৯ এর প্রভাব শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন।

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ে দিনব্যাপী তিনটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। প্রথম প্রশিক্ষণটি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি সহযোগী সংস্থার ২৮ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

২০ জুন ২০২০ অনুষ্ঠিত 'সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী এই ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০টি সহযোগী সংস্থার ৪৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ১২ নভেম্বর ২০২০ তৃতীয় প্রশিক্ষণ অধিবেশন একই বিষয়ে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০টি সংস্থার বিভিন্ন স্তরের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসডিজি বাস্তবায়ন সহায়ক কর্মকাণ্ডের তথ্য: প্রাথমিক বিশ্লেষণ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়ক সহযোগী সংস্থার কর্মকাণ্ড জানার জন্য পিকেএসএফ-এর এসডিজি সেল জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সময়ে প্রায় ১০০ সহযোগী সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

৮৯টি সহযোগী সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রাথমিকভাবে দেখা যায়, বড়-মাঝারি-ছোট সকল সংস্থা অভীষ্ট-১ দারিদ্র্য বিলোপ সম্পৃক্ত কাজ করে। এরপরেই সবচে' বেশি সংখ্যক (৬৬.২৯ শতাংশ) সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ বাস্তবায়ন সহায়ক কাজ করে। বড় সহযোগী সংস্থাসমূহ তুলনামূলক অধিক হারে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সহায়ক কাজ করে। প্রায় ৫৫.০৬ শতাংশ সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। প্রায় ৭৩ শতাংশ বড় সংস্থা, ৬৮ শতাংশ মাঝারি সংস্থা এই অভীষ্ট অর্জনে কাজ করলেও ছোট সংস্থাগুলোর মাত্র ২৩.৩৩ শতাংশ এই অভীষ্ট সহায়ক কাজ করে। প্রায় ৬৩ শতাংশ সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা, ৪৭.১৯ শতাংশ অভীষ্ট-৫ লিঙ্গ সমতা, ৪০.৪৫ শতাংশ অভীষ্ট-৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ১৫.৭৩ শতাংশ অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস এবং ২৪.৭২ শতাংশ সহযোগী সংস্থা অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজন সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। সবচেয়ে কম সংস্থা অভীষ্ট-১৪ জলজ জীবন, অভীষ্ট-১৫ স্থলজ জীবন, অভীষ্ট-১০ অসমতা হ্রাস এবং অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনপদ সহায়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

৮৯টি সহযোগী সংস্থা দারিদ্র্য নিরসনে পরিচালিত ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমকে তাদের বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারপরে ৫৬টি সংস্থা 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিকে এবং ৩৫টি সংস্থা স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

নৈতিকতা
উন্নয়ন
অতিদারিদ্র্য
মূল্যবোধ
উদ্যোগ
সমতা
পুনর্বাসন
দারিদ্র্য
মানবমর্যাদা
সক্ষমতা
সম্পদ
পুঁজি
সাম্য
টেকসই
আয়বৃদ্ধি
নৈতিকতা
মূল্যবোধ

প্রকল্পসমূহ

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগসমূহ ঠিকঠাক চললেও, জীবনের ওপর হঠাৎ করে আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ-আপদ। আইলা, আমফান, নদীর ভাঙন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হুমকি হয়ে দেখা দেয় দারিদ্র্যসীমার মানুষদের জন্য। নিয়মিত কর্মসূচি ও প্রকল্পের মধ্যে পাওয়া যায় না সঠিক উত্তর। এজন্যই পিকেএসএফ-এর আপৎকালীন কর্মসূচি।

SEIP প্রকল্প

দেশের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া দরিদ্র পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কো-অপারেশন-এর যৌথ আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ ২০১৫ সাল হতে দেশব্যাপী স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের নানান অঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা তাদের কাছাকাছি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা পরিচালিত বিবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা অর্জন করছেন। তারা অনেকেই বিভিন্ন কারখানায় এমনকি বিদেশে চাকুরিতে নিয়োগ পাচ্ছেন। অনেকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছেন।

SEIP প্রকল্পের জন্মলগ্ন থেকে ২টি ধাপের আওতায় ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের ৩১টি জেলায় ১৭টি ট্রেডে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ২টি ধাপে মোট ১৯,৭৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে, প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ১৭,৫০৭ জন প্রশিক্ষণার্থী। কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন ১২,৮৩৩ জন তরুণ, যা মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর শতকরা ৭৩%।

ধাপ	লক্ষ্য	নিবন্ধন			সনদায়ন			কর্মসংস্থান		
		নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট
ধাপ-১ ও এ্যাডিশনাল ধাপ-১	১২৩৫০	১৮৫৩	৯৯৫৮	১১৮১১	১৮৩০	৯৮৪৩	১১৬৭৩	১৪৩৪	৭৬৭৮	৯১১২
ধাপ-২	১২০০০	১২৬৯	৬৬৮৮	৭৯৫৭	৯৩৪	৫৮৩৪	৫৮৩৪	৫৯৫	৩১২৬	৩৭২১
মোট	**২৪৩৫০**	**৩১২২**	**১৬৬৪৬**	**১৯৭৬৮**	**২৭৬৪**	**১৪৭৪৩**	**১৭৫০৭**	**২০২৯**	**১০৮০৪**	**১২৮৩৩**

আত্মকর্মসংস্থানে ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে অর্জন

পিকেএসএফ দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তৈরি ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কাজের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকল্পের আওতায় মৌলিক সাধারণ (Generic) শিক্ষাক্রম উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকালীন উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসায়িক দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, সফল উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নবীনদের উৎসাহ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ-উত্তরকালে তাদের নিয়মিত ফলো-আপের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে পিকেএসএফ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রারম্ভিক ঋণ বিতরণ শুরু করেছে। পিকেএসএফ ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, খুলনা, বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক মোট ১২৮ জন তরুণকে প্রায় ৭২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা প্রারম্ভিক ঋণ বিতরণ করেছে।

করোনাকালে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

COVID-19 মহামারির কারণে বর্তমানে সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান SDCMU কর্তৃক বিগত ১৮ মার্চ ২০২০ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়। ফলে পিকেএসএফ চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে।

এই সময়কালে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো:

(১) COVID-19 জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীর পরিবারকে সরকার অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত চলমান ব্যাচের মোট ১,৯৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিজনের ব্যাংক হিসাবে ৫,০০০/-টাকা করে মোট ৯৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রশিক্ষকদের সরকার কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় বেতন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

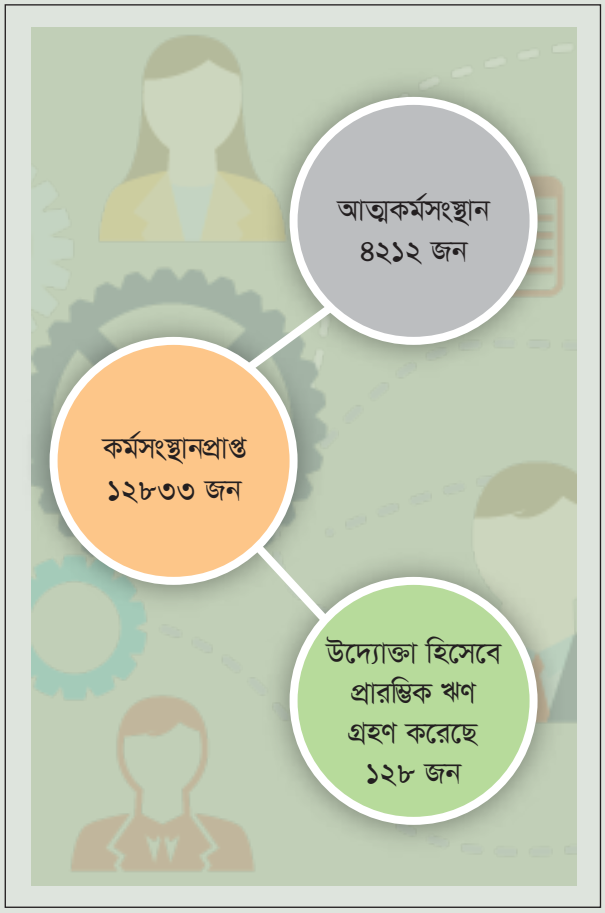

PACE প্রকল্প

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৫ হতে "প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ছয় বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হচ্ছে ৯২.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইফাদ অর্থায়ন করছে। বাকি অর্থের যোগান দিচ্ছে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা। এছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন বিপণনের জন্য ০.৩৬ মিলিয়ন ডলার কোরিয়ান গ্র্যান্ট তহবিল হতে অনুদান সহায়তা পাওয়া গেছে।

PACE প্রকল্পটি কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে (ক) ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদান (খ) ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও (গ) প্রযুক্তি স্থানান্তর -- এই তিনটি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক পরিষেবাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে উঠা ক্ষুদ্র উদ্যোগের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান করছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক সেবা

PACE প্রকল্পটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করতে 'অগ্রসর' কার্যক্রমে সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক ধারণা ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন তরুণদের জন্য 'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ' এবং বিভিন্ন উদ্যোগে 'ইজারা অর্থায়ন' আর্থিক সেবা পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩০০ জন উদ্যোক্তা এই আর্থিক সেবা গ্রহণ করেছেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের আওতায় ৪টি প্রধান খাতের (কৃষি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যবসা এবং সেবাখাত) অধীনে ১৫৬ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণে আর্থিক সেবার পাশাপাশি ভ্যালু চেইন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ১৫টি কৃষি ও ১৬টি অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে দেশের ৩৯টি জেলার ১৪২টি উপজেলায় ৭১টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে ২,৯৩,৯৯৯ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ বিভিন্ন উপখাতে ৭টি নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

ইকোলজিক্যাল ফার্মিং: ইকোলজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতিতে উৎপাদনের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শরীয়তপুর ও পাবনা জেলায় ৮০০০ প্রকল্প সদস্যের মধ্যে ভ্যালু চেইন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাগদা চিংড়ি চাষ: এর আওতায় খুলনা জেলার ১৫০০ উদ্যোক্তা/মৎস্য চাষী উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন, আধুনিক পদ্ধতিতে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে বাগদা চিংড়ি চাষ, মাটি ও পানি পরীক্ষা, মৎস্য চাষ সহায়ক সরঞ্জামাদি ব্যবহার বিষয়ে কারিগরি সহায়তা পাচ্ছেন।

উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় 'মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫৪৫ মৎস্যজীবী জেলে ও সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

ফুলের টিস্যু কালচার ল্যাব: সম্ভাবনাময় ফুল চাষ উপ-খাতের বিকাশে যশোরে স্থাপিত টিস্যু কালচার ল্যাবের আদলে ঢাকার সাভারে একটি টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবে বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে চারা উৎপাদন করা হচ্ছে।

বৈচিত্র্যময় জামদানি পণ্য উৎপাদন: দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শিল্পের বিকাশে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ উপজেলায় 'বৈচিত্র্যময় জামদানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ' শিরোনামে গৃহীত উপ-প্রকল্পের আওতায় ১,৩১৫ উদ্যোক্তাকে আর্থিক, কারিগরি এবং বাজারজাতকরণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারিগরদের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং জামদানি পণ্য উৎপাদনে প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

ইকো-ট্যুরিজম: ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার চর কুকরি-মুকরিতে ইকো-ট্যুরিজম শিল্প বিকাশে ২৫০০ সদস্যকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সার্ভিস প্রোভাইডার উন্নয়ন, সার্ভিস প্রোভাইডার ও সহযোগীদের ট্যুর অপারেটরদের প্রশিক্ষণ, এগ্রো-ট্যুরিজম ও হোম-স্টে সার্ভিস প্রদর্শনী, ভিলেজ রেস্তোরা প্রদর্শনী, সংযোগ কর্মশালা এবং বিভিন্ন প্রচার প্রচারণামূলক উদ্যোগ। এছাড়া, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও মিরসরাই উপজেলায় ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের বিকাশে ১০০০ উদ্যোক্তা ও সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৮ সাল হতে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি স্থানান্তর

PACE প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশ হতে লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তরে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৩টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ এবং কীটনাশক ও সার হিসাবে গোমূত্রের ব্যবহার বিষয়ক ৬টি নতুন প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

PACE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার ১৮৬ কর্মকর্তার জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

এসব প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ Value chain project design & management; Business management with focus on marketing and market development; Policy environment for private sector development; Small business and Microenterprise development এবং Designing Business Model and Exit Plans for Value Chain Interventions।

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় একটি "বার্ষিক ভ্যালু চেইন পর্যালোচনা কর্মশালা" এবং একটি "ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশালা" আয়োজন করা হয়েছে।

LICHSP প্রকল্প

পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) বিগত ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রকল্প (এলআইসিএইচএসপি)' যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন অংশ "শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট"-এর উদ্দেশ্য হলো শহরে বসবাসরত নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা মেটাতে আবাসন খাতে অর্থায়নের জন্য উপযুক্ত মডেল পরীক্ষা করা। অপরপক্ষে, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) এই প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত বসতিসমূহে জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়সহ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। ১৩টি শহরে পিকেএসএফ সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার শতভাগ (১০০%)। প্রকল্পটি শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কর্তৃক "Satisfactory" শ্রেণিতে মূল্যায়িত হয়েছে, যা পিকেএসএফ-এর জন্য একটি বিশেষ অর্জন।

জুন ২০২০ পর্যন্ত এই প্রকল্প হতে ৬২৭ মিলিয়ন টাকা গৃহঋণ গ্রহণ করে ২১৪৪টি পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেছে। তাদের জীবনমান, সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া কিছু সদস্য ঋণের টাকায় নির্মিত বাড়িতে বিবিধ গৃহভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে পরিবারের উপার্জনে ভূমিকা রাখছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শ্রমিক সমাজের একটি অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলআইসিএইচএসপি)

ক্র: নং	সংস্থা	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা		বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ	
		২০১৯-২০	জুন'২০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	২০১৯-২০	জুন'২০ (ক্রমপুঞ্জিভূত)
১	টিএমএসএস	৩২১	৭০২	৮৮৬০০০০০	১৯১১৩০০০০
২	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	১৩০	৩০৩	২৬৫১০০০০	৬১৯৬০০০০
৩	এনডিপি	১৬৯	৩৮১	৫২৭৩০০০০	১১৬০৫০০০০
৪	পিদিম	১০৩	২৬১	৩৪৯৭০০০০	৮৫৭২০০০০
৫	ইএসডিও	১৩৬	৩৬৪	৫০৮৫০০০০	১২৮৮৫০০০০
৬	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	৭২	৮২	২২৪৫০০০০	২৪৬০০০০০
৭	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (ডিজেইউএস)	৩৮	৫১	১৪৫৫০০০০	১৮৭৫০০০০
মোট =			২১৪৪	২৯০৬৬০০০০	৬২৭০৬০০০০

মাসিক ঋণ বিতরণ ২০১৯-২০ (কোটি টাকা)

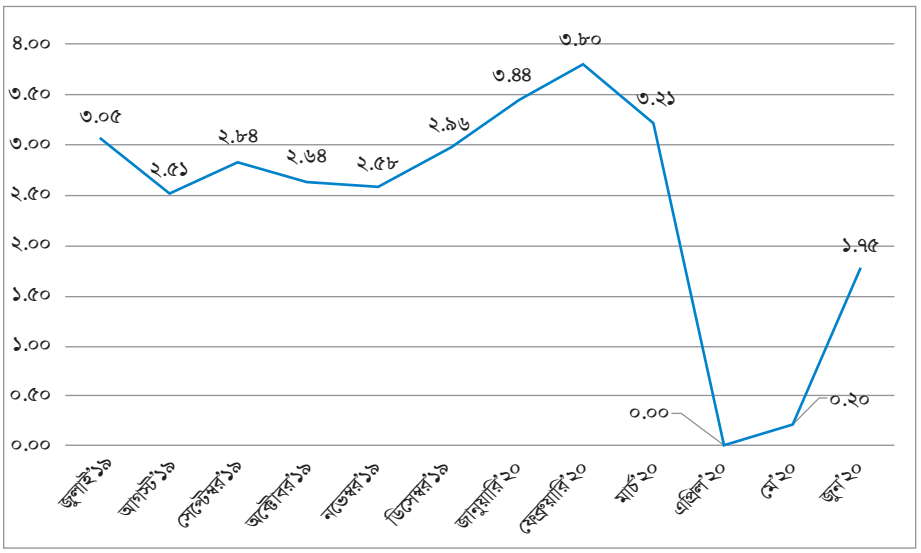

SEP প্রকল্প

দেশের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ছোট আকারের উদ্যোগে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন এবং বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আগস্ট ২০১৮ থেকে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতভুক্ত প্রধান জেলায় অবস্থিত প্রধান ব্যবসাগুচ্ছসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির মোট বাজেট ১৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থায়ন করা হবে ১১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ বহন করবে ২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩টি কম্পোনেন্ট রয়েছে।

কম্পোনেন্ট-১ (অনুদান ও নমনীয় ঋণ সহায়তা)-এর আওতায় ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক পরিবেশগত টেকসই সাধারণ সেবা সহায়তা এবং উন্নত বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের সুবিধা প্রদান, যার আওতায় মোট বরাদ্দ ২৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কম্পোনেন্ট-২ (অগ্রসর-এসইপি ঋণ সহায়তা)-এর আওতায় সহযোগী সংস্থাকে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের জন্য ৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রয়েছে।

কম্পোনেন্ট-৩ (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ব্যয়)-এর আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পাদন, নলেজ ম্যানেজমেন্ট এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ১৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৯টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৫৭৪.০ কোটি টাকা অনুমোদন এবং ৩১১.০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ২০টি সহযোগী সংস্থার পরিবেশবান্ধব ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় নতুন প্রযুক্তি, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইকোলজিক্যাল ফার্মিং, ফ্রুট ব্যাগিং, ইকো-টুরিজম, ইন্টারনেট অব থিংস, বায়োফ্লক ইত্যাদি পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের উপ-প্রকল্পসমূহে আধুনিক মেশিন প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে প্রধান বিক্রয় বাজারে নিয়ে যেতে পারে সে সহায়তা প্রকল্পের আওতায় দেয়া হচ্ছে।

কোভিড-১৯ হতে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্পর্কিত জরুরি সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয়ভাবে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, হাত ধোয়ার বুথ স্থাপন, এলাকাসমূহ জীবাণুমুক্তকরণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী যেমন মাস্ক বিতরণ, মোবাইলের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট তৈরি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তারা ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়াও এসইপি-এর আওতায় সকল সহযোগী সংস্থার ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাহায্যে উদ্যোক্তাদের অনলাইন মার্কেট প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে ফল (আম) এবং দুগ্ধজাত পণ্য উপখাতের উদ্যোক্তারা অনলাইনে তাদের পণ্য বিক্রি করেছেন।

২৩ হতে ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সর্বশেষ Virtual Implementation Support Mission অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী মিশনের wrap-up সভায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিকে "Satisfactory" হিসেবে উল্লেখ করেন।

এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো, হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচিতে ৪৩টি সহযোগী সংস্থার প্রায় তিন শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা, আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন, সনদায়নে সহায়তা, পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং পরিবেশসম্মতভাবে উদ্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সহায়তা করা হচ্ছে।

প্রসপারিটি প্রকল্প

বাংলাদেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের নিম্ন আয়ের বৃত্ত থেকে বের করে আনতে এবং মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সংযুক্ত করতে পিকেএসএফ 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল' বা প্রসপারিটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে প্রসপারিটি কর্মসূচি বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু চরম দুর্গম, অতিদারিদ্র্যপ্রবণ এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে তিস্তা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা।

যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট অফিস বা এফসিডিও (ভূতপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত ১০ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প দুই পর্বে বিভক্ত। প্রসপারিটি কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল:

- ২০ লক্ষ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন এবং
- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক/সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো শক্তিশালী করতে সহযোগিতা প্রদান।

এই কর্মসূচির ছয়টি মূল উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ, জীবিকায়ন, পুষ্টি ও গোষ্ঠী সংঘবদ্ধকরণ উপাদানসহ আরো তিনটি মূলস্রোতভিত্তিক বিষয়- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিবন্ধিতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গীয় সমতা বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের বাকি তিনটি উপাদান- বাজার উন্নয়ন, নীতি অধিপরামর্শ এবং জীবনচক্রভিত্তিক অনুদান বাস্তবায়ন করবে এফসিডিও-র মাধ্যমে গঠিত 'কর্মসূচি পরিচালনা ইউনিট (পিএমইউ)'।

এক বছরব্যাপী প্রারম্ভিক পর্বের সফল সমাপ্তির পর বর্তমানে কর্মসূচির পাঁচ বছর মেয়াদি মূল বাস্তবায়ন পর্ব শুরু হয়েছে। দুই মেয়াদের প্রতি মেয়াদে প্রসপারিটি কর্মসূচি থেকে প্রায় ২.৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানাকে (দশ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে) সেবা দেয়া হবে।

সেবা প্রদান কাঠামো স্থাপন ও মাঠ কার্যক্রম: কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট' বা (Project Implementation Unit - PIU) নামে একটি ইউনিট গঠন করেছে। কর্মসূচির প্রথম বছরে PIU ১৯টি সহযোগী সংস্থা নির্বাচনসহ কর্ম-এলাকার ১৫ জেলার ৪৩ উপজেলার ১৮৮টি ইউনিয়নে ১৫৮টি প্রকল্প ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

২০২০ সালের এপ্রিলে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে ১৭টি ইউনিয়নে কর্মসূচির পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নসহ একবছর মেয়াদি প্রারম্ভিক পর্ব সম্পন্ন হয় এবং ৩২০০০ অতিদরিদ্র খানাকে নির্বাচন করে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি অতিদরিদ্র খানাকে ৮৫০টিরও বেশি প্রসপারিটি গ্রাম সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়েছে। এই সদস্যরা এখন প্রসপারিটি কর্মসূচির জীবিকায়ন, পুষ্টি এবং গোষ্ঠী সংঘবদ্ধকরণ উপাদান এবং তিনটি মূলস্রোতভিত্তিক বিষয়ের অধীনে সেবা গ্রহণ করছেন। বর্তমানে প্রসপারিটি কর্মসূচি চলতি অর্থবছরের মধ্যে ২৫০,০০০ লক্ষ অতিদরিদ্র খানাকে প্রায় ৬৫০০ গ্রাম কমিটির মাধ্যমে সংগঠিত করে ঋণ ও অনুদানভিত্তিক সহায়তা-গুচ্ছের আওতায় আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রসপারিটি কর্মসূচির প্রারম্ভিক পর্বের শিখন সম্প্রচারের লক্ষ্যে বিগত ৯ ডিসেম্বর ২০২০ একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়।

অতিদরিদ্র খানার আয় বৃদ্ধি: কর্মসূচির জীবিকায়ন উপাদানের অধীনে প্রদত্ত সেবাগুলো অতিদরিদ্র খানার আয় ও ভোগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জীবিকায়ন সহায়তার অংশ হিসেবে অতিদরিদ্র সদস্যরা সেলাই ও বাঁশ-বেতের কাজসহ বিভিন্ন অ-কৃষিভিত্তিক কাজ, পুষ্টি-সংবেদনশীল এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, গবাদিপশু পালন এবং মাছ চাষ বিষয়ক সেবা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে গুচ্ছভিত্তিতে মাছের পোনা ও মাছ ধরার উপকরণ তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা যেমন, মৌসুমী রোগ থেকে রক্ষায় গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগিকে টিকা দেয়া হচ্ছে।

পুষ্টি সহায়তা: প্রসপারিটি কর্মসূচিতে পুষ্টি বিষয়ক প্রদত্ত সেবাগুলো জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতিতে দেয়া হয়। ইতোমধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মা, কিশোরী মেয়ে এবং সন্তান ধারণক্ষম নারী এবং বয়স্ক সদস্যরা স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। কর্মসূচির উদ্যোগে কর্ম-অঞ্চলে স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমেও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পুষ্টি-সংবেদনশীল সেবাগুলোর অংশ হিসেবে কর্মসূচির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'মা ও শিশু ফোরাম' এবং 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব' সহ বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে সবজি বাগান তৈরি করা ও আদর্শ রান্না পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে পাইলট ভিত্তিতে কিছু খানায় টেলিমিডিসিন সেবা দেয়া হয়েছে।

জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের আচরণগত পরিবর্তনে সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি এবং ঘূর্ণিঝড় আমফান-এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির প্রভাব মোকাবেলায় প্রসপারিটি কর্মসূচির পক্ষ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নাজুকতার বিবেচনায় প্রায় ৩০ হাজার অতিদরিদ্র সদস্যের জন্য ৩১ কোটি টাকা সমমূল্যের 'জরুরি সহায়তা কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়েছে। এই জরুরি কর্মসূচির আওতায় ১৭টি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী কেনার জন্য তিন মাস ৩০০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে, মোবাইল আর্থিক সেবা তথা বিকাশ, রকেট, নগদ এবং এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে এই নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সাইক্লোন আমফানে ভয়াবহভাবে বিধ্বস্ত অতিদরিদ্র সদস্যদেরকে কর্মসূচির অধীনে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা ও আনুলিয়া ইউনিয়নের ২৮০০ অতিদরিদ্র খানায় প্রায় ১০ লক্ষ লিটার খাবার পানি সরবরাহ করা হয়।

MDP প্রকল্প

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্রউদ্যোগে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র অর্থায়নে মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' প্রকল্পটি ২০১৯ সাল হতে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বর্তমানে পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭৭টি সহযোগী সংস্থার ২,৩৯৩টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের অ-আর্থিক সেবাসমূহের সাথে এই প্রকল্পের আর্থিক সেবা একীভূত করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিষেবার আওতায় এ যাবৎ ৩৭,৫৯১ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৪৮৮.৯২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে নারী ঋণগ্রহিতা শতকরা ৮৪ ভাগ। অর্থায়নকৃত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে ৩৬,৫৮৬ জন নারীসহ মোট ৯১,৩৪০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের সাথে বিভিন্ন প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন সহজীকরণ এবং তাদেরকে অর্থায়নের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন প্রযুক্তি (বিকাশ) পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩টি সহযোগী সংস্থার ২২,২২৯ জন ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাকে মোবাইল ফোনভিত্তিক আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ১১,৩৪৩ জনকে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি বিদেশ হতে রেমিটেন্স হিসেবে ঋণের কিস্তি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়াও চারটি ব্যবসাগুচ্ছে আর্থিক সেবার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ, ব্যয় সাশ্রয়ী সাধারণ সেবা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নপূর্বক ই-কমার্স/এফ-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারে পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য বিপণনের বিষয়ে এযাবৎ সহযোগী সংস্থার ৩৬ জন কর্মকর্তা এবং ১০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করে এর ওপর ৭৭টি সহযোগী সংস্থার ৭৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান পর্যায়ে প্রকল্পের সন্তোষজনক অগ্রগতি বিবেচনা করে এডিবি কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় আরও ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে।

স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ এবং ওয়াশ কর্মসূচি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs)-এর ৬-সংখ্যক লক্ষ্য হচ্ছে পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি তথা পানি সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করা। বিগত বছরগুলোতে জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের যোগান এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে বর্তমানে খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ২০০০ হতে ২০১৭ সালের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় উন্নত স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হার শতকরা ৩০ থেকে বেড়ে শতকরা ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এসডিজি ৬ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এখনো গ্রামীণ পর্যায়ে ওয়াশ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে যথোচিত অর্থায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের প্রসার ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ চাহিদানির্ভর কৌশল গ্রহণ করেছে।

স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর আর্থিক এবং বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় OBA Sanitation Microfinance Program শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তির পর ইউনিয়নভিত্তিক শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৭ সাল হতে স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ (এসডিএল) কার্যক্রম মূলধারার একটি ঋণ কার্যক্রম হিসেবে শুরু করে। এই কার্যক্রমের আওতায় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য উন্নত এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত জুন ২০২০ পর্যন্ত এসডিএল কার্যক্রমের আওতায় মোট ২৩,৮০,০০,০০০ টাকা ঋণ ছাড় করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ২১টি জেলায় ২২টি উপজেলার নির্বাচিত ৩১টি ইউনিয়নে ৪৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০২১ হতে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এসডিজির ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় 'নিরাপদে পরিচালিত' ওয়াশ পরিষেবাদি নিশ্চিত করা হবে। পিকেএসএফ-এর পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট খাত বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০২১-২৫ সাল। এই প্রকল্পে পিকেএসএফ অংশের বাজেট ৩২৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (IDA) এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ১৮৪.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়ন বাবদ ১৪৪.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নেগোসিয়েশন সভা

বিগত ২০ আগস্ট ২০২০ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদলের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিশ্বব্যাংকের পর্ষদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)-এর প্রতিনিধিদলের সাথেও এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নেগোসিয়েশন সভা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ অক্টোবর ২০২০ এআইআইবি পর্ষদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। নেগোসিয়েশন সভায় উভয় পক্ষ সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করেন এবং নেগোসিয়েশন প্যাকেজসমূহ চূড়ান্তকরণে সম্মতি প্রকাশ করেন।

প্রকল্পের কর্মএলাকা

এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেট বিভাগের ১৮টি জেলার ৭৮টি নির্বাচিত উপজেলায় প্রায় ৫২ মিলিয়ন খানার সদস্যরা নিরাপদে পরিচালিত ওয়াশ পরিষেবায় অভিগম্যতা পাবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর প্রায় ৫০টি সহযোগী সংস্থা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে একত্রে কাজ করবে।

প্রকল্পের খাতসমূহ: প্রকল্পটিতে ৫টি মূলখাত রয়েছে-

১. পানি সরবরাহ খাতে বিনিয়োগ
২. পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি খাতে বিনিয়োগ
৩. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ
৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা
৫. জরুরি ব্যবস্থা

বাড়িতে এবং জনবহুল স্থানে নিরাপদে পরিচালিত ওয়াশ পরিষেবায় আরও উন্নত অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস তৈরিতে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি কোভিড-১৯-সহ সংক্রামক ব্যাধি হতে সুরক্ষা এবং এদের বিস্তার রোধে ভূমিকা রাখবে।

পিকেএসএফ বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প খাতসমূহ

ক্র:	প্রকল্প খাত	লক্ষ্যমাত্রা
১.৩	পানির সুবিধা সংক্রান্ত ঋণ	১,২০,০০০ পরিবার
১.৪	স্থানীয় উদ্যোক্তা ঋণ (পানি)	৫০০ জন উদ্যোক্তা
২.২	স্যানিটেশন সুবিধা সংক্রান্ত ঋণ	১০,০০,০০০ পরিবার
২.৩	স্থানীয় উদ্যোক্তা ঋণ (স্যানিটেশন)	৪,০০০ জন উদ্যোক্তা
২.৩	স্থানীয় উদ্যোক্তা ঋণ (স্যানিটারি ন্যাপকিন)	১৫০ জন উদ্যোক্তা

নৈতিকতা
উন্নয়ন
অতিদারিদ্র্য
উদ্যোগ
মূল্যবোধ
পুনর্বাসন
সক্ষমতা
দারিদ্র্য
মানবমর্যাদা
সম্পদ
সাম্য
টেকসই
পুঁজি
আয়বৃদ্ধি
নৈতিকতা
মূল্যবোধ

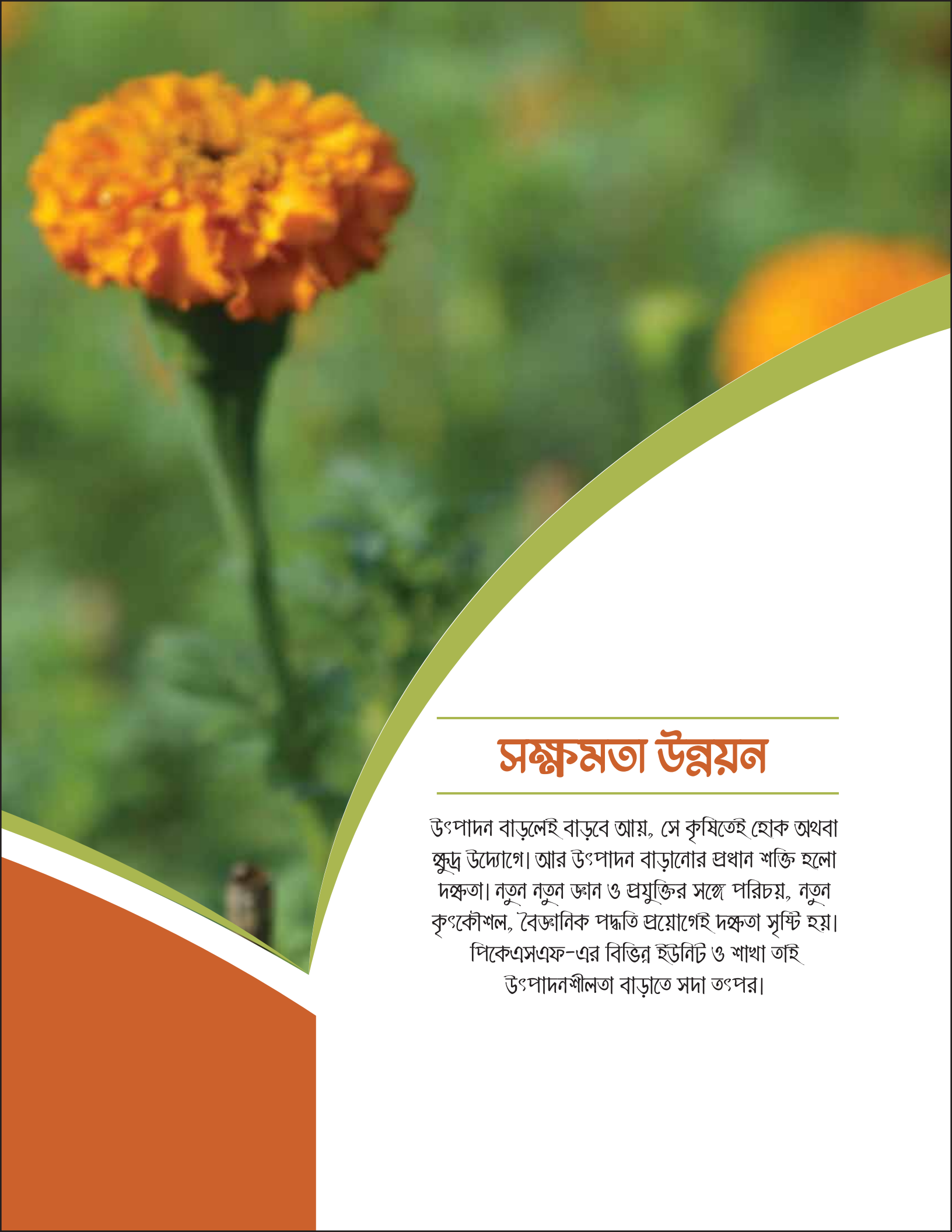

সক্ষমতা উন্নয়ন

উৎপাদন বাড়লেই বাড়বে আয়, সে কৃষিতেই হোক অথবা ক্ষুদ্র উদ্যোগে। আর উৎপাদন বাড়ানোর প্রধান শক্তি হলো দক্ষতা। নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয়, নতুন কৃৎকৌশল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগেই দক্ষতা সৃষ্টি হয়। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন ইউনিট ও শাখা তাই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সদা তৎপর।

প্রশিক্ষণ

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের পরিকল্পনা হিসেবে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ-এর বর্তমান কার্যক্রমের বৈচিত্র্যায়ন, ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০১৯ - ২০২০ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৯৭২ জন কর্মকর্তাকে মূলস্রোতের আওতায় ১১টি পৃথক মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। করোনাকালেও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

কোর্সের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
এনজিও-এমএফআইদের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৩	৬২
একাউন্টিং ফর নন-একাউন্ট্যান্ট্স	৩	৬০
ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	৪	৮১
মূসক ও কর	৩	৬২
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৪	৮২
জনবল ব্যবস্থাপনা	২	৩৮
অনুপাত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৩	৬২
সফ্টওয়্যার বেজড সুপারভিশন এ্যান্ড মনিটরিং	৩	৬৫
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা হিসাবরক্ষকদের জন্য)	১০	২২৬
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা	৮	১৮৮
প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	২	৪৬
মোট	৪৫	৯৭২

ইন্টার্নশীপ ও অন্যান্য কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ শাখার আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন এজিং-এর একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী ভিজিটিং গবেষক হিসেবে ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

এছাড়া ১ জুলাই ২০১৯ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ইথিওপিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপ-গভর্নর জনাব তিরান্হ মিতাফার নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের জন্য অর্ধ-দিবসব্যাপী একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে ১৬৫ জন পিকেএসএফ কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে Global Good Agricultural Practice (GGAP) & Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Public Procurement Management, Microsoft Excel, Accounting for Non-Accountants (AFNA), Preparation of Reports and Write-Ups, Integration of Good Governance, Advanced Microsoft Excel, Foundation Training of the Newly Appointed Assistant Managers-সহ বিবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনবল শাখার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কর্মশালায়ও অংশগ্রহণ করেছেন।

বিদেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে ১৯ জন পিকেএসএফ কর্মকর্তা বিদেশে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, চীন, ভারত, লাউস, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন।

গবেষণা

পিকেএসএফ-এর গবেষণা ইউনিট সহযোগী সংস্থাসমূহের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্বল্প খরচে গবেষণা সম্পন্ন করে থাকে। এই ইউনিট পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের ওপর বেজলাইন জরিপ, অভিঘাত মূল্যায়নভিত্তিক গবেষণা এবং ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানধর্মী বিশেষ গবেষণা ও পরিচালনা করে থাকে।

২০২০ সালে পিকেএসএফ-এর গবেষণা ইউনিট ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাসমূহের বিষয়বস্তু ছিল কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যকারিতা, সমৃদ্ধি খানাসমূহের জীবন ও জীবিকায়নের ওপর কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব, সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রভাব নিরূপণ, এজেন্ট ব্যাংকিং, তামাকমুক্ত শস্যবিন্যাস এবং পিকেএসএফ কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষি প্রযুক্তির প্রভাব। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের গবেষণা-সংক্রান্ত কাজের সূচনাপর্বের রিপোর্ট পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়েও সহায়তা প্রদান করে থাকে এই ইউনিট।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সহনশীলতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ-এর কমিউনিটি-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা মূল্যায়নে 'Effectiveness of Community Based Approach in Enhancing Sustainable Resilience of the Climate Vulnerable Communities' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০১৪ সালে খানাসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সহনশীলতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণা ইউনিট 'Effect of COVID-19 Pandemic on the Lives and Livelihoods of ENRICH and Non-ENRICH Unions of PKSF and their Resilience Capacity' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করে যেখানে খানাসমূহের জীবন ও জীবিকায়নের ওপর কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব নিরূপণের পাশাপাশি খানাসমূহের অভিযোজন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণায় দারিদ্র্যের হার নিরূপণে Cost of Basic Needs বা CBN পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। জুন ২০১৯ সময়ে কোভিড-১৯ মহামারির পূর্বকালীন দারিদ্র্যসীমা এবং জুন ২০২০ সময়ে কোভিড-১৯ মহামারিকালীন দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয়। সমৃদ্ধি এবং সাধারণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে কোভিড-১৯ মহামারি পূর্বকালীন ও মহামারিকালীন অতিদরিদ্র ও দরিদ্রের শতকরা হার নিচের চিত্রে উপস্থাপিত হল।

কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সমৃদ্ধি এবং সাধারণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে দারিদ্র্যের মাত্রা লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়ে যায়। এই সময়ে সাধারণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন অপেক্ষা সমৃদ্ধি ইউনিয়ন বেশি সহনশীল ছিল।

২০২০ সালের শুরুর দিকে গবেষণা ইউনিট 'Impact of ENRICH: An Integrated Approach to Poverty Alleviation and Development in Bangladesh' শীর্ষক আরেকটি গবেষণা সম্পন্ন করে। গবেষণাটিতে সমৃদ্ধি এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়। এজেন্ট ব্যাংকিং-এর প্রভাব যাচাই ও ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করতে একটি গবেষণানির্ভর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সার্বিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গবেষণা ইউনিট ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

করোনার ব্যাপক ও প্রবল অভিঘাতে যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট ২০২০ সালে অন্যান্য বছরের মত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। করোনার নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হয়েছে এবং তার সুফলও পাওয়া গেছে। পিকেএসএফ-এর যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটও এক্ষেত্রে অত্যন্ত সচল এবং সক্রিয় ছিল। কিন্তু মুদ্রিত প্রকাশনার সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য ধারণের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে যে একটা দৃশ্যমান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, সেটি স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা ব্যাহত হয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের আবশ্যিক ও নিয়মিত দায়িত্ব হল, পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ত্রৈমাসিক বিরতিতে বাংলা তথ্যসাময়িকী ও ইংরেজি ভাষায় Newsletter প্রকাশনা। ২০২০ সালে প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য। এ বছর থেকেই পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯) বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই একই কলেবর ও অভিন্ন বিষয় এবং ছবি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে শুধুই ইংরেজিতে PKSF Annual Report প্রকাশিত হত।

আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য হল, পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিমাণগত, গুণগত ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বৃদ্ধির ফলে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমকে আরো অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছে দেবার তাগিদ থেকে 'সমৃদ্ধি' নামে পিকেএসএফ থেকে একটি স্বতন্ত্র আনুষ্ঠানিক ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ জানুয়ারি ২০২০ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে এই চ্যানেল উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এর অব্যবহিত পর থেকেই করোনার আগ্রাসী বিস্তারের প্রেক্ষাপটে এই উদ্যোগ যথোচিত গতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ ও সক্ষমতা ব্যবহার করে ইতোমধ্যে বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ দু'টি ভিডিওচিত্র প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে।

করোনার প্রভাবে পিকেএসএফ কার্যালয় এমনকি মুদ্রণালয় সাধারণ ছুটির আওতায় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সেজন্য ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ এবং এপ্রিল-জুন বাংলা তথ্য সাময়িকী এবং ইংরেজি Newsletter যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর সঙ্গে করোনাকালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের বিবিধ তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ বিশেষ করোনা ক্রোড়পত্র যুক্ত করা হয়েছিল।

অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় এই ইউনিট সুনির্দিষ্ট নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত বিভিন্ন বিশেষ আয়োজনে গণমাধ্যম কর্মীদের আমন্ত্রণ ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন ও প্রেরণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন পোস্ট ও পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু প্রদর্শন এবং ব্যবস্থাপনাসহ যোগাযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট ফাউন্ডেশনের ডায়েরি, ক্যালেন্ডার, ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বিবিধ প্রকাশনা সম্পাদনা, তত্ত্বাবধান ও মুদ্রণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে এই ইউনিটের কার্যক্রম আরো অনেক বৃদ্ধি পেতো।

প্রকাশনার সঙ্গে মুদ্রণ জগত, আলোকচিত্র ও চিত্রকলার যে মিথস্ক্রিয়ায় বিভিন্ন গ্রন্থ, বিস্তারিত বা সংক্ষেপিত বিবরণী, প্রতিবেদন, পুস্তিকা প্রভৃতি সম্ভার বিভিন্ন বিরতিতে এই ইউনিট থেকে প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবার দেখা যায়নি।

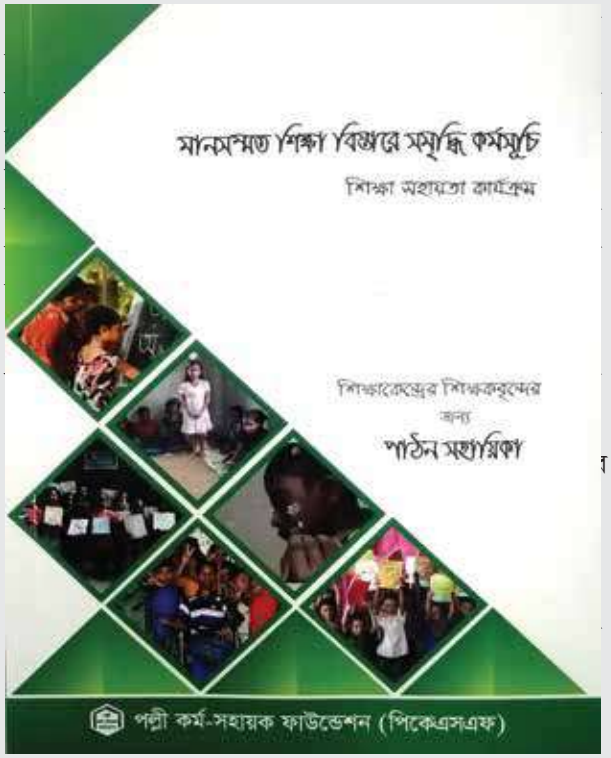

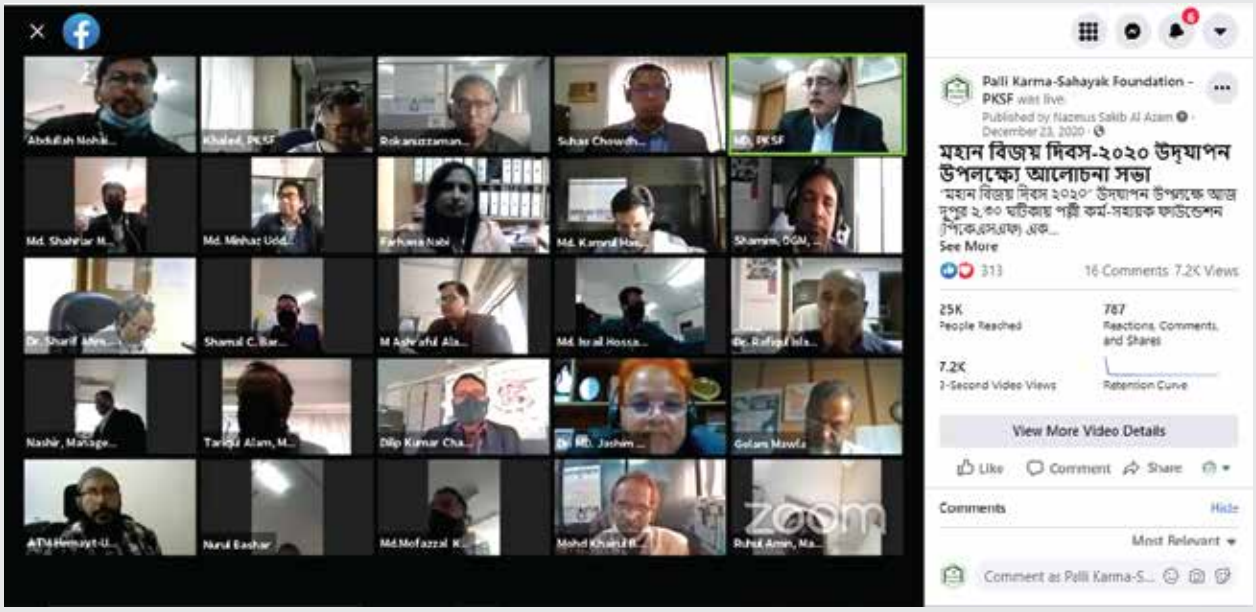

* মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা
* Enterprise Development এবং WASH ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা সভা
* প্রসপারিটি প্রকল্পের ইনসেপশন পর্যায়ের শিক্ষণ বিতরণমূলক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান।
* বিশ্ব প্রবীণ দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা
* টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০২০ ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিষয়ক ওয়েবিনার

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলাকালীন বিভিন্ন সংবাদ, দাপ্তরিক বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, অফিস স্মারক এবং ১৩টি সচিত্র সংবাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সম্পাদনাসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অর্জন পিকেএসএফ-এর ফেসবুক, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ২০২০ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো:

* পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ (বাংলা ও ইংরেজি)
* ত্রৈমাসিক তথ্যসাময়িকী (বিশেষ সংখ্যাসহ) তিনটি সংখ্যা
* Quarterly PKSF Newsletter: Three issues
* মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সমৃদ্ধি কর্মসূচি শীর্ষক শিক্ষণ ম্যানুয়াল
* *রাঙিয়ে দিয়ে যাও* শীর্ষক সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রকাশনা

উপরোক্ত প্রকাশনাসমূহ ব্যতীত এই শাখা থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির Enrich Review এবং সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের আওতায় SEP Chronicle শীর্ষক তথ্য সাময়িকীর চূড়ান্ত সম্পাদনায় সহযোগিতা করা হয়।

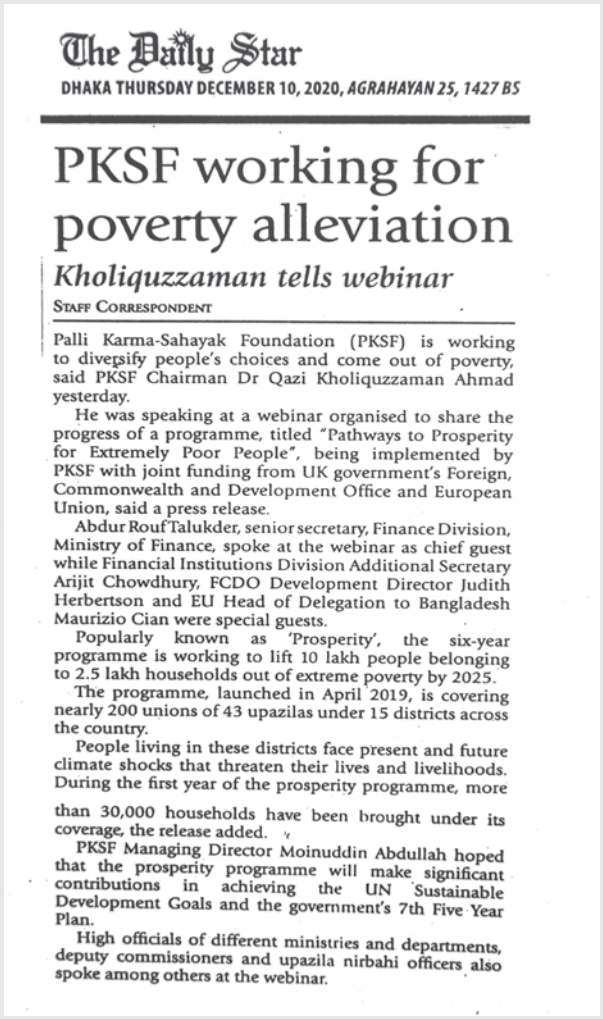

The Daily Star

DHAKA THURSDAY DECEMBER 10, 2020, *AGRAHAYAN 25, 1427 BS*

PKSF working for poverty alleviation

Kholiquzzaman tells webinar

STAFF CORRESPONDENT

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) is working to diversify people's choices and come out of poverty, said PKSF Chairman Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmad yesterday.

He was speaking at a webinar organised to share the progress of a programme, titled "Pathways to Prosperity for Extremely Poor People", being implemented by PKSF with joint funding from UK government's Foreign, Commonwealth and Development Office and European Union, said a press release.

Abdur Rouf Talukder, senior secretary, Finance Division, Ministry of Finance, spoke at the webinar as chief guest while Financial Institutions Division Additional Secretary Arijit Chowdhury, FCDO Development Director Judith Herbertson and EU Head of Delegation to Bangladesh Maurizio Cian were special guests.

Popularly known as 'Prosperity', the six-year programme is working to lift 10 lakh people belonging to 2.5 lakh households out of extreme poverty by 2025.

The programme, launched in April 2019, is covering nearly 200 unions of 43 upazilas under 15 districts across the country.

People living in these districts face present and future climate shocks that threaten their lives and livelihoods. During the first year of the prosperity programme, more than 30,000 households have been brought under its coverage, the release added.

PKSF Managing Director Moinuddin Abdullah hoped that the prosperity programme will make significant contributions in achieving the UN Sustainable Development Goals and the government's 7th Five Year Plan.

High officials of different ministries and departments, deputy commissioners and upazila nirbahi officers also spoke among others at the webinar.

পিকেএসএফ গ্রন্থাগার

পিকেএসএফ-এর গ্রন্থাগারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুদ্রঋণ, জলবায়ু পরিবর্তন, দেশ-বিদেশের অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও উন্নয়ন সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন ও নানাবিধ প্রকাশনা রয়েছে। এছাড়াও হিসাবরক্ষণ, পরিসংখ্যান, পরিবেশ, কৃষি, মানব সম্পদ, বিপণন, ব্যবস্থাপনা, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, আইন, মুক্তিযুদ্ধ, চিরায়ত সাহিত্য ও জীবনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গ্রন্থাগারের বর্তমান সংগ্রহ ১১,৫০০। পিকেএসএফ গ্রন্থাগার ডব্লিওএইচও, এফএও, ইউএনইপি, ডব্লিউআইপিও ও আইএলও পরিচালিত ওয়েব পোর্টালের সাথে যুক্ত। গ্রন্থাগারের একটি সমৃদ্ধ আর্কাইভ রয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি শাখা

পিকেএসএফ-এর তথ্যপ্রযুক্তি শাখার মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ক পরিষেবাসমূহ নিরাপদ ও কার্যকরভাবে পরিচালনায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অপারেটিং পদ্ধতি, চাহিদা ব্যবস্থাপনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং সমস্যা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিচালনা করা হয়। পিকেএসএফ-এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে সম্ভাব্য সকল কার্যক্রমকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ই-নথি ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এ বিষয়ে সরকারের ICT বিভাগ পরিচালিত স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে স্থাপিত ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে সংস্থার Local Area Network (LAN) সহ সংশ্লিষ্ট সার্ভারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। ডাটা সেন্টার পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পিকেএসএফ-এর দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এই ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কাজ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই তথ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় অ্যাকাউন্টস, পে-রোল, পিএফ, এফডিআর, পিআইএম, ফিক্সড অ্যাসেট, ইনভেন্টরি, অতিথিদের আগমন ও নির্গমন, অ্যাটেনডেন্স, লাইব্রেরী, ট্রেনিং, বাজার, পিও রিপোর্ট অ্যানালাইসিস, পিও রেজিস্ট্রেশন, পিও লোন, পিও ভিজিট, পিও অডিট, আইডি কম্পোনেন্ট সফটওয়্যারসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

'ওরাকল ১২ সি এন্টারপ্রাইজ সংস্করণ ১২.১.০.২.০-৬৪ বিট' এবং 'ওরাকল ফিউশন মিডলওয়্যার' ফর্মস এ্যান্ড রিপোর্টস ব্যবহার করে পিকেএসএফ-আইআইএস সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এটিতে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার কনফিগার করার ব্যবস্থা রয়েছে, ফলে সফটওয়্যার হতে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাস্টমাইজড রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব। এই তথ্য ব্যবস্থাপনার সিস্টেম ডিজাইনটি যথেষ্ট নমনীয়। ফলে চাহিদার নিরিখে সফটওয়্যারটিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সংযোজন করা সম্ভব।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে পিকেএসএফ- এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য বিভিন্ন কার্যপদ্ধতির সমন্বয়ে ওয়েব পোর্টাল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই ওয়েব পোর্টালে i) PKSF Website, ii) e-Recruitment System, iii) Online Visitor Appointment, iv) PKSF Webmail, v) PKSF on Social Media, vi) PKSF on YouTube-সহ ২টি Mobile Apps স্থাপন করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের সকল তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর মোট প্যানেলভুক্ত ২০৩টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে ১৭৫টি সহযোগী সংস্থায় সফটওয়্যার বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এই ১৭৫টি সহযোগী সংস্থায় সফটওয়্যার বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে এমআইএস এবং এআইএস সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ সম্পাদিত হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহে ওয়েবভিত্তিক সেন্ট্রালাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে প্রধান কার্যালয় হতে সকল শাখার সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার আলোকে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমেও তার প্রতিফলন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একজন মহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। পিকেএসএফ হতে প্রতিবন্ধী-বান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ, স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম অনলাইন ট্রেনিং ও স্কিল লার্নিং প্লাটফর্ম নামে ইতোমধ্যে ৪টি ধারণা পাইলটিং করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রকাশনায় 'প্রতিবন্ধী-বান্ধব ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ: নাগরিক সেবায় পিকেএসএফ-এর নবতর উদ্যোগ' শিরোনামে প্রথম উদ্ভাবনী ধারণা প্রকাশ করে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ কর্তৃক একটি কৈশোর উদ্যোগ নাগরিক সেবা "আলোর কারখানা" এবং "স্মার্ট কমিউনিকেশন: অনলাইনভিত্তিক যোগাযোগ" শীর্ষক উদ্ভাবনগুলোর পাইলটিং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

পিকেএসএফ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্যে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্যে একটি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা "জিপিএস বেজড মনিটরিং অ্যাপ্লিকেশন" আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর একটি উদ্ভাবন দল ওই পরিকল্পিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়মিত সভায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে।

নৈতিকতা
উন্নয়ন
সচেতনতা
অতিদারিদ্র্য
মূল্যবোধ
সমতা
উদ্যোগ
পুনর্বাসন
দারিদ্র্য
মানবমর্যাদা
সক্ষমতা
সম্পদ
পুঁজি
সাম্য
টেকসই
উদ্যোগ
আয়বৃদ্ধি
নৈতিকতা
সম্পদ
মূল্যবোধ

আয়োজন ও অনুষ্ঠান

পিকেএসএফ নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে। এমন আয়োজন জ্ঞান বিস্তরণ ও বিভিন্ন কাজের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এক কার্যকর পন্থা। সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে মৈত্রী গড়ে ওঠে, সরকারি কর্মকর্তারাও জানতে পারেন আমাদের প্রচেষ্টার কাহিনী।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন: পিকেএসএফ ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এই কর্ণারের শুভ উদ্বোধন করেন। এই সময় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, চারজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক -- জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, জনাব গোলাম তৌহিদ ও জনাব একিউএম গোলাম মাওলা -- এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বাঙালি জাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শকে লালন করেই সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থাপিত এই 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' পিকেএসএফ ভবনে আগত সর্বস্তরের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের নানাদিক সুচারুভাবে তুলে ধরবে।

পিকেএসএফ ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার'-এর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিওচিত্র অবলোকন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়া চীন' এবং তাঁর জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু কর্ণারে শোভা পাচ্ছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক -সামাজিক বিবর্তন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ এই কর্ণারে রক্ষিত আছে। একই সঙ্গে, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্থিরচিত্র সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়াও, বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণ, বক্তৃতা ও নানা ঘটনার তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পিকেএসএফ বছরব্যাপী নানা আয়োজনের অংশ হিসেবে এই মুজিব কর্ণার স্থাপন করেছে।

গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের জন্য ২০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ঘোষণা করেন। এর মধ্যে, গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৪ মে ২০২০ তারিখে গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ঘোষণা প্রদান করেন।

এই বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা, যুগ্ম সচিব জনাব মুঃ শুকুর আলী, উপ-সচিব জনাব মুর্শেদা জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা মেটাতে বর্ণিত প্রাপ্য অর্থ কাজে লাগাতে হবে। সারা দেশের নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেমন কৃষি শ্রমিক, রিকশা চালক, পরিবহন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র কৃষক কোভিড-১৯-এর প্রভাবে মারাত্মক বিপদে রয়েছেন। উদ্যোক্তাদের পণ্য ভালো দামে বিক্রি নিশ্চিত করা, কৃষকদের পরবর্তী মৌসুমের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ও বিনিয়োগে সহায়তা করা এবং তাদের চলমান ব্যবসার গতি ধরে রাখার জন্যে স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ পুনঃস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে প্রাপ্য এ অর্থ 'আবর্তক ঋণ তহবিল (Revolving Loan Fund)' হিসেবে ব্যবহার করে বর্ণিত অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন সেবা অব্যাহত রাখা হবে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান

অতীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রজনকে সাহায্য করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায়ও সংস্থাসমূহ দ্রুত, যথাযথ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং সরকারের ত্রাণ ও অন্যান্য তৎপরতার পাশাপাশি অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সরকার-নির্দেশিত অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যবিধি মেনে এইসব সংস্থা সঙ্কটপীড়িত মানুষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে ইতোমধ্যে প্রায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (প্রায় ৩.৩৫ কোটি টাকা) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।

সংস্থাগুলো ১ লক্ষ ৩৪ হাজারেরও বেশি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮.৫ কোটি টাকার চাল, ডাল, আলু, তেল ইত্যাদি জরুরি খাদ্য সামগ্রীর ১,৩৪,৪৩৮টি প্যাকেট বিতরণ করেছে। এ পর্যন্ত সংস্থাসমূহ প্রায় ১২.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (যেমন হ্যান্ড গ্লাভস, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই) বিভিন্ন ব্যক্তি ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে বিতরণ করেছে।

সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কর্ম-এলাকাভুক্ত দরিদ্র মানুষদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সংস্থাগুলো তাদের স্ব-স্ব কর্ম-এলাকার মানুষের মাঝে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এগিয়ে চলছে বাংলাদেশে এসডিজি কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারি ও বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলেও সামগ্রিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন কার্যক্রম তেমনভাবে ব্যাহত হয়নি, এমন মতামত উঠে এসেছে পিকেএসএফ আয়োজিত এক ওয়েবিনারে। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে ২৫ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি। এতে বক্তব্য রাখেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

ওয়েবিনারে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২০'-এ বাংলাদেশের মূল্যায়ন ও এসডিজি বাস্তবায়নে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রধান অতিথি মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করছে, তবে সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথাযথ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকার সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ অনেক বাড়িয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ বলেন, সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহে এসডিজির সকল অভীষ্টই নিহিত আছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম জানান, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিম্নমুখী হচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন অর্জন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে স্বাস্থ্যবিধি শিথিল না করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বজায় রাখার প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানা পদক্ষেপকে দূরদর্শী ও সময়োপযোগী হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এ পরিস্থিতিতে সঠিক পরিকল্পনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থায়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, কোভিড মহামারির বৈশ্বিক বাস্তবতায় বাংলাদেশে এসডিজি অর্জন নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা জোরদার করা আবশ্যক।

এই আলোচনা সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। মূল উপস্থাপনার ওপর আলোচনা করেন জনাব মহসিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন; ড. নিয়াজ আহমেদ খান, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ও রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট ২০২০ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী। সমগ্র জাতি এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। বর্তমান বছরে জাতীয় শোক দিবস আমাদের জন্য ব্যাপকতর তাৎপর্য বহন করে। কারণ এ বছর আমরা মুজিব শতবর্ষও উদ্‌যাপন করছি।

করোনার কারণে এ বছর পিকেএসএফ এই দিবসটি একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার মাধ্যমে পালন করে।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি এবং প্রধান আলোচক ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আরমা দত্ত। সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই অল্প সময়েই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী যেসব অপশক্তি '৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলো, তারা আজও এই দেশে নানাভাবে সক্রিয়। এসব অপশক্তি থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আরমা দত্ত বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর অর্জন ও তাঁর আত্মত্যাগের যে মহিমা তা অপরিমেয়, একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের কাছে চিরঋণী এবং এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবার নয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সবাইকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে ধান্দাবাজদের দৌরাত্ম্য নির্মূল করা আবশ্যক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, ১৫ আগস্টের শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

ভার্চুয়াল এই আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, জনাব পারভীন মাহমুদ ও জনাব নাজনীন সুলতানা। আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। পিকেএসএফ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই ভার্চুয়াল আয়োজনে সংযুক্ত ছিলেন। আলোচনা শেষে ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলের মাগফেরাত কামনা করে একটি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

RMTP প্রকল্পের উদ্বোধন

ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে PACE প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) নামে একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে এই প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। ইফাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Omer Zafar এবং ডেনিশ রাষ্ট্রদূত HE Ms. Winnie Estrup Petersen এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ ও নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের RMTP প্রকল্পের নানাদিক তুলে ধরে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত RMTP প্রকল্পে ইফাদের অর্থায়নের পরিমাণ হবে ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পের আওতায় ডেনমার্ক সরকার হতে ৮.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন পাওয়া যাবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের বিভিন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদনের তথ্যসংগ্রহ এবং সার্টিফিকেশনের সংস্থান রাখা হচ্ছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি যেমন- Block Chain, IoT, Crowdfunding Platform ইত্যাদি প্রচলনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে।

প্রসপারিটি প্রকল্পের ওয়েবিনার

'মানুষের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ উপার্জন ও সুযোগের সীমাবদ্ধতা। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দরিদ্র বা অতিদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে জীবিকায়নের সুযোগগুলো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে'। ৯ ডিসেম্বর ২০২০ পিকেএসএফ আয়োজিত ওয়েবিনারে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও, ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত ওয়েবিনারের সভাপতি হিসেবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অরিজিৎ চৌধুরী, এফসিডিও-এর ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর জুডিথ হার্বাটসন এবং ইইউ হেড অব ডেলিগেশন মারিজিও চ্যান বিশেষ অতিথি হিসেবে এতে অংশ নেন।

সংক্ষেপে 'প্রসপারিটি' নামে পরিচিত ছয়-বছর মেয়াদি পিকেএসএফ এর প্রকল্পটি বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত ১৫টি জেলার ৪৩টি উপজেলাভুক্ত প্রায় ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মএলাকা হল, দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা ও নীলফামারী; দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, মাগুরা, পটুয়াখালী ও ভোলা; এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকাভুক্ত জেলা সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, 'বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আশা ও বিশ্বাস, প্রসপারিটি প্রকল্প জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বাংলাদেশ সরকার গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'

অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, 'আমি জেনে আনন্দিত যে, দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রসপারিটি প্রকল্পের বহুমাত্রিক কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে।'

বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে সৃষ্ট খাদ্য সংকট ও উপার্জনের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০,০০০ মানুষকে মোট ৩১ কোটি টাকা জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকালে এফসিডিও প্রতিনিধি জুডিথ হার্বাটসন ও ইইউ প্রতিনিধি মারিজিও চ্যান দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্যহ্রাসের এ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা।

সরকারি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কর্মএলাকার জেলা প্রশাসকবৃন্দ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদবৃন্দ ওয়েবিনারে অংশ নেন।

‘সমৃদ্ধি’: পিকেএসএফ-এর ইউটিউব চ্যানেল

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার অভিযাত্রার তিন দশক পূর্ণ করেছে। বিশেষত, বিগত এক দশকে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়েছে সারাদেশের নানা প্রান্তে, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুবে পশ্চিমে, সর্বত্র। কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ উন্নয়নের সামগ্রিক ও টেকসই ধারা প্রতিষ্ঠা করেছে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে, নিয়ে এসেছে নানান বৈচিত্র্য, যার মূলে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের ভিন্নতা।

১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সামাজিক মাধ্যম ইউটিউবে ‘সমৃদ্ধি’ নামে একটি চ্যানেল চালু করে পিকেএসএফ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে বিশেষভাবে স্মরণ করে চ্যানেলটি উদ্বোধনের জন্য

চ্যানেলটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

এই দিনটিকেই নির্ধারণ করা হয়। অধিকতর দরিদ্রবান্ধব ও জনসম্পৃক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বর্তমানে শিশুর ভ্রূণাবস্থা থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই প্রেক্ষাপটে, ফাউন্ডেশনের এইসব বহুবিচিত্র উদ্যোগ দেশে ও দেশের বাইরে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ‘সমৃদ্ধি’ ইউটিউব চ্যানেল থেকে বিভিন্ন বিরতিতে সুপরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে।

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই চ্যানেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নৈতিকতা
উন্নয়ন
অতিদারিদ্র্য
উদ্যোগ
মূল্যবোধ
সমতা
পুনর্বাসন
দারিদ্র্য
মানবমর্যাদা
সক্ষমতা
সম্পদ
পুঁজি
সাম্য
টেকসই
আয়বৃদ্ধি
নৈতিকতা
মূল্যবোধ

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে পিকেএসএফ এক অনন্য উচ্চতা অর্জন করেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে পিকেএসএফ-এর কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা এবং এর কর্মকাণ্ডসমূহের সফল বাস্তবায়ন সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সর্বদাই সমাদৃত। পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পাশাপাশি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

Independent Auditors' Report
to the General Body of
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), which comprise the statement of financial position as at June 30, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in equity for the year then ended, notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) as at June 30, 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with International Ethics Standards Board for Accountant (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, we also report the following:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by PKSF so far as it appeared from our examination of these books; and

c) The statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is Md. Enamul H. Choudhury.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

S. F. AHMED & CO.
Chartered Accountants ...since 1958
Member Firm of HLB International

Dhaka Office
House - 51 (2nd Floor), Road - 9, Block - F
Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh
Phone : (880-2) 9870957, 9872584
Fax : (880-2) 55042314
E-mail: (i) sfaco@dhaka.net;
(ii) sfaco@sfahmedco.com

Chittagong Office
Ispahani Building (2nd Floor)
Agrabad C/A, Chittagong
Bangladesh.
Email : sfaco.ctg@ahmedco.com

WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Financial Position
As at 30 June 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2020	30 June 2019
PROPERTIES AND ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	4.00	752,503,773	770,923,930
Investment against provision for gratuity	5.00	-	863,166,305
Investment against provision for earn leave	6.00	232,280,058	119,778,198
Investment against PKSF fund- SF, PSF, DMF	7.00	4,859,000,000	4,688,500,000
Staff house building, computer & car loan	8.00	426,386,231	417,140,825
Loan to POs under core program	9.00	23,315,053,481	21,722,895,182
Loan to POs under project	11.00	2,521,655,173	1,084,704,533
Total non-current assets		**32,106,878,716**	**29,667,108,973**
Current assets			
Loan to POs under core program	9.00	32,951,902,947	30,452,461,252
Loan to POs under capacity building	10.00	560,934	560,934
Loan to POs under project	11.00	1,084,640,269	261,045,460
Service charges receivable	12.00	1,042,045,615	785,518,211
Interest and other receivables	13.00	149,594,934	158,506,872
Grant receivables	24.00	247,688,933	350,270,058
Advances, deposits and prepayments	14.00	931,178,208	878,199,394
Cash and cash equivalents	15.00	9,120,940,680	5,884,780,552
Total current assets		**45,528,552,520**	**38,771,342,733**
Total properties and assets		**77,635,431,236**	**68,438,451,706**

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2020	30 June 2019
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Capital fund			
Grants	16.00	12,822,680,271	12,822,680,271
Disaster management fund		5,199,714,945	4,990,094,607
Capacity building revolving loan fund (RLF)		100,000,000	100,000,000
Special fund		111,950,301	103,111,658
Programs- support fund		2,785,099,123	2,663,355,702
Retained surplus		28,802,201,223	27,061,619,001
Total capital fund		**49,821,645,863**	**47,740,861,239**
Non-current liabilities			
Microfinance loan under core program	17.00	15,862,120,638	12,292,548,564
Loan for other projects	18.00	4,448,000,000	1,697,500,000
Provision for interest on microfinance loan	19.00	93,148,050	40,661,819
Provision for interest on loan for other projects	20.00	38,093,918	8,137,589
Provision for gratuity and severance allowances	21.00	-	959,278,909
Provision for earn-leave	22.00	234,562,034	215,962,114
Deferred income (Grant for assets)	23.00	45,177,660	38,759,671
Total non-current liabilities		**20,721,102,300**	**15,252,848,666**
Current liabilities			
Microfinance loan under core program	17.00	812,714,341	406,357,170
Provision for interest on microfinance loan	19.00	122,802,702	30,462,785
Grant received in advance	24.00	1,614,235,685	568,386,728
Other liabilities	25.00	1,279,103,812	1,421,915,682
Loan loss provision - core program	26.00	3,191,139,690	2,990,143,502
Loan loss provision - capacity building	27.00	560,934	560,934
Loan loss provision - project	28.00	72,125,909	26,915,000
Total current liabilities		**7,092,683,073**	**5,444,741,801**
Total capital fund and liabilities		**77,635,431,236**	**68,438,451,706**

The annexed notes from 1 to 52 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid
Deputy Managing Director

Mohammad Moinuddin Abdullah
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended 30 June 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		1 July 2019 to 30 June 2020	1 July 2018 to 30 June 2019
INCOME			
Operating income			
Service charges	29.00	3,425,774,873	2,946,139,234
Grant income	30.00	732,670,387	1,726,603,157
		4,158,445,260	**4,672,742,391**
Non operating income			
Interest on bank balance and short term deposit	31.00	975,593,245	965,570,796
Other income	32.00	38,110,089	29,434,561
		1,013,703,334	**995,005,357**
Total		**5,172,148,594**	**5,667,747,748**
EXPENDITURE			
General and administrative expenses			
Manpower compensation (salaries, allowances & other facilities)	33.00	734,384,290	741,766,783
Training, workshop and seminar	34.00	23,686,410	79,747,630
Institutional development and capacity building	35.00	26,372,109	6,794,690
Program and project cost	36.00	1,697,043,576	2,188,373,990
Socio-economic & human capability improvement program	37.00	8,380,000	3,290,000
Monitoring and evaluation	38.00	12,384,271	16,634,620
Occupancy expenses	39.00	12,840,720	13,420,845
Research and publication	40.00	20,306,431	44,434,229
Depreciation	41.00	46,421,663	47,062,609
Administrative expenses	42.00	84,531,525	59,151,434
Total		**2,666,350,995**	**3,200,676,830**
Loan loss expenses	43.00	246,207,097	111,019,724
Financial cost of operation			
Borrowing cost	44.00	174,782,478	116,942,502
Bank charge & commission	45.00	4,023,400	4,419,519
Total		**178,805,878**	**121,362,021**
Total expenditure		**3,091,363,970**	**3,433,058,575**
Excesses of income over expenditures	16.00	**2,080,784,624**	**2,234,689,173**

The annexed notes from 1 to 52 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid	**Mohammad Moinuddin Abdullah**	**Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad**
Deputy Managing Director	Managing Director	Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		1 July 2019 to 30 June 2020	1 July 2018 to 30 June 2019
A. Cash flow from operating activities			
Excess of income over expenditure (surplus)		2,080,784,624	2,234,689,173
Add: Adjustment for items not involving the movement of cash	46.00	345,625,340	237,106,104
Surplus before changes in operating activities		**2,426,409,964**	**2,471,795,277**
Changes in operating activities			
(Increase)/decrease in assets other than loan to POs	47.00	(309,839,686)	(385,246,006)
(Increase)/decrease in loans to POs - current portion	48.00	(3,323,036,504)	(2,097,650,323)
(Increase)/decrease in loans to POs - non current portion	49.00	(3,029,108,939)	(3,385,933,081)
		(6,661,985,129)	**(5,868,829,410)**
Increase/(decrease) in current liabilities	50.00	(50,471,953)	362,087,789
Increase/(decrease) in non-current liabilities	51.00	82,442,560	20,624,608
		31,970,607	**382,712,397**
Net cash flows from operating activities		**(4,203,604,558)**	**(3,014,321,736)**
B. Cash flows from investing activities			
Acquisition of property, plant and equipment	4.00	(28,134,881)	(40,272,985)
Sale proceed of property, plant and equipment		-	4,843,012
(Increase)/decrease investment against provision for earn leave		(112,501,860)	(10,996,380)
Net liability for gratuity transferred to separate gratuity fund account		(130,375,888)	(329,765,279)
(Increase)/decrease investment against PKSF fund		170,500,000)	1,066,125,000
Net cash used in investing activities		**(441,512,629)**	**689,933,368**
C. Cash flows from financing activities			
Increase/(decrease) grant received in advance		1,045,848,957	103,099,532
(Increase)/decrease in grant receivable		102,581,125	(144,895,555)
Increase/(decrease) in grant for assets		6,417,989	9,794,453
Microfinance loan repaid	52.00	-	(406,357,171)
Microfinance loan received	52.00	6,726,429,245	3,210,234,764
Net cash flows from financing activities		**7,881,277,316**	**2,771,876,022**
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		**3,236,160,129**	**447,487,655**
Opening cash and cash equivalents		5,884,780,552	5,437,292,897
Closing cash and cash equivalents		**9,120,940,680**	**5,884,780,552**

The annexed notes from 1 to 52 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid	**Mohammad Moinuddin Abdullah**	**Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad**
Deputy Managing Director	Managing Director	Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Changes in Equity

For the year ended 30 June 2020

Particulars	GRANTS			
	Establishment Grants		UPP	RNPPO
	GOB (Own sources)	GOB (USAID PL-480	GOB (Own sources)	GOB (IDA)
Balance as at 01 July 2019	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100
Fund received during the year 2019-2020	-	-	-	-
Surplus for the year 2019-2020	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2020	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**
Balance as at 01 July 2018	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100
Fund received during the year 2018-2019	-	-	-	-
Surplus for the year 2018-2019	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2019	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**

Particulars	GRANTS				Total
	REDP	MEL	KGF	ENRICH	
	GOB (DFID)	GOB (Own Sources)	GOB (KFAED)	GOB	
Balance as at 01 July 2019	44,820,000	3,750,000,000	819,900,000	1,647,440,171	12,822,680,271
Fund received during the year 2019-2020	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2019-2020	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2020	**44,820,000**	**3,750,000,000**	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**12,822,680,271**
Balance as at 01 July 2018	44,820,000	3,750,000,000	819,900,000	1,647,440,171	12,822,680,271
Fund received during the year 2018-2019	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2018-2019	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2019	**44,820,000**	**3,750,000,000**	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**12,822,680,271**

Particulars	Disaster Management Fund	Capacity Building Revolving Loan	Programs Support Fund	Special Fund	Retained Surplus	Grand Total
Balance as at 01 July 2019	4,990,094,607	100,000,000	2,663,355,702	103,111,658	27,061,619,001	47,740,861,239
Fund received during the year 2019-2020	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2019-2020	188,812,492	-	121,743,421	6,757,858	1,763,470,853	2,080,784,624
Transfer to disaster management fund	20,807,846	-	-	-	(20,807,846)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,080,785	(2,080,785)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2020	**5,199,714,945**	**100,000,000**	**2,785,099,123**	**111,950,301**	**28,802,201,223**	**49,821,645,863**
Balance as at 01 July 2018	4,711,191,421	100,000,000	2,589,949,385	96,523,288	25,588,466,727	45,908,811,092
Fund received during the year 2018-2019	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2018-2019	256,556,294	-	73,406,317	4,353,681	1,900,372,881	2,234,689,173
Transfer to disaster management fund	22,346,892	-	-	-	(22,346,892)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,234,689	(2,234,689)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	(402,639,026)	(402,639,026)
Balance as at 30 June 2019	**4,990,094,607**	**100,000,000**	**2,663,355,702**	**103,111,658**	**27,061,619,001**	**47,740,861,239**

The annexed notes from 1 to 52 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Golam Touhid
Deputy Managing Director

Mohammad Moinuddin Abdullah
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Dated, Dhaka:
25 November 2020

S. F. Ahmed & Co.
Chartered Accountants

Financial Highlights

The figures shown below are taken from the audited financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended 30 June 2020 and all balances have been stated in terms of the value of the Bangladesh Taka as at 30 June 2020.

Particulars	2020 Taka	2019 Taka
Results for the year		
Total income	5,172,148,594	5,667,747,748
Total expenditure	3,091,363,970	3,433,058,575
Excess of income over expenditure (Surplus)	**2,080,784,624**	**2,234,689,173**
At the end of the year		
Total loan to Partner Organizations (POs)	**59,873,812,804**	**53,521,667,361**
Loan to POs (BIPOOL)	752,166,647	752,166,647
Loan to POs (OOSA)	783,386,066	796,452,816
Loan to PO under Category -Large	39,847,284,223	32,372,742,179
Loan to PO under Category-Medium	10,720,079,149	10,922,615,264
Loan to PO under Category-Small	7,765,896,719	8,670,190,455
Loan to non partner organizations	5,000,000	7,500,000
Project wise details breakdown are as follows:		
Loan to POs under rural microcredit borrowers (RMC)	1,110,383,314	1,115,378,064
Loan to POs under urban microcredit borrowers (UMC)	27,300,000	27,300,000
Loan to POs under Jagoron Loan	20,004,510,000	20,018,642,500
Loan to Ultra Poor Programm UPP (GoB)	147,736,638	148,486,637
Loan to POs under Buniad Loan	3,035,349,336	3,301,770,471
Loan for Microenterprise (GOB)	123,966,500	125,103,500
Specialised loan under ME	2,000,000	6,000,000
Loan to POs under Agrosor Loan	15,310,982,222	16,136,722,222
Loan to POs under start up capital-PACE	200,000	8,000,000
Loan to POs under Capacity Building	560,934	560,934
Loan to POs under Seasonal Loan	17,200,000	24,600,000
Loan to POs under Agricultural loan	6,000,000	6,000,000
Loan to POs under Sufolon Loan	5,693,600,000	5,251,800,000
Loan to POs under MFTSP	3,600,000	3,600,000
Loan to POs under MFMSFP	91,900,000	91,900,000
Loan to POs under DMF	46,406,664	148,906,664
Loan to POs under PLDP-II	87,466,666	87,466,666
Loan to POs & Non-POs under LIFT	925,485,141	890,907,852
Loan to POs under ENRICH	3,894,658,661	3,496,171,858
Loan to POs under KGF	977,000,000	956,000,000
Loan to POs under Sanitation Development	300,000,000	162,500,000
Loan to POs under Abason	230,227,278	150,000,000
Loan to POs under Agricultural Mechanization	30,100,000	17,500,000
Loan to POs under PSF	480,000	600,000
Loan to POs under SEP	2,915,000,000	1,020,000,000
Loan to POs under LICHSP	691,295,442	325,749,993
Loan to POs under Elderly People Income Generation	75,000,000	-
Loan to POs under Innovative Agricultural Initiatives	10,000,000	-
Loan to POs under MDP	4,115,404,008	-
	59,873,812,804	**53,521,667,361**
Capital fund	49,821,645,863	47,740,861,239
Total properties and assets	77,635,431,236	68,438,451,706
Returns		
Surplus as % of average capital fund	4.27%	4.77%
Surplus as % of average portfolio	3.67%	4.40%
Surplus as % of average total assets	2.85%	3.41%
Ratios		
Cumulative loan collection ratio on total dues	99.26%	99.47%
Loan collection ratio on current dues	95.28%	97.20%
Current ratio	6.42:1	7.12:1
Debt/equity ratio	0.42:1	0.30:1
Debt service cover ratio	12.90 times	20.11 times
General and administrative expenses as % of average portfolio	4.70%	6.30%
Total loan principal affected by arrears as % of outstanding portfolio	3.47%	3.46%
Adequacy of MIS and internal audit/control systems	Adequate	Adequate
Accuracy of quarterly reports on the funding of POs	Appears to be correctly drawn up	Appears to be correctly drawn up

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Financial Analysis

I. Income and expenditure pattern

Year	Total Income	Total Expenditure	Net Income	Percentage of total expenditure to total income	Disbursement of loan to POs	Balance of loan to POs	Total Expenditure to disbursement of loan to POs	Total Expenditure to loan balance with POs
	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	%	%
1992-1993	37,766,839	8,288,607	29,478,232	21.95	112,500,000	131,243,000	7.37	6.32
1993-1994	37,335,792	12,332,319	25,003,473	33.03	185,350,000	267,597,281	6.65	4.61
1994-1995	26,424,482	12,914,977	13,509,505	48.88	301,650,000	458,833,802	4.28	2.81
1995-1996	51,138,760	21,672,331	29,466,429	42.38	470,500,000	732,201,502	4.61	2.96
1996-1997	87,736,284	29,210,130	58,526,154	33.29	791,850,000	1,223,752,502	3.69	2.39
1997-1998	168,123,611	95,496,574	72,627,037	56.80	1,786,100,000	2,611,057,202	5.35	3.66
1998-1999	287,971,601	104,897,955	183,073,646	36.43	2,095,775,000	4,245,023,852	5.01	2.47
1999-2000	410,057,392	137,207,656	272,849,736	33.46	2,474,078,800	6,120,817,452	5.55	2.24
2000-2001	496,137,080	157,799,437	338,337,643	31.81	1,180,598,000	6,530,020,959	13.37	2.42
2001-2002	649,540,780	237,264,438	412,276,342	36.53	2,538,760,000	8,067,202,486	9.35	2.94
2002-2003	784,237,299	442,562,532	341,674,767	56.43	3,030,449,000	9,515,932,837	14.60	4.65
2003-2004	1,265,786,271	436,935,802	828,850,469	34.52	3,393,213,500	10,440,843,645	12.88	4.18
2004-2005	1,496,855,313	1,008,722,946	488,132,367	67.39	3,660,023,267	10,692,794,272	27.56	9.43
2005-2006	2,081,159,719	537,372,914	1,543,786,805	25.82	6,926,147,399	13,243,184,775	7.76	4.06
2006-2007	2,090,026,760	772,026,757	1,318,000,003	36.94	13,507,028,794	20,360,843,557	5.72	3.79
2007-2008	2,526,282,825	1,197,677,325	1,328,605,500	47.41	14,080,831,413	24,342,869,044	8.51	4.92
2008-2009	2,655,935,628	738,282,442	1,917,653,185	27.80	18,195,281,844	29,008,976,033	4.06	2.55
2009-2010	2,836,370,465	1,273,039,582	1,563,330,883	44.88	19,416,973,690	31,643,994,380	6.56	4.02
2010-2011	2,954,702,554	999,945,480	1,954,757,074	33.84	19,312,804,074	32,014,202,695	5.18	3.12
2011-2012	3,446,926,764	1,296,703,726	2,150,223,038	37.62	23,199,953,250	33,836,968,088	5.59	3.83
2012-2013	4,034,705,493	2,093,383,982	1,941,321,511	51.88	24,506,119,800	35,176,464,629	8.54	5.95
2013-2014	5,513,712,673	1,558,421,418	3,955,291,255	28.26	27,045,011,300	37,031,239,700	5.76	4.21
2014-2015	4,734,914,437	1,891,951,288	2,842,963,149	39.96	28,096,976,000	39,480,591,531	6.73	4.79
2015-2016	4,800,769,222	2,541,258,175	2,259,511,047	52.93	29,712,260,000	42,202,238,165	8.55	6.02
2016-2017	4,218,095,800	2,267,268,227	1,950,827,574	53.75	31,136,396,000	44,518,874,298	7.28	5.09
2017-2018	5,218,329,036	2,858,944,941	2,359,384,095	54.79	32,932,104,000	48,038,083,957	8.68	5.95
2018-2019	5,667,747,748	3,433,058,575	2,234,689,173	60.57	36,986,750,000	53,521,667,361	9.28	6.41
2019-2020	5,172,148,594	3,091,363,970	2,080,784,624	59.77	38,665,244,009	59,873,812,804	8.00	5.16

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Financial Analysis

II. Percentage of operating income to operating expenditure

Year	Operating Income	Operating Expenditure	Net Operating Income	% of Operating Income to Operating Expenditure
	Taka	Taka	Taka	%
1992-1993	1,733,817	8,288,607	(6,554,790)	20.92
1993-1994	5,108,500	12,332,319	(7,223,819)	41.42
1994-1995	9,833,982	12,914,977	(3,080,995)	76.14
1995-1996	19,536,130	21,672,331	(2,136,201)	90.14
1996-1997	34,603,448	29,210,130	5,393,318	118.46
1997-1998	87,798,225	95,496,574	(7,698,349)	91.94
1998-1999	151,093,733	104,897,955	46,195,778	144.04
1999-2000	242,280,217	137,207,656	105,072,561	176.58
2000-2001	300,157,770	157,799,437	142,358,333	190.21
2001-2002	379,601,670	237,264,438	142,337,232	159.99
2002-2003	381,650,376	442,562,532	(60,912,156)	86.24
2003-2004	574,248,957	436,935,802	137,313,155	131.43
2004-2005	503,519,162	1,008,722,946	(505,203,784)	49.92
2005-2006	494,622,260	537,372,914	(42,750,654)	92.04
2006-2007	936,961,140	772,026,757	164,934,383	121.36
2007-2008	1,606,639,655	1,197,677,325	408,962,330	134.15
2008-2009	1,575,926,716	738,282,442	837,644,274	213.46
2009-2010	1,921,568,106	1,273,039,582	648,528,524	150.94
2010-2011	1,744,748,829	999,945,480	744,803,349	174.48
2011-2012	1,862,766,826	1,296,703,726	566,063,100	143.65
2012-2013	2,340,876,581	2,093,383,982	247,492,599	111.82
2013-2014	3,206,179,280	1,558,421,418	1,647,757,862	205.73
2014-2015	3,369,680,109	1,891,951,288	1,477,728,820	178.11
2015-2016	3,879,067,788	2,465,636,043	1,413,431,745	157.33
2016-2017	3,530,219,137	2,267,268,227	1,262,950,910	155.70
2017-2018	4,423,330,410	2,858,944,941	1,564,385,469	154.72
2018-2019	4,672,742,391	3,433,058,575	1,239,683,816	136.11
2019-2020	4,158,445,260	3,091,363,970	1,067,081,290	134.52

III. Operating achievement (Field Level):

Description	Financial year 2019-2020		Financial year 2018-2019	
	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end
Partner organization	-	278	1	278
No of borrowers	166,873	10,948,533	398,294	10,781,660
Geographical coverage				
District	-	64	-	64
Loan disbursement (Tk.)	471,624,168,000	4,044,279,255,000	511,577,200,000	3,572,655,087,000
Loan realization (Tk.)	435,934,260,000	3,710,408,546,000	463,969,556,000	3,274,474,286,000

বিভাগভিত্তিক সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা জেলা

১. সংকল্প ট্রাস্ট
সাংতাই প্লাজা, হাসপাতাল রোড
পাথরঘাটা পৌরসভা, বরগুনা- ৮৭০০
ফোন: ০১৭১২-৯৪১৩৫০
ইমেইল: info@sangkalpa-bd.org
mirza.khaled@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sangkalpa.org

২. সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)
শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা- ৮৭০০
ফোন: (০৪৪৮) ৬২৮২৮, ০১৭৩৩৩-৪৭৯৯৯
ইমেইল: sangrammasum@yahoo.com

বরিশাল জেলা

৩. একতা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (আসুক)
গ্রাম: চেঙ্গুটিয়া, ডাকঘর: ধানডুবা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
ফোন: ০১৭১২-৮০৯৬১৮
ইমেইল: asuk_bari@yahoo.com, asukngo28@gmail.com

৪. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস)
বিডিএস ভবন
৫, সদর রোড, পোস্ট বক্স-৩৪, বরিশাল- ৮২০০
ফোন: ০৪৩১-৬৪৬২০, ০১৭১৫-১৬৮৪৮০
ফ্যাক্স: ০০৮৮-০৪৩১-৬১২০৫
ইমেইল: bdsbarisal@gmail.com

৫. সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)
শিক্ষক ভবন (৩য় তলা)
ফকির বাড়ী রোড, বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-২১৭৩০৮৮, ০১৭২৭-০৬৩৩৯২
ইমেইল: icda_bd@yahoo.com

ভোলা জেলা

৬. পল্লী সেবা সংস্থা
ডাকঘর: খাসেরহাট
উপজেলা: তজুমদ্দিন, ভোলা
ফোন: ০৪৯২-৭৫৬০৮৭, ০১৭১৩-৪৬০৯৭১
ইমেইল: pallysheba22@gmail.com

৭. গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)
আলতাজের রহমান রোড
চরনোয়াবাদ, ভোলা
ফোন: (০৪৯১) ৬২১৬৯, ০১৯১৪-০৫৯৪৭৮
০১৮৬৫-০৩৬৬০১, ০১৭১৪-০৫৯৪৭৯
ইমেইল: gjus.1997@gmail.com

৮. পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)
আদর্শ পাড়া, ওয়ার্ড নং: ৬
চরফ্যাশন পৌরসভা
ডাকঘর+উপজেলা: চরফ্যাশন, ভোলা
ফোন: ০৪৯২৩-৭৪৫১১, ০১৭১৬-১৮৫৩৮৯
ইমেইল: fda.crf@gmail.com

পটুয়াখালী জেলা

৯. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার (সিডিএইচসি)
৩০৬/২, গোডাউন রোড, গলাচিপা, পটুয়াখালী
ফোন: ০১৭২৬-৫৭৪১০৩
ইমেইল: cdhc1997@yahoo.com

১০. পল্লী প্রগতি সমিতি (পিপিএস)
কলেজ রোড, পটুয়াখালী
ফোন: ০৪৪১-৬৪০৪০, ০১৭১২-১৮৪০২১
০১৭১৯-৬৬১৯১৮
ইমেইল: ppspatuakhali@yahoo.com

পিরোজপুর জেলা

১১. ডাক দিয়ে যাই
বাইপাস রোড (নতুন বাস স্ট্যান্ডের কাছে)
বাড়ি: ১, মাছিমপুর, ডাকঘর: পিরোজপুর
পিরোজপুর-৮৫০০
ফোন: (০৪৬১) ৬২৭৬৩, ০১৭১১-২৪৩৩৮৮
ইমেইল: info@ddjbd.org

১২. ইস্কান্দার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
কৃষ্ণনগর, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১, রোড: ২৭, ব্লক: জে
বনানী মডেল টাউন, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০৪৬১-৬২২৬৯, ০১৭৩৮-৪১৩১৩২
০১৭১৬-৩৬৯৯১৯
ইমেইল: ewfpirojpur@yahoo.com
samar369919@gmail.com

১৩. সকলের জন্য কল্যাণ (এসজেকে)
বাড়ি: শংকরপাশা, ডাকঘর: পাড়েরহাট
পিরোজপুর-৮৫০২
ফোন: ০১৭১৮-৪৪৯৬৩২, ০১৭১২-৫১৫৬৭০
ইমেইল: shamima_sjk@yahoo.com
sjk.piroj.bd@gmail.com

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

১৪. হোপ
আলিয়াবাদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪১০
ফোন: ০১৭১১-৩৪১৯৭৫, ০৮৫২৫-৭৫৬৩৩
ইমেইল: a_kollul@yahoo.com
hope.ics16@gmail.com

চট্টগ্রাম জেলা

১৫. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
কোডেক ভবন
প্লট: ০২, রোড: ০২, লেক ভ্যালি আবাসিক এলাকা
হাজি জাফর আলি রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম
ফোন: ৮৮০-৩১-২৫৬৬৭৪৬, ২৫৬৬৭৪৭
০১৭১৩-১০০২৩০
ইমেইল: khursidcodec@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.codecbd.org

১৬. ঘাসফুল
বাড়ি: ৫/ডি, বাদশা মিয়া রোড
আমিরবাগ, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৭৭৭-৭৮০৭০০ (নির্বাহী পরিচালক)
ফ্যাক্স: ৮৮-০৩১-২৮৫৮৬২৯

লিয়াজোঁ অফিস
লেকব্রিজ, ফ্ল্যাট নং: ১-এ, প্লট নং: ২৬/এ
রোড: ২০, সেক্টর: ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১১৯৭-০১৪৭০০, ০১১৯৭-০১৪৭০৪
ইমেইল: ghashful@ghashful-bd.org
ওয়েবসাইট: www.ghashful-bd.org

১৭. মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র
মুক্তিপথ ভবন, ৯৪১, জলিলনগর, রাউজান
ডাকঘর: রাউজান, চট্টগ্রাম-৪৩৪০
ফোন: (০৩০২৬) ৫৬০৩১, ০১৮১৯-৩৪৩২৮৯
ইমেইল: salimmuktipath@yahoo.com

১৮. নওজোয়ান
বাড়ি: ৯৫, রোড: ৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা
চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০১৭১৩-১৯৪৩৫১, ০১৭১৩-১৯৪৩৫০
ইমেইল: nowzuwanngo@gmail.com
imamorg@hotmail.com

১৯. প্রত্যাশী
সৈয়দ বাড়ি, ৯০৩/এ ওমর আলী মাতব্বর রোড
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: (০৩১) ২৫৫০৫০৬, ০১৮১৯-৩২৬২০৬
ইমেইল: prottyashi.ctg@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.prottyashi.org

২০. ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)
বাড়ি: এফ-১০(পি), রোড: ১৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০৩১-৬৭২৮৫৭, ০১৭১১-৮২৫০৬৮
০১৮১৯-৩২১৪৩২
ফ্যাক্স: ০৩১-২৫৭০২৫৫
ইমেইল: info@ypsa.org, arif@ypsa.org

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২/৬/১ (নীচ তলা), রোড: ২
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৪২৩৫১, ৮১৪৩৯৮৩

২১. মমতা
বাড়ি: ১৩, লেন: ০১, রোড: ০১, ব্লক: এল
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-৭২৭২৯৫, ০১৭০৭-৭৬১৯১৫
ইমেইল: mamtahq@yahoo.com

২২. অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)
গ্রাম: মস্তান নগর, ডাকঘর: চৈতনরের হাট
থানা: জুরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৮১৯-৬১৭৫৬০, ০১৭৭৭-৪৪৬৫২৫
০১৮৭৭-৭২৫০৫০, ইমেইল: pca1992@gmail.com
opca92@yahoo.com, ওয়েবসাইট: www.opcabd.org

কুমিল্লা জেলা

২৩. আনসার আলী ফাউন্ডেশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (আফিড)
শিমপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা-৩৫০৫।
ফোন: ০১৭২০-৫২৭৯৬০
ইমেইল: afidshimpur@yahoo.com

২৪. ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)
ই/১১, পল্লবী (বর্ধিত), মিরপুর ১১১/২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮০২৩৬২৯, ৯০২১৮৫৮
০১৭৩৩-২১৯৯০১, ০১৭৩৩-২১৯৯১০
ইমেইল: disadhaka@yahoo.com, info@disabd.org
ওয়েবসাইট: www.disabd.org

২৫. কোতোয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ
পুরাতন অভয় আশ্রম, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: ০১৭১২-৯৯২১৬০, ০১৭১২-২৯৭২১৬
ইমেইল: ktccaltd@yahoo.com

২৬. পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৬৭/৫৮, নাহার প্লাজা (৮ম তলা)
নজরুল এভিনিউ
কান্দিরপাড়, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: (০৮১) ৭৬৩২৩, ৭৭০৯৩
০১৭১১-৩৮৮৪১০, ০১৭১২-২৪৩২৫৭
ইমেইল: lokman_pdc@yahoo.com

কক্সবাজার জেলা

২৭. মুক্তি কক্সবাজার
সারদা ভবন, গোলদিঘীরপাড়, কক্সবাজার
ফোন: (০৩৪১) ৬২৫৫৮, ০১৭১৬-০৫৬১৪৬
০১৮২৫-২৩৯৭১৮, ফ্যাক্স: ০৩৪১-৫১১০৩
ইমেইল: mukticox@yahoo.com
mukticox@gmail.com

খাগড়াছড়ি জেলা

২৮. এসিসট্যান্স ফর দি লাইভলিহুড অব দি অরিজিনস (আলো)
পানখৈয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি পাহাড়ি জেলা
খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি-৪৪০০
ফোন: ০৩৭১-৬২০৬৭, ০১৮১৭-৭০৮০৫৭, ০১৭৫৫-৫৫৬৬৮৯
ইমেইল: arun@alocht.org, info@alocht.org
ওয়েবসাইট: www.alocht.org

নোয়াখালী জেলা

২৯. দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা
২৪/৫, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১১৫৩৪৭, ০১৭১৫-৪৭৫২২২
ইমেইল: dusdhaka@gmail.com, dus.eddus@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.dusbangladesh.org

৩০. সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম ও ডাকঘর: চরবাটা
থানা: চরজব্বার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী
ফোন: ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫-০৪১২০২
ইমেইল: saifulislam@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sagarika-bd.org

রাঙামাটি জেলা

৩১. সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)
টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, ডাক: রাঙামাটি-৪৫০০
থানা: কোতোয়ালী, রাঙামাটি সদর, জেলা: রাঙামাটি
ফোন: ৩৫১-৬১০১৩, ৬২৯৮৭, ০১৮৩১-৮২৪৩৬৭
ইমেইল: cipdcht@yahoo.com
cipdcht@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.cipdauk.org

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা জেলা

৩২. অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট
ফ্ল্যাট: ই/৩ (৫ম তলা), বাড়ি: ২৭/এ, সংসদ এভিনিউ
মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১৪৪৫০২, ০১৭১১-১৭২৩২৩
ইমেইল: antarsd@agni.com
ওয়েবসাইট: www.antarsd.org

৩৩. অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ
বাড়ি: ৫৮ (৫ম তলা), রোড: ৩, ব্লক-বি
নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৬১৪১২, ০১৭১১-৮১৩৪৭০
ইমেইল: adi.bd.org@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.adibd.org

৩৪. আশা
আশা টাওয়ার, ২৩/৩, খিলজী রোড
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১১৪১৮, ৮১১৬৮০৪, ৮১১০৯৩৪-৫, ৮১১৯৮২৮
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২১৮৬১
ইমেইল: asabd@asa.org.bd
ওয়েবসাইট: www.asa.org.bd

৩৫. এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অব কমিউনিটি হেল্‌থ এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)
বাড়ি: ৭২, ফ্ল্যাট: ৫/এ, রোড: ০৩
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, শ্যামলী, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৬৪৩৩, ৯১১৪৮৭০, ০১৯৩৩-৪৫২৯৪৯
০১৭২০-৫৭৬০০৩, ০১৭১১-২৭৪৫৪৯
ইমেইল: arches.sirajgong@gmail.com

৩৬. এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্‌স (আরবান)
বাড়ি: ৫/৭/এ (৪র্থ তলা), ব্লক-ডি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১১৯৭৬২, ০১৯১৭-৭০৫৬০৪
ইমেইল: arbn@dhaka.agni.com
arban1984@yahoo.com

৩৭. এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল (আপ)
বাড়ি: খ-১৮৭ (৫ম তলা), মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৫৫০৫৫২৪০, ০১৭১২-২০৪৪৭৩
ইমেইল: aup@sambd.com

৩৮. বাসা ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ৪২, রোড: ৪, প্রিয়াংকা রানওয়ে সিটি, বাউনিয়া
তুরাগ, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৭১১-৫২৮২৮১, ০১৭৩০-০৪৪৯৬৭
ইমেইল: islambasa@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.basango.org

৩৯. বেডো
রহমান লুসিড টাওয়ার, ডি-২
১৯/৩ কাকরাইল, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৫৫৪৭৯৮, ৯৫৬৮৯০৬, ০১৯১১-৩৫৭৭৫৬
০১৯৮৫-৫০৩৫০১
ইমেইল: bedoco1993@gmail.com
ওয়েব: www.bedobd.org

৪০. বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস
বাড়ি: ৮/বি, রোড: ২৯, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৯৮৮৯৭৩২-৩, ০১৭১১-৪০৯৫৫২
০১৭১১-৬০৫৪১৬, ০১৭০৩-৫৯১১৪৬
ইমেইল: beesbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bees-bd.org

৪১. বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপল্‌স সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট
৬/২০ (৬ষ্ঠ তলা), হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১২১০২, ৪৮১১২৪০২
০১৭১৩-০০৪০০৯
ইমেইল: bastobbangladesh@gmail.com
info@bastob.org, ওয়েবসাইট: www.bastob.org

৪২. ব্র্যাক
ব্র্যাক সেন্টার
৭৫, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮১২৬৫, ৮৮২৪১৮০-৭, ৮৮৪০৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৩৫৪২, ৮৮২৩৬১৪, ৮৮৫১৯২৮
ইমেইল: general@bdmail.net
ওয়েবসাইট: www.brac.net

৪৩. ব্লাইন্ড এডুকেশন এ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)
৩/১, রোড: ১১, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৯০০৯৪৫১, ০১৯১১-৩২৩২৮০
ইমেইল: support@berdo-bd.org
ওয়েবসাইট: www.berdo-bd.org

৪৪. কারসা ফাউন্ডেশন
৭৪৯, সাতমসজিদ রোড
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১২০৬৩৪, ০১৭১৩-২০৪৬৮২
ইমেইল: carsafoundation@yahoo.com

৪৫. সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন
বাড়ি: ২৯, রোড: ১
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৭১৫৮৭, ০১৭১১-৫৩৭৬৬১
০১৭১১-২১৯১৮১
ইমেইল: carsa95@yahoo.com

৪৬. সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)
বাড়ি: ১/৮ (ব্লক-জি)
লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৭১১২১৫, ৮৭১৩১৩৭, ০১৭১৪-১৬১৬৫০
ইমেইল: ccdabd@gnbd.net, ccdacor@gnbd.net

৪৭. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
সিদীপ ভবন, বাড়ি: ১৭, রোড: ১৩
পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১৮৬৩৩, ০২-৪৮১১৮৬৩৪
ইমেইল: cdipbd@gmail.com, info@cdipbd.org
ওয়েবসাইট: www.cdipbd.org

৪৮. সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস)
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১১৭২৭০, ০১৭১৪-০৯৮৯০৩
ইমেইল: cmesmcw@gmail.com

৪৯. সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)
৭৬৮, সাতমসজিদ রোড
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২১৫০৪, ৯১৪৫৬৬৭
০১৭১৩-০০২৪২৬, ০১৭১৫-১৫০৫০৯
ইমেইল: cedarbangladesh@gmail.com

৫০. ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ)
৩৬/২, পূর্ব শেওড়াপাড়া
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮০৩৪৭৮৫-৬, ০১৭১১-৫২০৩৫১
০১৭১৭-০৯১৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০৫৯৬৮৪
ইমেইল: info@dorpbd.org
ওয়েবসাইট: www.dorpbd.org

৫১. ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট
বাড়ি: ৮৫২, রোড: ১৩
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৮-১১৪৮০০১১, ০১৮১১-৪৮০০২২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০
ইমেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd

৫২. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
বাড়ি: ৭৪১, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১২৮৫২০, ৮১২০৯৬৫
৫৮১৫১১৭৬, ০১৯২৬-৬৭৩১০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮৫৩৪১৩, এক্স: ১২৩
ইমেইল: dskinfo@dskbangladesh.org
ওয়েবসাইট: dskbangladesh.org

৫৩. আম্বালা ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ৬২, ব্লক: ক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২০০৪০, ৯১২৫০২৮
০১৭১১-৫২৭১৯৩
ইমেইল: info@ambalafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.ambalafoundation.org

৫৪. ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস এন্ড রিসার্চ (এফডিএসআর)
বাড়ি: ২১৬, আশকোনা মেডিকেল রোড
দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৬৭৬-১০৪৫৩৩, ০১৭১৮-৭১২১২৮
ইমেইল: fdsrho@gmail.com

৫৫. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ
খাদিমনগর, সিলেট, পিও বক্স: ৭০, সিলেট-৩১০০
ফোন: ০৮২১- ২৮৭০৪৬৬, ২৮৭১২২১
২৮৭০০২০, ০১৭১২-১৮৬১২৩
ইমেইল: fivdb1981@gmail.com
fivdb_ifsp@yahoo.com

লিয়াজোঁ অফিস
২/৫ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৮৯০৩, ৯১২২২০৭
ইমেইল: info@fivdb.net

৫৬. গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)
প্রধান কার্যালয়: ১০১, গার্লস স্কুল রোড
(নগর ভবন সড়ক), মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ০১৭১১-৫৪৭৭৮০, ০১৭৩৩-০৭৬০০০

লিয়াজোঁ অফিস
১৯-২০, আদর্শ ছায়ানীড় হাউজিং সোসাইটি
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৫৭৪৭, ৫৮১৫৫০৭৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫৫০৯৫
ইমেইল: gkt@bdcom.com, gktmfi@yahoo.com

৫৭. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
মির্জানগর, ভায়া: সাভার সেনানিবাস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
ফোন: ০১৭১৩-০৩৩৮৬২, ০১৭৫২-০০৪৬৫৫
ইমেইল: gk@citechco.net, dulal@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.gonoshasthayakendra.com

৫৮. গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা
১৩এ/৩এ, বাবর রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১৩৮৮০১
০১৭১৪-০৩৩৩৭৩, ০১৭১৬-২৬১৩৯৮
ইমেইল: info@gupbd.org

৫৯. হীড বাংলাদেশ
প্রধান সড়ক, প্লট-১৯, ব্লক-এ
সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৪৫৫৬, ৯০০১৭৩১
ইমেইল: heed@agni.com
ওয়েবসাইট: www.heed-bangladesh.com

৬০. হিলফুল ফুজুল সমাজ কল্যাণ সংস্থা
বাড়ি: ৮৭/ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪৬২০৬, ০১৭৩৩-০৯৩৭৭৭
০১৭৩৩-০৯৩৬১১
ইমেইল: hilfulfuzul@gmail.com
hfsks@bdonline.com

৬১. ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ২০, এভিনিউ: ২, ব্লক: ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৫৫০৭৫৩৮০, ০২-৫৫০৭৫৩৮১
ইমেইল: idf_bd92@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.idfbd.org

৬২. মানবিক সাহায্য সংস্থা
সেল সেন্টার, ২৯ পশ্চিম পান্থপথ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯১২৫০৩৮, ৯১৪৩১০০, ফ্যাক্স: ৯১১৩০১৭
ইমেইল: manabik@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.mssbd.org

৬৩. নিউ এরা ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয়: চর মিরকামারি
ডাকঘর: জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা

লিয়াজোঁ অফিস
৭০/এ, পুরানা পল্টন লেন, মমতাজ ভিলা (৩য় তলা)
ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩৩৩৮৩৯, ০১৭১৪-০২৯৫৪৯
ইমেইল: nef.org.bd@gmail.com

৬৪. পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি: ৫৪৮, রোড: ১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৫১১২৪-৬, ৯১২৮৮২৪, ০১৭১৩-০০৩১৬৬
০১৭৩০-০২৪৫১৫
ইমেইল: info@padakhep.org, padakhep@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.padakhep.org

৬৫. পল্লী বিকাশ কেন্দ্র
ওয়াসি টাওয়ার (১১ তলা)
৫৭২/কে, মিরপুর ডিওএইচএস রোড (ইসিবি চত্বরের
পাশে), মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১২০৬
ফোন: ৯১৩২৩৮৯, ০১৭১১-৫২৩২৬৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১১২৩৩৬
ইমেইল: info@pbk-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pbkbd.org

৬৬. পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী
পিএমকে ভবন, গ্রাম ও ডাকঘর: জিরাবো
আশুলিয়া, ঢাকা
ফোন: ০২-৪৪০৭১০০৬

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২৩, ফ্ল্যাট: ২/এ, ২/বি, রোড: ১৩/এ
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০১৮৭৭-৭০৩০০০
ইমেইল: humayunkabirdd@gmail.com
akmal_pmk@yahoo.com

৬৭. পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
ড. তোফায়েল পল্লী শিশু ভবন, বাড়ি: ৬/এ, বড়বাগ
সেকশন: ২, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০৩৩৬২৮, ০১৭১৫-০২২০৯০
০১৭৮২-১৭৭০৫৬
ইমেইল: psf.micro@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.pallishishu.org

৬৮. পিদিম ফাউন্ডেশন
প্লট: এ-৭৬, রোড: ডাব্লিউ-১, ব্লক-এ
ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী ফেজ-২
রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৫৮৭৪, ০১৭২৭-৭৮০০৬৪
০১৭১৩-৩৩৭৬৭০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮০১৮১৪৪
ইমেইল: pidimfoundation.bd@gmail.com

৬৯. পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২১০৪৯, ৯১৩৭৭৬৯, ৯১২২১১৯
০১৭১১-৫৩৬৫৩১, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১৩০০১৪
ইমেইল: popibd-ed@yahoo.com

৭০. প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
ফান কাশানা, ফ্ল্যাট: ৩এ/বি, বাড়ি: ৪১, রোড: ৬, ব্লক-সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, ফোন: ০১৭১৬-০০২০২১
ইমেইল: prismbdf@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pbf.org.bd

৭১. প্রদীপন
সাহেব বাড়ি রোড, মহেশ্বরপাশা. দৌলতপুর, খুলনা- ৯২০৩
ফোন: ০১৭১৩-২০৫৪৩৭, ০৪১-২৮৭০০০৮
০১৭১৪-৬৩১১০৭
ইমেইল: ho@prodipan-bd.org
ed@prodipan-bd.org
ওয়েবসাইট: prodipan-bd.org

৭২. আরডিআরএস বাংলাদেশ
বাড়ি: ৪৩, রোড: ১০, সেকশন: ৬
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন: (৮৮-০২) ৫৮৯৫১৮০২, ০১৭১৩-৩৭৯৬৬০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৯৫৪৩৯১
ইমেইল: rdrs@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.rdrsbangla.net

৭৩. রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ি: ২০ (নতুন), রোড-১১ (নতুন), ৩২ (পুরানো)
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৫৮১৫২৪২৪, ০১৭১১-৫৪৮৭৯০
ফ্যাক্স: ৮১৪২৮০৩
ইমেইল: ricdirector@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ric-bd.org

৭৪. সাজেদা ফাউন্ডেশন
অটবি সেন্টার, (৬ষ্ঠ তলা), প্লট: ১২
ব্লক: সিডাব্লিউএস (সি), গুলশান সাউথ এভিনিউ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৯০৫১৩, ৯৮৫১৫১১, ০১৭৭৭-৭৭৩০০১
ইমেইল: sajida@sajidafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.sajidafoundation.org

৭৫. সোস্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি (সাস)
সি-২৫, জলেশ্বর, শিমুলতলা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ৭৭৪২৪০৩, ৭৭৪৬২২৯, ০১৬৭৮-৬৭৮৮৭৭
০১৬৭৮-৬৭৮৮৫৫, ০১৬৭৮-৬৭৮৮০০
ইমেইল: sushelp360@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sus-bd.org

৭৬. সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)
বাড়ি: ২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১২২২১০, ০২-৯১৩৮৬৮৬
০১৭১১-৮১৫০৫৩, ০১৭৩০-৩৩০৭০৩
ইমেইল: sdi.hoffice@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdi.org.bd

৭৭. সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট)
শেখ রাসেল সড়ক, শমশেরাবাদ, লক্ষ্মীপুর

লিয়াজোঁ অফিস
৮/৩, সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা
ফোন: ৯৫৫৯২৯৫, ০১৭৪২-৬১৪১৫১
০১৭১২-১৯৪৮৫৬, ০১৭২১-২৩৪৭৮০
ইমেইল: sopiret@gmail.com
sopiretdhaka@gmail.com

৭৮. সোশ্যাল এসিসট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালি ভালনারেবল
৮৬/১, উত্তর আদাবর, জমিরুন্নেসা প্যালেস
ফ্ল্যাট: ১সি-১ডি, আদাবর বাজার রোড
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১২৯৬৯৮, +৮৮ ০২ ৯১২৯৮৩৮
০১৭১১-৫৪৬৮৬০
ইমেইল: sarpv.1989@gmail.com
shahidul@sarpv.org, ওয়েবসাইট: www.sarpv.org

৭৯. সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ
বাড়ি: ০৫, রোড: ০৪, ব্লক-এ, সেকশন-২
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৯০১২৭৮২, ৮৮-০২-৮০৩২২৪৩
০১৭১১-৫৪০৯৭৯, ০১৯৩৫-৯২১৩৫৬
ইমেইল: seepchildrights@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.seep.org.bd

৮০. সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
গ্রাম ও ডাকঘর: শৈলেন, ধামরাই, ঢাকা
ফোন: ০১৭১৩-০০৫৩১৪, ০১৭৩০-০৩৮৫০২
ইমেইল: sojag86@yahoo.com

৮১. সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলাদেশ
বাড়ি: ৬৩, ব্লক: ক, মোহাম্মদপুর হাউজিং
পিসি কালচার এন্ড ফার্মিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৭২০-২০০০৩০ (নির্বাহী পরিচালক)
ইমেইল: sapbdesh@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sapbd.org

৮২. স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৫/৫, ব্লক- সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৬৫৫৮, ৯১১৬৮০৮

৮৩. কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট
মেট্রো মেলোডি, বাড়ি: ১৩ (২য় তলা)
রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫
০১৭১১- ৫২৯৭৯২, ০১৭১৩-৩২৮৮৩৫
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২-৯১২৯৩৯৫
ইমেইল: info@coastbd.org,
tarik.coast@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.coastbd.org

৮৪. তরঙ্গ
২৮২/৫, ১ম কলোনী, মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৯০৩৪৩৪১, ৯০২৫৩৬৯, ০১৭১৫-০২৪১১০
ইমেইল: wedptar@yahoo.com
wedptar@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.tarango-bd.org

৮৫. টিএমএসএস
টিএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫, পশ্চিম কাজীপাড়া
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৫৫০৭৩৫৪০, ৫৫০৭৩৫৩০
৫৫০৭৩৫৮৬, ৯০১৩৬৫৯
ফ্যাক্স: ৯৩৪৮৬৪৪, ৯০০৯০৮৯
ইমেইল: tmsseshq@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.tmss-bd.org

৮৬. উদ্দীপন
বাড়ি: ৯, রোড: ০১, ব্লক- এফ
জনতা কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৪৫৯, ৯১৪৫৪৪৮
ফ্যাক্স: ৯১২১৫৩৮, ০১৭১১-৫০০০২০
ইমেইল: udpn@agni.com
ওয়েবসাইট: www.uddipan.org

৮৭. উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি
৫/১০ (নীচ তলা), হুমায়ূন রোড
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৯১৪০৯০২, ০১৯৭৭-৪১৯১১০
ইমেইল: udps_dhaka@yahoo.com

৮৮. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড
আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭৪৫৪১২, ০১৭১৩-০৩০৮৮৫
০১৭৭৮-২৮০২০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৭৭৪৫৭৭৯
ইমেইল: info@vercbd.org
ওয়েবসাইট: www.vercbd.org

৮৯. লিয়া হেল্‌থ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৪ নিউ চাষাঢ়া, দোপাপট্টি রোড
জামতলা, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৩-০৬৮৮৯১
ইমেইল: leyafoundation@yahoo.com

৯০. সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
২৬, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১১৪৪৯৭, ০১৭১১-৫৬০০৬৫
ইমেইল: sheva@bol-online.com

৯১. শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড উইমেন
বাড়ি: ৪, রোড: ১, ব্লক-এ, সেকশন-১১
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮৮১০৭০০, ০১৮১৯-২১৮২৬৭
০১৮৪৭-০৯৯৫৪১, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬১৬৩৮৮
ইমেইল: info@sfdw.org
ওয়েবসাইট: www.sfdw.org

৯২. ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩ বি, ব্লক: বি, খিলজি রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩
০১৭১৩-৩৩৭৫৫৫
ইমেইল: info@wavefoundationbd.org
ওয়েবসাইট: www.wavefoundationbd.org

ফরিদপুর জেলা

৯৩. আমরা কাজ করি (একেকে)
রওশন আরা মঞ্জিল, ৩৫/৭/১ উত্তর কমলাপুর
ডাকঘর + উপজেলা: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর
ফোন: ০৬৩১-৬৩৯৪৪, ০১৭৩১-১৮৭৫৬৯
০১৭১২-০০১২৩৩, ০১৭১৯-৬২৮৮৮৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১-৬৩৯৪৪
ইমেইল: amrakajkory@yahoo.com

৯৪. দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টা (ডি.এন.পি)
ভাসানচর, মঙ্গলডাঙ্গি
অম্বিকাপুর, ফরিদপুর-৭৮০২
ফোন: (০৬৩১) ৬২৭১২, ০১৭১৬-০৯১৮০৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১/৬৪৪৬
ইমেইল: dnpfpur@yahoo.com

৯৫. পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি
শাপলা সড়ক, আলীপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
ফোন: (০৬৩১) ৬৪৩০৪, ০১৭১১-৩৫২৬৮৬
ইমেইল: ppssfaridpur@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ppssbd.org

৯৬. সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)
জামান মঞ্জিল, রোড: ১, গোয়ালচামট
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর-৭৮০০
ফোন: (০৬৩১) ৬৫৮৫৪, ০১৭১৪-০২২৯৮৭
ইমেইল: sdc.bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sdcbd.org

গাজীপুর জেলা

৯৭. সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড)
বাড়ি: ৩০৭/১ (৬ষ্ঠ তলা), রোড: ৮/এ (নতুন)
১৫ (পুরানো), পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০১৭১১-৬০৮২৮৮, ০১৬২৭-৯৯৮২৯৭
০১৭১১-৭৮৬৫৫৩
ইমেইল: creeddhaka@gmail.com
creedgfsc@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.creed-bd.org

কিশোরগঞ্জ জেলা

৯৮. অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
যামিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

লিয়াজোঁ অফিস
২৭১/৭ (নীচ তলা), জাফরাবাদ, শংকর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৯৪১০, ০১৭১১-৬২২৬০৯
ইমেইল: oradhakaora@yahoo.com

মানিকগঞ্জ জেলা

৯৯. এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)
বেউথা রোড, মানিকগঞ্জ টাউন, মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭১০২৬৪, ৭৭১১০৮৫
০১৫৫২-৩১৩৯১৯, ০১৯৩২-৭১৫৮৩৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-০২-৭৭১১০৮৬, ০৬৫১-৬২০৮৬
ইমেইল: arab-bd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.arab-bd.org

১০০. গ্রামীণ সেবা সংস্থা (জিএসএস)
৭৪/১, বনগ্রাম আবাসিক এলাকা (গঙ্গাধর পট্টি)
মানিকগঞ্জ সদর-১৮০০
ফোন: ০১১৯৯-৮৪০১৯৩, ০১৭১৫-১৮৬৭১৫
ইমেইল: gssmanikgonj@gmail.com

১০১. স্যোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এ্যাকশন প্রোগ্রাম (সিডাপ)
প্যারাডাইস হল রোড, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
ফোন: ০১৬৭৩-৩২৭৬১৬, ০১৬২৭-১৮৯০৫৭

মুন্সিগঞ্জ জেলা

১০২. আরাম ফাউন্ডেশন
ভবেরচর, কলেজ রোড
ডাকঘর: গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৪-০৯৪২৮৭, ০১৮১৬-৯০০৬২৪

রাজবাড়ী জেলা

১০৩. কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)
রেড ক্রিসেন্ট প্লাজা (৩য় তলা)
১নং বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী সদর
রাজবাড়ী-৭৭০০
ফোন: ০১৭১৬-০৮০৩১৯, ০১৭১১-৮৪৯৩৪০
ইমেইল: kksrajbari2010@yahoo.com

১০৪. ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ৬৫, দক্ষিণ ভবানীপুর
রাজবাড়ী-৭৭০০
যোগাযোগ: ০৬৪১-৬৫৫৭৯, ০১৭৩০-৪৪৯৫৪০
ইমেইল: vpkafoundation@outlook.com
vpka.credit@hotmail.com

শরীয়তপুর জেলা

১০৫. নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)
ডাকঘর+থানা: নড়িয়া, শরীয়তপুর-৮০২০
ফোন: (০৬০১) ৫৯১৫৪, ০১৭১৮-২৩৯৭৪৪
ইমেইল: nusa_bd@yahoo.com

লিয়াজোঁ অফিস
প্লট: ৩০/এ, রোড: ৪, সেক্টর-৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ৮৯১২৮৪০, ০১৮১৯-৪১০৯১৩

১০৬. এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
সদর রোড, শরীয়তপুর-৮০০০
ফোন: (০৬০১) ৬১৬৫৪, ০১৭১৪-০১১৯০১
ফ্যাক্স: ০৬০১-৬১৫৩৪
ইমেইল: sds.shariatpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdsbd.org, info@sdsbd.org

শেরপুর জেলা

১০৭. রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)
৪৯, গৃদ্দা নারায়ণপুর
শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০
ফোন: ০৯৩১-৬২৪০৪, ০১৭১১-১৮৬৭০৩
ইমেইল: rdssher@gmail.com

টাঙ্গাইল জেলা

১০৮. সামাজিক সেবা সংগঠন
পাথরাইল
দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬২৬৯৬, ০১৭১৬-৪০১৫৬৯
ইমেইল: samajiksebashonghothon@yahoo.com

১০৯. সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (এসইউএসএস)
সাথী সিনেমা হল রোড
মধুপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২২৮-৫৬৩২৬, ০১৭১১-৪৪৭০২৮
০১৯২২-০৪৬৩০৩
ইমেইল: tapan.gun@gmail.com

১১০. সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (এসআরসি)
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০১৭১২-৯৭১৬৫৮, ০১৭২৯-৮৬৩৩৫৭

১১১. সোসাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি-সেতু
প্লট: ৯১, ব্লক: ২, রোড: ১২
টাঙ্গাইল হাউজিং এস্টেট
পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়া
টাঙ্গাইল- ১৯৯০
ফোন: ৮৮-০৯২১-৬৩৬৭৪, ০১৭১১-৫৬৭৩৯৩
ইমেইল: satu@bol-online.com
ওয়েবসাইট: www.satu-bd.org

১১২. সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
বাড়ি: ৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৫০০৮৩৩৪, ০২-৫৫০০৮৩৩৫
ই-মেইল: ssstgl@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sssbangladesh.org

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপুর জেলা

১১৩. প্রোগ্রেস (একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা)
৩৩০, দেওয়ান পাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর
ফোন: (০৯৮১) ৬৩১১৬, ০১৭১-৩৫৬১২৪২
ইমেইল: progressmfi@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.progressbd.org

ময়মনসিংহ জেলা

১১৪. আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
স্বপ্ন কুটির, বাড়ি: ৫/১৭
ভালুকা পৌরসভা, ময়মনসিংহ
ফোন: (০৯০২২) ৫৬২৬৮, ০১৭১৩-০৩১৫৫১
ইমেইল: aspadabd@yahoo.com

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১৯৩, রোড: ১ (২য় তলা) (উত্তর)
নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

১১৫. গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)
কানিজ মহল ১০২
ডিবি রোড, সেহড়া মুন্সী বাড়ি, ময়মনসিংহ
ফোন: ০৯১-৬২৯৯৩, ০১৭৭৮-০৫৫৫৩৫
০১৭১৩-৫০৩৯৮২
ইমেইল: ngo-gramaus@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gramausbd.org

১১৬. পরশমনি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
বগারবাজার, গ্রাম ও ডাকঘর: গুজিয়াম
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ফোন: ০১৭১৬-০৮১২৭৪
ইমেইল: porashmoni@gmail.com

নেত্রকোণা জেলা

১১৭. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোণা-২৪০০
ফোন: ০৯৫১-৬১৫৬৬, ০১৮৩৯-৯৭৪২০০
০১৮৩৯-৯৭৪২০২, ফ্যাক্স: ০৯৫১-৬১৭৬৬
ইমেইল: sabalambysus@yahoo.com

১১৮. শ্রম উন্নয়ন সংস্থা
এনআই খান ভবন, মুক্তারপাড়া, নেত্রকোণা
ফোন: ০১৭১২-০০৬৮১৬
ইমেইল: dinakhan1@hotmail.com

খুলনা বিভাগ

বাগেরহাট জেলা

১১৯. শাপলাফুল
দশানি, বাগেরহাট- ৯৩০০
ফোন: (০৪৬৮) ৬৩৩২৭, ০১৭১১-৯৬৫৮২৯
ইমেইল: shaplaful04@yahoo.com
sfngo15@gmail.com

১২০. ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ভিডিএফ)
উপজেলা পরিষদ রোড
বড়াইখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৫৬৫৬০০৮, ০১৭১৫-৫৪৮৬৬৭
ইমেইল: amirvdf@gmail.com

চুয়াডাঙ্গা জেলা

১২১. আত্মবিশ্বাস
বিশ্বাস টাওয়ার, সিনেমা হল পাড়া
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬৩৮২৮, ০১৭১৪-০৯০৪০২
ইমেইল: atmabiswas_ngo@yahoo.com

১২২. জনকল্যাণ সংস্থা (জেকেএস)
এতিমখানা রোড, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬২৭৯৭, ০১৯৬৬-৭৮৪৬৪৭
০১৭১২-৯২৭৪৫১, ০১৭১২-৯৩২১০৩
ইমেইল: jksbangladesh@yahoo.com
ওয়েব: www.jks-bd.org

যশোর জেলা

১২৩. আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
চাঁচড়া চেক পোস্ট, পুলেরহাট, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬১৪৪৭৬১৪৪৮, ০১৮৭৪-০৭৫১০১
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৮০৭
ইমেইল: addinjsr@gmail.com

ঢাকা অফিস
আদ্-দ্বীন হাসপাতাল
২, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৫৩৩৯১-৩, ০১৭১১-৫৩২০৪৮
০১৭১১-৮২৭৯২২, ফ্যাক্স: ০২-৮৩১৭৩০৬
ইমেইল: addinjsr@gmail.com info@ad-din.org
ওয়েবসাইট: www.ad-din.org

১২৪. অগ্রগতি
গ্রাম: কাকবন্ধাল, ডাকঘর: সারুটিয়া
কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: ০১৭১১-৩৬১০১৭, ০১৭২২-৩৯৪৯০৩
ইমেইল: agragatibd@gmail.com

১২৫. বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
রাজঘাট, নওয়াপাড়া পৌর এলাকা
অভয়নগর, যশোর
ফোন: ০২-৪২১৪৪২৮৫, ০১৭১৪-৩০৩৪৫৪
ইমেইল: bkfmfi@gmail.com
bkfmfi@yahoo.com

১২৬. জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: (০৪২১) ৬৮৮২৩, ৬১৯৮৩
০১৭১১-৮৯৯২৫৯, ফ্যাক্স: ৮৮-০৪২১-৬৮৮২৪
ইমেইল: mfpjcf@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.jcf.org.bd

১২৭. রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
আরআরএফ ভবন, সিএন্ডবি রোড, কারবালা
পোস্ট বক্স: ০৭, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬৬৯০৬, ০৪২১-৬৫৬৬৩
০৪২১-৬৮৪৫৭, ০১৭১৩-০০০৯২৬
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৫৪৬
ইমেইল: admin@rrf-bd.org, info@rrf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.rrf-bd.org

১২৮. সমাধান
সমাধান ভবন
উপজেলা রোড, কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: (০৪২২৬) ৫৬৫৪৯, ০১৭১১-১৩১২৫০
ইমেইল: samadhan_rezaul@yahoo.com
samadhan.mis1987@gmail.com

১২৯. সেভিয়র
সেজান প্লাজা, পুলেরহাট, ছনছড়া, যশোর
ফোন: ০৪২১-৬৬৬২২, ০১৭১২-০৪০৭০০
ইমেইল: saviourjessore@gmail.com

১৩০. শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
২২/এ, মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: ৮৮-০৪২১-৬৫১১৫, ০১৭১১-৪৮৯৮৮৩
ইমেইল: snf_mfp@yahoo.com
shishu_niloy@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.snf-bd.org

ঝিনাইদহ জেলা

১৩১. সৃজনী ফাউন্ডেশন
১১১, পবাহাটি রোড, পবাহাটি
ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০৪৫১-৬২৭৯১, ৮০৬০৭২৫, ৮০১৬০৬৮
০১৯২২-৩৭৩০০০, ফ্যাক্স: ৮৮-০৪৫১-৬৩৩৪৬
ইমেইল: srijonyfoundation@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
সৃজনী ভবন, প্লট: ৩, রোড: ১, ব্লক: এ
সেকশন: ২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৮০১৬০৬৬, ০১৬১১-২১৭৩২৪
০১৯২৬-৮৮৮৫৮৮
ওয়েবসাইট: www.srijonyfoundation.org

১৩২. রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো)
এইচএসএস রোড
মডার্ন মোড় (১নং পানির ট্যাংকের সামনে)
ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০১৭১১-৫৭১৯৪২
ইমেইল: rhecoorgnjh@gmail.com

খুলনা জেলা

১৩৩. বাংলাদেশ রুরাল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর গ্রাবস্ট্রিট ইকোনমি (ব্রিজ)
বাড়ি: ৭, রোড: ১১৩
খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, খুলনা
ফোন: (০৪১) ৭৬০০৩৮, ০২-৯১৩৯৪২০
০১৭১১-৮০৭৭৪০
ইমেইল: maksudulalom71@gmail.com
bridge@khulna.bangla.net

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৫৬০, রোড: ৮, বি/৫
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১৩৯৪২০, ০১৭১১-৮০৭৭৪০
ইমেইল: zhbali59@yahoo.com

১৩৪. নবলোক পরিষদ
বাড়ি: ১৬৩, রোড: ১১, নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭২০১৫৫, ০১৭৪৫-৮৮৪৪৮৮
০১৭১১-৮৪০৯৫৭
ইমেইল: nabolok@nabolokbd.org
nabolok@khulna.net

১৩৫. প্রগতি সমাজকল্যাণ সংস্থা (পিএসএস)
গ্রাম: বরুনা, ডাকঘর: বরুনা বাজার
ডুমুরিয়া, খুলনা

লিয়াজোঁ অফিস
হাসপাতাল রোড, ডাকঘর: নোয়াপাড়া
অভয়নগর, যশোর
ফোন: ০১৭১৪-৬৬২৮৩৫, ০১৭২৭-৬৭৫৩০০
ইমেইল: progoti_khulna@yahoo.com

১৩৬. উন্নয়ন
বাড়ি: ৩৬৬, রোড: ১৯
নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭৩২৪৩৮, ০১৭১৫-৯১৫৫০৮
ইমেইল: unnayanngo@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.unnayan-bd.org

কুষ্টিয়া জেলা

১৩৭. অ্যাক্শন্ ফর হিউম্যান ডেভেলপ্মেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)
বাড়ি: ৫৪৬ (২য় তলা)
উপজেলা রোড, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-১৪৫৩৩৮, ০১৮৪৫-৯৮২৪৮০
ইমেইল: ahdo.kushtia@gmail.com

১৩৮. দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
দিশা টাওয়ার, উপজেলা মোড়
ঝিনাইদহ মহাসড়ক, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৭৩৪০২, ৫৪০২৩, ০১৭১১-২১৭৬২৩
০১৭৬৭-৪২১৪৮২
ফ্যাক্স: ০১৭-৫৪০২৩
ইমেইল: imfo@desha.org.bd
desha_bd@yahoo.com

১৩৯. KPUS (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা)
১৮/৫, ১নং মসজিদ বাড়ি লেন
আরুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: ০৭১-৬২০৫৬, ০১৭১১-৩১০১২৬
ইমেইল: kpus_bd23@yahoo.com

১৪০. স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পিপাসা)
৪১/৩০, দাদাপুর রোড, মঙ্গলবাড়িয়া, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১৬-০৭৮৭৫৩
ইমেইল: pipasakus@yahoo.com

১৪১. সেতু
টিএন্ডটি কলোনি রোড
কোর্টপাড়া, পোস্ট বক্স: ১০, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৬২০২৯, ৬১৬১০
০১৭২০-৫০৭৬৩৬, ০১৭২০-৫০৭৭০০
ইমেইল: info@setubd.org
setu.orgbd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.setubd.org

১৪২. শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি
বাড়ি: ২৭, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ রোড
পশ্চিম মজমপুর, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-১১২৩২০
ইমেইল: shiropa_2011@yahoo.com
shiropa2011@gmail.com

মাগুরা জেলা

১৪৩. রোভা ফাউন্ডেশন
৯১/১, স্টেডিয়াম পাড়া (পশ্চিম), মাগুরা
ফোন: ০৪৮৮-৬৩৪২২, ০১৭১১-৮০৭৩৫২
ইমেইল: rovafoundation@yahoo.com

মেহেরপুর জেলা

১৪৪. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)
ফুলবাগান রোড, মুখার্জী পাড়া
ডাকঘর ও থানা: মেহেরপুর-৭১০০
ফোন: ৮৮-০৭৯১- ৬২৬২৯
০১৮১২-৯০৭৫৫৫, ০১৭২৭-০৫৯১১১
ইমেইল: dbsed.org@gmail.com

১৪৫. পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
বাঁশবাড়িয়া, গাংনি, মেহেরপুর-৭১১০
ফোন: ০৭৯২২-৭৫০৪৬, ০১৭১১-২১৮৮১৯
০১৭১২-২৭৯৪৬৭
ইমেইল: psksmeherpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.psks-gm.org

নড়াইল জেলা

১৪৬. নড়াইল আশার আলো ফাউন্ডেশন
রূপগঞ্জ বাজার, ভুয়াখালী, রতনগঞ্জ, নড়াইল-৭৫০১
ফোন: ০৪৮১-৬২৯১৫, ০১৭১১-৪৮৬১৯৫
ইমেইল: ashar_alo@yahoo.com
asharalonrl@gmail.com

সাতক্ষীরা জেলা

১৪৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
গ্রাম: পনিয়া, ডাকঘর: ওবায়দুরনগর
থানা: কালিগঞ্জ সদর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১৫-৩৫০৭৬৬, ০১৭৯৯-০৫৮৩২০
ইমেইল: masukkaligonj@gmail.com

১৪৮. নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন
নওয়াবেঁকী বাজার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১১-২১৮১৯৭, ০১৭১১-৮৬৪৬০৪
ইমেইল: ngfbd1@yahoo.com

১৪৯. সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
ডাকঘর ও থানা: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: +৮৮-০৪৭২৭-৫৬২৫২, ০১৭১১-৮২৯৪৯২
ইমেইল: sus_ngo@yahoo.com

১৫০. উন্নয়ন প্রচেষ্টা
গ্রাম ও ডাকঘর: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: ০৪৭২৭-৫৬১৫৬, ০১৭১১-৪৫১৯০৮
ইমেইল: unnpro07@gmail.com

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া জেলা

১৫১. ফোকাস সোসাইটি
হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া-৫৮২০
ফোন: (০৫০২৫)-৭৫১১৫, ০১৭৩৩-৩৩১২৫৬
০১৭৩৩-৩৩১২৫২
ইমেইল: focus_society@yahoo.com
focussocietybd@gmail.com

১৫২. গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০
ফোন: ০৫১-৭৮২৬৪/৬৯৯৭৬, ০১৭১৪-০০৪০১৫
০১৭৩৩-৩৬৬৯৯৯
ইমেইল: gukbogra@yahoo.com
guk.bogra@gmail.com

১৫৩. নোবেল এডুকেশন এন্ড লিটারেরী সোসাইটি
নারুলী পশ্চিমপাড়া, সারিয়াকান্দি রোড, বগুড়া
ফোন: ০১৭৬৭-৯৮২৯৯০, ০১৭২৮-৩৯৮৭৫০
ইমেইল: noblesociety23@gmail.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

১৫৪. প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি (পিএমইউএস)
বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০
ফোন: ০৭৮১-৫১৫০১, ০১৭১৪-০২৯৪৮৪
ইমেইল: proyasbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.proyas.org

জয়পুরহাট জেলা

১৫৫. এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)
মাদ্রাসা রোড, হোল্ডিং নং: ৪৬৬, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬৩৫৬৯, ০১৮১৯-৭৮৪০০৮
০১৭১১-৯৬৮৭৯৭, ইমেইল: asojoy@bttb.net.bd

১৫৬. জাকস ফাউন্ডেশন
সবুজনগর, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬২৯৮৪, ০১৭১১-০৬৩২১৬
ইমেইল: jakas.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট: jakas-bd.org

১৫৭. জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)
বাড়ি: ৪৭৬/১, চৌধুরীপাড়া
পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: (০৫৭১) ৬২০৩৮, ০১৭১৫-০২৪১৬৪
০১৭১৩-৪৪২৯০২, ০১৭১৩-৪৪২৯০৫
ফ্যাক্স: ০৮৮-০৫৭১-৫১০১৬
ইমেইল: jrdmngo95@gmail.com

নওগাঁ জেলা

১৫৮. বরেন্দ্রভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: মহিনগর, ডাকঘর: শুজাইল হাট
মহাদেবপুর, নওগাঁ, ফোন: ০১৭১০-০৬০৭৩৫
ইমেইল: bsdo.mohinagar86@gmail.com

১৫৯. দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
চকরামপুর, কাঁঠালতলী, সান্তাহার রোড, নওগাঁ-৬৫০০
ফোন: ৮৮০-৭৪১-৬২০৭২, ০১৭১৭-৫৪৮৫১৪
ইমেইল: dabi@rocketmail.com

১৬০. মৌসুমী
উকিলপাড়া, নওগাঁ
ফোন: (০৭৪১)-৬১১৩১, ০১৭১১-০৪৩৬৭০
ইমেইল: ranamousumi@yahoo.com

নাটোর জেলা

১৬১. এ্যাকসেস টুওয়ার্ডস লাইভলিহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (আলো)
নীলাচল, বাড়ি: ৮১/১, হাজরা নাটোর, নাটোর-৬৪০০
ফোন: ০৭৭১-৬১২৫৫, ০১৭৪০-৯৩৩৮৮৩
০১৭১১-৩৮৪২৯৮
ইমেইল: alwonat@gmail.com

১৬২. আভা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
ডাকঘর: গোপালপুর, উপজেলা: লালপুর, নাটোর
ফোন: ০১৭১১-৪৫৩৭৫৩
ইমেইল: avango2008@gmail.com

পাবনা জেলা

১৬৩. অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)
চক রামানন্দপুর, ঈশ্বরদী রোড
গাছপাড়া, পাবনা-৬৬০০
ফোন: ০১৭১২-৬৫১৬৩৬, ০১৫৫২-৩৮৯২৪৭
ইমেইল: osaca_pabna@yahoo.com
ওয়েবসাইট: osacabd.org

১৬৪. পাবনা প্রতিশ্রুতি
বাড়ি এ/৫, ব্লক- জে (আলিয়া মাদ্রাসার পূর্ব দিকে)
রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা-৬৬০০
ফোন: (০৭৩১) ৬৬১৯৯, ০১৭১১-১২৩৭০৯
০১৮৬৫-০৩৫৩৫১, ০১৭১১-৪৮৪২৯০
ইমেইল: protishruti@gmail.com

১৬৫. প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)
রাধানগর, মক্তব মোড়, পাবনা
ফোন: ০৭৩১-৬৬৯৬৯, ০১৭১৬-৫৩৫০৮১
০১৭১৪-৮১৩৫৬১, ০১৭৯৮-৬১৪৭১২
ইমেইল: pcdpabna17@yahoo.com
pcdpabna18@gmail.com

রাজশাহী জেলা

১৬৬. এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
বাড়ি: ৪১, সাগরপাড়া, রাজশাহী- ৬১০০
ফোন: (০৭২১)-৭৭০৬৬০, ০১৭১১-৮১৯৫১৩
০১৭৬৮-৫৮৯৭২৬
ইমেইল: acdbd@yahoo.com

১৬৭. আশ্রয়
গ্রাম: পাকুরিয়া, ডাকঘর ও উপজেলা: পবা, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৬০৫৪৫, ০১৭১১-৪২৭২১৯
০১৭১৩-৩৮৩২৮৮
ইমেইল: ashrai@librabd.net
ওয়েবসাইট: www.ashraibd.org

১৬৮. সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ-বারিন্দ (কার্ব)
বাড়ি: ১৮৪, সেক্টর: ০৩
উপশহর হাউজিং এস্টেট, সপুরা
রাজশাহী- ৬২৯০
ফোন: (০৭২১) ৭৬১৪০৭, ০১৭১৪-২২২৮১৪
ইমেইল: carbbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.carb-bd.info

১৬৯. অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল এন্ড ইকোনমিকাল ডেভেলপমেন্ট (ওসেড)
গ্রাম: শ্রীপুর
ডাকঘর ও উপজেলা: বাগমারা, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১২-২০৫৩৮৩
ইমেইল: shaiful.osed@gmail.com

১৭০. পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও)
নওহাটা, পবা, রাজশাহী- ৬২১৩
ফোন: ০৭২১-৮০০১৯০, ০১৭১১-৩১৮৬৬২
০১৫৫২-৩৯৯৩৩২
ইমেইল: pdoraj6213@yahoo.com

১৭১. সচেতন সোসাইটি
সুগন্ধা, বাড়ি: ২৪৫, ডাকঘর: সপুরা
থানা: বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন: (০৭২১) ৭৭১৬০২, ৮১২৫৬০
০১৭১৩-১৯৫৪০০, ০১৭২১-১৬৫৭৪৩
০১৭৯৩-০৪০২৭০
ইমেইল: sachetanraj@yahoo.com
sachetanraj@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sachetansociety.com

১৭২. শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
৩৭, ফিরোজাবাদ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১২-৭৭২৪৪৬, ০১৭১১-৭৭২৪৪৬
ইমেইল: shaplango_99@yahoo.com

১৭৩. শতফুল বাংলাদেশ
গ্রাম ও ডাকঘর: জাহানাবাদ
মোহনপুর, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১১-০৬২৭৬৭, ০১৭১৩-১৯৫৩০২
ইমেইল: shataphool@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.shataphoolbd.org

সিরাজগঞ্জ জেলা

১৭৪. মানব মুক্তি সংস্থা
গ্রাম: খাস বাড়া শিমুল
ডাকঘর: বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু পশ্চিম সাব
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭০৩
ফোন: ০১৭১৩-০০২৮৫০, ০১৭২৮-৭০৫৯৮০
ইমেইল: hbaharmms@gmail.com

১৭৫. মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এমডিও)
সনি আবাসিক এলাকা
মুজিবসড়ক, বাড়ি: ৪৪/২ (নীচতলা)
ডাকঘর+উপজেলা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৬-৩৭৮৭৮৯
ইমেইল: moderndo@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
গ্রাম: মিরপুর বিরালাকুঠি
ডাকঘর ও উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর
জেলা: সিরাজগঞ্জ

১৭৬. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদ নগর
কামারখান্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩
ফোন: ০৭৫১-৬৩৮৭৭, ০১৭১৩-৩৮৩১০০
০১৭১৩-৩৮৩১১২, ফ্যাক্স: ০৭৫১-৬৩৮৭৭
ইমেইল: akhan_ndp@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ndpbd.org

১৭৭. প্রোগ্রামস ফর পিপল্‌স ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
গ্রাম: শক্তিপুর, ডাকঘর ও থানা: শাহ্‌জাদপুর
সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০
ফোন: ০৭৫২৭-৬৪৩৫২, ০১৭১৩-৪৪০২০০
ইমেইল: ppdshahzadpur@gmail.com

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর জেলা

১৭৮. আল ফালাহ্ আম উন্নয়ন সংস্থা (আফাউস)
গ্রাম ও ডাকঘর: রাজবটি
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
ফোন: (০৫৩১) ৬৫২৬৪, ৫২৭৭১
০১৯১৯-১৮৮৪৪০, ০১৭৬২-৯৬১৩২৮
ইমেইল: afaus03@yahoo.com
afausbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.afaus-bd.org

১৭৯. গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
হলদিবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৩-১৬৩৫০০, ০১৭১৩-১৬৩৫০১
ইমেইল: gbkpbt@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gbk-bd.org

১৮০. মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
নিমনগর, বালুবাড়ি, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন: ০৫৩১- ৬৪৪৩৩, ০১৭১২-৬৩৯২৫৯
০১৭১৬-৮৮৪৮৫০, ০১৭৫১৪-৬৪৭৬৭
ইমেইল: razia.mbsk@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mbskbd.org

১৮১. পল্লীশ্রী
পল্লীশ্রী রোড, বালুবাড়ি, দিনাজপুর- ৫২০০
ফোন: (০৫৩১) ৬৫৯১৭, ০১৭১৩-৪৯১০০০
ইমেইল: pollisree@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pollisree.org

১৮২. কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)
গ্রাম: মন্মথপুর, ডাকঘর: চাকলাবাজার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর- ৫২৫০
ফোন: (০৫৩১)-৮৯১১৪, ০১৭১২-০৪১৯১৫
ইমেইল: ctwdinaj08@gmail.com

গাইবান্ধা জেলা

১৮৩. গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
নশরাতপুর, পোস্ট বক্স: ১৪, গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: +৮৮-০৫৪১ ৫২৩১৫
০১৭১৩-৪৮৪৬০৪, ০১৭১৩-২০০৩৭১
ইমেইল: info@gukbd.net
ওয়েবসাইট: www.gukbd.net

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৯, রোড: ১/বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০২-৫৫০৪০৬৬৪, ০১৭১৩-৪৮৪৬৪০

১৮৪. এসকেএস ফাউন্ডেশন
কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহ, গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: (০৫৪১) ৫১৪০৮, ০১৭১৩-৪৮৪৪০০
০১৭১৩-৪৮৪৪০৪, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৪১-৫১৪৯২
ইমেইল: sks-poes2@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sks-bd.org

কুড়িগ্রাম জেলা

১৮৫. সলিডারিটি
নিউ টাউন, কুড়িগ্রাম- ৫৬০০
ফোন: (০৫৮১) ৬১২২২, ৬১৫৩২
৬১৪৮৫, ০১৭১৫-১৬৯৪৬৯
ইমেইল: solidarity_bd@yahoo.com

লালমনিরহাট জেলা

১৮৬. নজীর (নতুন জীবন রচি)
এয়ারপোর্ট রোড, হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট- ৫৫০০
ফোন: ০৫৯১-৬১২৫২, ০১৭১৫-৫৭২৩৭১
ইমেইল: nurul_nazir@hotmail.com

নীলফামারী জেলা

১৮৭. সেলফ-হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
নতুন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর- ৫৩১০, নীলফামারী
ফোন: ০৫৫২৬-৭৩১৩৬, ০১৭১২-০৫৯১৪৮
ইমেইল: sharpsdp@yahoo.com

পঞ্চগড় জেলা

১৮৮. অনুভব
থানা পাড়া রোড, বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: (০৫৬৫৩) ৫৬১৮০, ০১৭১২-৬৭৬৮৫৭
ইমেইল: anuvabboda1993@gmail.com

১৮৯. দৃষ্টিদান
থানাপাড়া, বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: ০১৯১৯-৫৭০৯২২, ০১৭১৩-৭৮০৫৭০
ইমেইল: drishtidanboda@yahoo.com

১৯০. ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: ডুডুমারী, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়
ফোন: ০১৭১১-৪৫১৯৪৯
ইমেইল: nazim.bd.007@gmail.com

১৯১. সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
থানাপাড়া, বোদা, ডাকঘর: বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: ০৫৬৫৩-৫৬২৭৪, ০১৭১৪-২২৯০৩৪
ইমেইল: ssdobd@yahoo.com

রংপুর জেলা

১৯২. রুরাল ইকোনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ)
রেসকিউ ভবন, হোল্ডিং নং: ০১৫৭-০১
দর্শনা, তাজহাট, রংপুর
ফোন: ০১৭১৫-৫০৭৩৯৪, ০১৭১২-৫০৭৬৩৩
ইমেইল: rescu_rangpur@yahoo.com

১৯৩. সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: জাহাঙ্গীরাবাদ হাট
ডাকঘর: জাহাঙ্গীরাবাদ, পীরগঞ্জ, রংপুর
ফোন: ০৫২২৭-৫৬০২২, ০১৭১১-৪১৯০৪৫
০১৮৩৯-৯৬৯৯৪৪
ইমেইল: ssusinfo@gmail.com

ঠাকুরগাঁও জেলা

১৯৪. ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও- ৫১০০
ফোন: (০৫৬১) ৫২১৪৯, ০১৭১৩-১৪৯৩৩৩
০১৭১৩-১৪৯৩৪৪, ফ্যাক্স: ০৫৬১-৬১৫৯৯

লিয়াজোঁ অফিস
ইএসডিও হাউস, প্লট: ৭৪৮, রোড: ৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১৫৪৮৫৭, ০১৭১৩-১৪৯২৫৯
ইমেইল: esdomis@yahoo.com
esdobangladesh@hotmail.com
ওয়েবসাইট: esdo-bangladesh.org

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ জেলা

১৯৫. 'ইনডেভার' ইনসিওর ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিজ ফর ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল পিপল
স্টাফ কোয়ার্টার, ৬৪৯৫ ইনাতাবাদ রোড
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
ফোন: ০৮৩১-৬২৩০৭, ০১৭১৫-১২০৮৯৮
ইমেইল: endeavour-08@hotmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
২৮২/৫, ফার্স্ট কলোনী
মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা
ফোন: ৯০২৭৪৫৭

১৯৬. হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা
১৮, মহিলা কলেজ রোড
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ- ৩৩০০
ফোন: ০৮৩১-৬২৩৯২, ০১৭১৫-৩৫৬৮৩৭
ইমেইল: hushabiganj@gmail.com
ওয়েবসাইট: hus-org.bd

মৌলভীবাজার জেলা

১৯৭. পাতাকুড়ি সোসাইটি
মিলি মহল, রবার্ট হল রোড (ক্যাথলিক মিশন)
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার- ৩২১০
ফোন: ০৮৬২৬-৭২৯৪৮, ০১৭৩৩-৭৯৩১৮৮
০১৭৭৪-০০০৪০০
ইমেইল: patakurisociety@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.patakuri.org

১৯৮. পসবিদ উন্নয়ন সংস্থা
উত্তরা আবাসিক এলাকা
মৌলভীবাজার রোড
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
ফোন: ০১৭১১-৮৯৯৬৪১, ০৮৬২৬-৮৮৩১১
০১৬৪৩-৮০০৬২১

সিলেট জেলা

১৯৯. ভলান্টারি এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)
প্রধান কার্যালয়, বাড়ি: ৫৫৪, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০
ইমেইল: vardho@vardbd.org

[৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে হালনাগাদকৃত]

অন্যান্য সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

১. **বাংলাদেশ রুরাল ইমপ্রুভমেন্ট ফাউন্ডেশন (ব্রীফ)**
হাজী নগর, গোয়ালদিঘি
খানসামা, দিনাজপুর

২. **শ্রমজীবী ও দুস্থ কল্যাণ সংস্থা**
গ্রাম: চাকলা, ডাকঘর: পুন্দুরিয়া-৬৬৮২
(ভায়া: কাশিনাথপুর), বেড়া, পাবনা

৩. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরডিও)**
থানা রোড, গ্রাম+ডাক+থানা: মুলাদি, বরিশাল

৪. **পল্লী ফরমেশন**
সার্কুলার রোড, মহাজন পট্টি, ভোলা- ৮৩০০

৫. **বোয়ালখালি প্রশিকা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা**
কলেজ রোড, কানুনগো পাড়া, বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম

৬. **ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই)**
বাড়ি: ৫৫৭, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৭. **ওসডার (অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)**
২৪/২, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০

৮. **সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সেডস)**
জাতপুর, সাটুরিয়া
মানিকগঞ্জ

৯. **এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (এসাপ)**
আলমগীর হোসেন রোড
গাইতাল, কিশোরগঞ্জ

১০. **প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**
প্রশিকা ভবন, ১/১-গ, সেকশন-২
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

১১. **সমাজ কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন সংঘ (স্পাস)**
রূপসা, শিবালয়
মানিকগঞ্জ

১২. **গণ উন্নয়ন কমিটি (গউক)**
গ্রাম: ওসমানপুর, ডাকঘর: বাঙ্গালপাড়া
থানা: অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ-২৩০০

১৩. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (আরডিটি)**
থানা রোড, থানা: ত্রিশাল
ময়মনসিংহ

১৪. **সিন্ডিকেট (আর্থ-সামাজিক ও গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা)**
পায়ারকান্দি (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড)
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৫. **টাঙ্গাইল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (টিএসইউএস)**
আশেকপুর, মেইন রোড
টাঙ্গাইল

১৬. **কনশাসনেস রেইজিং সেন্টার (সিআরসি)**
আরপপুর, চাকলাপাড়া (শহীদ অমৃতি বিদ্যাপীঠ)
ঝিনাইদহ- ৭৩০০

১৭. **সেবা**
গ্রাম: তেতুলিয়া, থানা: তালা
সাতক্ষীরা

১৮. **ছিন্নমূল মহিলা সমিতি**
পলাশবাড়ি রোড
গাইবান্ধা

১৯. **নিজপথ (নিরাশ্রয়ের জনতার পাশে থাকি)**
পাবনা রোড (আরনখোলা)
ঈশ্বরদী, পাবনা

২০. **আদর্শ সমাজ সেবা সংস্থা (এএসএসএস)**
মুসলিম মঞ্জিল, বাড়ি: ৬
আর কে মিশন রোড, ময়মনসিংহ

২১. **অন্বেষা ফাউন্ডেশন (এএফ)**
৩১/২, সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

২২. **এসিসটেন্স ফর সোস্যাল অর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসোড)**
গাজী খুরশীদ বে ভবন, ৮/৪-এ (১ম তলা)
ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

২৩. **অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা**
অনন্য সেন্টার, ঢাকা রোড
শালগাড়িয়া, পাবনা

২৪. **হ্যাবিটেড এন্ড ইকোনমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্প)**
প্লট: ৩৬, ৩৭ ও ৩৮
বিএসসিআইসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৮-৬২৬৩৪, ০১৭১১-১৫৫৭৫৯

২৫. **গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (জিকেএফ)**
কলেজ রোড, আলমনগর
রংপুর সদর, রংপুর

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯, ৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮, ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/pksf.org